ছোটদের এক গুচ্ছ নাটক

ছোটদের একগুচ্ছ নাটক

এশিয়া-প্যাসিফিকের চৌদ্দটি দেশের নাটক-সংকলন

অনুবাদ

প্রভাত মুখোপাধ্যায়

ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইণ্ডিয়া

এশিয়ার সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের তত্ত্বাবধানে এবং এশিয়া ও প্যাসিফিক অঞ্চলে ইউনেস্কোর সভ্য দেশগুলির যৌথপ্রকাশন কর্মসূচীর যৌথব্যবস্থায়, এই নাট্য সংকলন ইউনেস্কোর সহযোগিতায় প্রকাশিত। এই চৌদ্দটি কিশোর-নাটক ঐ অঞ্চলের দেশগুলির দান এবং সভ্য দেশগুলির পরামর্শানুযায়ী যৌথপ্রকাশন কর্মসূচীব সম্পাদকমণ্ডলীর দ্বারা নির্বাচিত। যৌথপ্রকাশন কর্মসূচীব এটি ঊনবিংশতি প্রকাশিত পুস্তক। এর পূর্ববর্তী সব পুস্তকই বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত এবং বিশ্বব্যাপী ছোটদের দ্বাবা সমাদৃত।

এই বইটি প্রাকৃতিক-ভারসাম্য সহায়ক পুনকৎপাদিত কাগজে মুদ্রিত।

ISBN 81-237-1412-2

প্রথম প্রকাশ : 1987

এশিয়ান কালচারাল সেন্টার ফর ইউনেসকো,

6 ফুকুরোমাচি, শিনজুকু-কু, টোকিও 162, জাপান কর্তৃক প্রকাশিত

বাংলা অনুবাদ : 1995 (শক 1917)

TOGETHER IN DRAMALAND *(Bangla)*

মূল্য : 23.00 টাকা

নির্দেশক, ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইণ্ডিয়া, এ-5, গ্রীন পার্ক, নয়াদিল্লী 110016 কর্তৃক প্রকাশিত

সূচীপত্র

হাত বাড়ালেই বন্ধু

অস্ট্রেলিয়া

হাত বাড়ালেই বন্ধু

গ্রেগ ম্যাকার্ট

● চরিত্রলিপি

কাংগু	এক স্ফূর্তিবাজ কাংগারু
জম্বুকদল	একদল লোভী ভেড়া।
জম্বী	ঐ ভেড়ার দলের একটি মিষ্টি মেয়ে।
হতুম প্যাঁচা	জাঁক-জমাকী কিন্তু মনোবম প্যাঁচা।
পুসু বেড়াল	ব্যস্ত বাগীশ একটি মেয়ে।
কাঠ ফিঙ্গেলী	এক মহাপরোপকারী
হনুকুমীর—প্রথম	
হনুকুমীর—দ্বিতীয়	
হনুকুমীর—তৃতীয়	
বাওয়ার পাখী	এক হতবুদ্ধি মহিলা।

প্রথম দৃশ্য

(কাংগু থপথপ করে মঞ্চে ঢুকে এদিক ওদিক ঘোরে, যেন কিছু খুঁজছে। শেষকালে বেশ খুশী মনে গাছের একটা কাটা গুঁড়ির দিকে এগিয়ে যায়।)

কাংগু : বাঃ, খাসা জায়গা! আশে পাশে কেউ কোত্থাও নেই!

(পোঁটলা নামিয়ে তার ভেতর থেকে এক গোছা ঘাস বার করে, হাঁড়ির ওপর সাজাতে সাজাতে)

কাংগু : আহা! কি নরম কচি কচি ঘাস! রসে ভরা! এর চেয়ে ভাল খাবার আর কি হতে পারে!

(অল্প ঘাস খাওয়ার পরই, দূর থেকে ভেসে আসা জম্বুকদের গান শোনা যায়। জম্বুকদের সমবেত কণ্ঠে গান—)

সোনা, সোনা, সোনা...
মণি মানিক চাই আমাদের, নেইকো চাওয়ার শেষ
সোনা, সোনা, সোনা...
খুঁজবো মোরা পাহাড়, মরু, খুঁজবো নানান দেশ।
সোনা, সোনা, সোনা...
সেই খোঁজেতেই আমরা কজন, সদল বলে চলি
সোনা, সোনা, সোনা...
লুটবো খনি ভরব পকেট, আনবো থলি থলি
সোনা, সোনা, সোনা...
সাঁতরে যাবো সাগর নদী উড়ব আকাশ পারে
সোনা, সোনা, সোনা...
পৌঁছে যাবো পাতাল পুরী আনব খুঁজে তারে
সোনা, সোনা, সোনা...
আনবো নাকো বর্ষা বাদল করবো নাকো ভয়
সোনা, সোনা, সোনা...
সদল বলে এগিয়ে গেলে হবেই হবে জয়।

কাংগু : হায় হায়—ও আবার কি? ও...সেই হতভাগা বিদেশীগুলো!

বড় বড় শহর থেকে হটর হটর করে আসে আর কচি নরম ঘাসগুলো মাড়িয়ে তছনছ করে দেয়! দেখলে গা জ্বলে যায়!

(রাগে এবং উত্তেজনায় কাংগু থপথপ করে মঞ্চের এদিক ওদিক ঘুবতে থাকে)

কাংগু : আর সারাক্ষণ খালি সোনা! সোনা! সোনা! আর শুধুই কি সোনা? ওদের হীরে চাই, জহরৎ চাই, মণি মানিক...সব চাই। খাঁই আর মেটে না! কতবার তো বলেছি কোথায় সোনা পাওয়া যায়...বলে বলে তো হাঁপিয়ে গেলাম...কিন্তু কে কার কথা শোনে?...

(কাংগু তার থলে গুছিয়ে তুলতে আবম্ভ করে)

কাংগু : চুপি চুপি বলি তাহ'লে: আমি একটা মতলব ঠাউরেছি... আমি লুকিয়ে পড়ি। আমায় দেখতে না পেলে ওরা চলে যাবে। আমিও বাঁচবো আর এই কচি কচি ঘাসগুলোও বেঁচে যাবে!

(কাংগু মঞ্চ থেকে নেমে এসে দর্শকদেব মধ্যে বসে পড়ে)

কাংগু : (দর্শকদের) চুপ! আমি যে এখানে আছি বলে দেবেন না যেন!

(সমবেত কণ্ঠে গান গাইতে গাইতে আব তিড়িং তিড়িং কবে নাচতে নাচতে জম্বুকেব দল মঞ্চে প্রবেশ কবে। তাদেব চাল চলন ছোট্ট ভেড়াদেব অনুকবণে ক্রীড়াশীল।)

জম্বুকের দল :

সোনা, সোনা, সোনা...
মণি মানিক ধন দৌলত করব' এত' জড়...
সোনা, সোনা, সোনা...
দেখলে সবাই বলবে মোরা রাজার চেয়ে বড়
সোনা, সোনা, সোনা...

(ওদের গান এবং নাচ কাংগুব খুবই ভাল লাগে। বিশেষ কবে ভাল লাগে দলের মধ্যে ছোট্ট জম্বুক মেয়েটিকে। গান শেষ হতেই কাংগু আনন্দে হাততালি দেয়—আব সঙ্গে সঙ্গেই বুঝতে পারে যে সে ভুল করেছে)

কাংগু : হায়, হায়! একি করলাম! এবার তো আর রেহাই নেই! কি করি?

(জম্বুকের দল এদিক ওদিক তাকিয়ে ওকে দেখেই দুমদাম নেমে এল দর্শকদেব মধ্যে। চারজন এল। জম্বুকের মেয়েটি দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল। ঐ চারজন কাংগুকে টেনে নিয়ে গেল মঞ্চের ওপর)

জম্বুক ৩ : কে ওখানে? ওটা কেবে?

জম্বুক ১ : ভেবেছিলাম এখানে কেউ নেই!

জম্বুক ২ : তোমাকে পেয়ে বেশ ভালই হল। এ গাঁয়েরই তো লোক বলে মনে হচ্ছে!

জম্বুক ১ : আমাদের তো একটু সাহায্য কবতে হবে ভায়া! আমবা...

জম্বুক ৩ : (জম্বুক ১কে) তুই সর...(কাংগুকে) বুঝলে ভায়া। আমাদের চাই সোনা... সোনা! ধন দৌলত, মণি মানিক... সব চাই আর চটপট চাই!

জম্বুক ৪ : দেখিযে দাও। কোথায় গেলে পাওয়া যাবে।

জম্বুক ৩ : বুঝলে বাপু। আমরা অনেক দূর থেকে আসছি।

জম্বুক ২ : শুধু সোনা নয়। ঐ তো শুনলে, মণি, মানিক, হীরে, জহরৎ! মোদ্দা কথা যা থেকে পয়সা পাওযা যায...

(ওদেব টেনা হ্যাচডায আব কথাব তাড়ায কাংগু হক্‌চকিযে যায। তাবপব নিজেকে সামলে নিযে বলে)

কাংগু : দাঁড়াও বাপু! এত তাড়াহুড়ো কোর না। ব্যাপারটা একটু ভাল করে বুঝতে দাও!

জম্বুক ২ : ঠিক। কিন্তু সমস্যাটা কি?

জম্বুক ৩ : হ্যাঁ। সমস্যাটা কি?

কাংগু : মাথাটা তো আমার গুলিয়েই দিয়েছ। আমি কি আর আমিতে আছি? আমি যাচ্ছি না আসছি, তাই ঠাহর করতে পাবছি না।

জম্বুক ১ : 'যাচ্ছি না আসছি'-অ্যা! বাপু হে, ওসব ভাঁওতাবাজি চলবে না। তুমি যাচ্ছও না আসছও না! এইখানেই রইলে!

জম্বুক ৪ : যাচ্ছি আসলে আমরা... সোনা খুঁজতে! এখন চটপট বলে ফেল তো বাপু, কোন দিকে যাব।

কাংগু : বলে ঠিকই দিতে পারি কোথায় গেলে...

জম্বুক ২ : দাঁড়াও, দাঁড়াও, ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলি তাহ'লে। আমরা সিডনীর লোক আর এ অঞ্চল যে কত ধনী তাও শুনেছি। তাই ভাগ্যের সন্ধানে এসেছি আর আমাদের চাই সোনা, হীরে, মণি, মানিক...

জম্বুক ১ : সোনা যে অনেক আছে তাও ভাল কবেই জানি। এখন, বলে দাও তো ভায়া সেটা আছে কোথায়?

কাংগু : সোনা দিয়ে তোমরা করবেটা কি?

জম্বুক ৪ : আমি তো ভাই একটা ইয়ামাহা মোটব বাইক কিনব। বুঝলে, এই চাব পায়ে খুটুব খুটুব কবে হাঁটা আর পোষাচ্ছে না। মোটর বাইক হলে, এক লাফে সিটে বসলাম আব...ঢড...ড...ড...ড... হুস্— একেবাবে হাওয়া!

জম্বুক ৩ : (জম্বুক ৪ কে, ধাক্কা মেবে সবিয়ে) আব আমি কিনব একটা উড়ো জাহাজ... এরোপ্লেন... আব উড়ে বেড়াব পাখীদেব মতন...ওদেব চেয়ে অনেক উঁচু...চিহিহিহি (জম্বুক ৪ এব পিঠে চড়ে এবোপ্লেনেব নকল কবে।)

জম্বুক ২ : আমার তো চাই ভাল ভাল কাপড় জামা, সোনাব আংটি—যখন যা দরকার! বুঝলে না, এই খস্‌খসে উল বড্ড একঘেয়ে হয়ে গেছে। এখন নতুন কিছু চাই... যেমন ধব ফাবেব জামা কিম্বা কাংগাকব চামড়াব কোট...

(কাংগু ওব কথা শুনে চমকে ওঠে)

জম্বুক ১ : আমি তো ভাই বিদেশ যাব—সাগবপাড়ি দিয়ে সোজা স্পেন। আমাব ঠাকুবদাব বাবা সেখানে থেকেই এসেছিলেন—একেবাবে মেবি নো... .

জম্বুক ২, ৩, ৪ : (এক সঙ্গে) এখন চটপট বল তো ভায়া... সোনা কোথায় পাব?

কাংগু : উপায় নেই, বলতেই হবে। (জম্বুকদেব) ঐ যে পাহাড়টা দেখছ, ওব ওপরে কিছু আছে আব ওব নিচে যদি...

(ওব কথা শেষ হওযাব আগেই চাব জম্বুক ওকে ধাক্কা মেবে ছুটল পড়ি কি মবি কবে)

কাংগু : হুঁ! কত রকমেব জীবজন্তুই তো দেখলাম, কিন্তু এদেব মতন এমন মূর্খ, লোভী, স্বার্থপব একটাও দেখিনি। একেবারে হতচ্ছাড়া, পয়স্যাব কাঙাল...

(কাংগুব দৃষ্টি গেল জম্বুক মেয়েটিব দিকে। মেয়েটি দলেব হলেও, এতক্ষণ চুপ কবে এক কোণে দাঁড়িয়েছিল, অন্য জম্বুকদেব সঙ্গে এখনো যোগ দেয নি)

কাংগু : (সলজ্জভাবে, কাছে গিয়ে) ক্ষমা করবেন। মানে...আমি ঠিক...ইয়ে...কি বলে...

জম্বুক কন্যা : ঠিক আছে। আমি কিছু মনে কবিনি...

(মেয়েটি কাংগুব দিকে চেয়ে মৃদু হাসল)

কাংগু : ইয়ে, মানে, আপনি তো...মানে... কি বলে...

জম্বুক কন্যা : আমার নাম জম্বী। আপনাব ?

কাংগু : আমি ?... মানে...ইযে... (হাসল) ক্যাংগারু... তা আপনি কাংগু বলেই ডাকবেন।

জম্বী : ভারি মিষ্টি নাম তো !

কাংগু : তা কি বলে...ইয়ে, মানে... তুমিও কি ওদের সঙ্গে সিডনী থেকেই...

জম্বী : হ্যাঁ... আমিও সিডনীরই বাসিন্দা...

কাংগু : কৈ, তুমি তো ওদের মতন 'সোনা চাই সোনা চাই' বলে পাগল হচ্ছ না !

জম্বী : (হাসল) টাকা, পয়সা, হীবে জহরৎ, সোনা দানা, ও সবে আমার কোন লোভ নেই। আমি যেমন আছি তাতেই খুশী।

কাংগু : তাই বুঝি ! (খুব খুশী হযে) খুব ভাল। চল তাহ'লে তোমাকে আমাদের গাঁ-টা ঘুরিয়ে দেখিয়ে আনি।

জম্বী : বেশ তো চল। বেডাতে আমার খুব ভাল লাগে।

কাংগু : তাহ'লে তো খুবই ভাল। শুধু গাঁ-টাই কেন। এই পুরো চত্বরটাই আমার চেনা। খুব মজা হবে ! আমার অনেক বন্ধু আছে...এমু, প্ল্যাটিপস্ কোয়ালা, কুকাবুরা...সক্কলকার সঙ্গে তোমার আলাপ করিয়ে দেব।

জম্বী : এদের কাউকেই আমি চিনি না...

কাংগু : আলাপ হলে খুশী হবে। এমুকে যদি বলি না, তোমায় পিঠে চডিয়ে অনেক দূর বেড়িয়ে আনবে। এমু যা ছোটে না, একেবারে পক্ষীরাজ। এ তল্লাটে কেউ ওর সঙ্গে পারে না !

জম্বী : তাই বুঝি ? দারুণ তো !

কাংগু : আর প্ল্যাটিপস্— সে তোমাকে সব চাইতে ভাল সাঁতারের জায়গায় নিয়ে যাবে।

জম্বী : আর ঐ হাসিমুখো কোকাবুরা ? আমি তো ওকে জিজ্ঞেস করব কি দেখে ও সারাদিন হাসে ! বলবে তো ?

কাংগু : নিশ্চয় বলবে ! দাঁড়াও না, আলাপ তো হোক, তারপর সবাই মিলে খুব হৈ হৈ করব। খোলা আকাশের তলায় তারার নিচে ঘুমোব, ক্যাম্পফায়ারের চারধারে গান গাইব, নাচব, নদীর জলে সাঁতার কাটব, পাহাড়ে পিকনিক করব...

জম্বী : কি মজা ! কখন যাব আমরা ?

কাংগু : এক্ষুনি...।

(কাংগু তাব থলি গুছিয়ে নিযে আর জম্বীব হাত ধবে যেতে গিযেই জম্বুক দলের ধাক্কা খেযে ফিবে এল। তাবা সবাই সোনাব থলি হাতে ফিবছে)

জম্বুক ১ : ঠিকই বলেছিলে ভায়া! চমৎকার সোনার তাল পেয়েছি!

জম্বুক ২ : ধন্যবাদ! আরে চল...এখনও অনেক সোনা তুলতে হবে... চল।

জম্বুক ৩ : চল...চল...এবাব ঐদিকে...আচ্ছা...টা...টা... আবার দেখা হবে।

জম্বুক ৪ : আয় জম্বী চল্...

কাংগু এবং জম্বী : (একসঙ্গে) না ও মানে...না আমি যাব না...

জম্বুক ৩ : ও সব বাজে কথা ছেড়ে চলে এস...

(জম্বুক ৩ আব ৪ জম্বীব হাত ধবে টানতে টানতে চলতে আবম্ভ কবে আব সবাই মিলে সোনার গান ধবে। জম্বী না যাওযাব চেষ্টা কবে কিন্তু পাবে না। ওবা চলে যাওযাব পব কাংগু হতবাক হযে দাঁড়িযে থাকে এবং কেঁদে ফেলে)

কাংগু : (ফুঁপিযে ফুঁপিযে কাঁদতে কাঁদতে) জম্বী চলে গেল...আমার বন্ধুকে ওরা টানতে টানতে জোর করে নিয়ে গেল আমার প্রিয় বন্ধু জম্বী... আমি ওকে খুঁজে আনবই... যতদিন না পাই, আমি ওকে খুঁজে বেডাব... দরকার হলে সারা জীবন খুঁজব...

(কাংগু মঞ্চ থেকে কাঁদতে কাঁদতে বেবিযে যায। কিছুক্ষণ সব চুপচাপ।)

দ্বিতীয় দৃশ্য

(হুতুম প্যাঁচা আর পুসু বিড়াল মঞ্চে প্রবেশ কবল হাত ধবাধবি কবে। দুজনেই যাকে বলে আহ্লাদে আটখানা। হুতুমেব মাথায় ঝালর দেওযা জবিব টুপি আব বগলে রঙিন ছাতা। পুসুর মাথায় বেনারসি ওড়না আব হাতে ছোট্ট ছাতা।)

হুতুম : বিদায় ব্রিটেন... বিদায় চিরতরে...

পুসু : বিদায় আত্মীয় স্বজন... বিদায় গুরুজন...

হুতুম : জয় অষ্ট্রেলিয়া... রৌদ্রোজ্জ্বল ঝক্‌ঝকে স্বর্ণদ্বীপ...

পুসু : উঃ বাব্বা! ঠিকই বলেছ রৌদ্রোজ্জ্বলই বটে! (ছাতা খুলে মাথায দিল) বড্ড গরম!

হুতুম : তা হোক! তুমি যাই বল বাপু, বিলেতে যা বৃষ্টি, বাদলা, বরফ, ঝড় জল—তার চেয়ে এ অনেক ভাল। তাই না?

পুসু : হ্যাঁ, হ্যাঁ সে তো বটেই। আমি নালিশ করছি না। সে আমার স্বভাবই নয়। ঘামে গাটা সপ্‌সপ্‌ করছে...তাইই বলছি।

হুতুম : ও মাঝে মাঝে ঘাম। একটু ভাল! মানে...স্বাস্থ্যের জন্য ভাল। শরীরটা ঝরঝরে হয় আর কি বলে, ঐ লোমকূপগুলো, পরিষ্কাব হয়ে যায় আর ইয়ে কি বলে, (গাছেব গুঁড়িব ওপব বসতে বসতে আব কমাল দিযে মুখেব ঘাম মুছতে মুছতে) মানে, তুমি ঠিকই বলেছ। গরমটা যেন একটু বেশীই পড়েছে। (কমাল দিযে ঘাম মোছা শেষ করে, গলা খাঁকারি দিযে উঠে দাঁড়িযে) বুঝলে পুসু, অষ্ট্রেলিয়ায় যখন এসেই গেছি ...তখন একটা খুব জরুরি কথা বলা দরকার!

পুসু : বল।

হুতুম : (ওব সামনে হাঁটু গেড়ে বসে এবং পুসুর হাত মুঠোয ধবে) পুসু...পুসুরানী... তুমি কত সুন্দর...পুসু সোনা... এবার আমাদের বিয়েটা হয়ে গেলে কেমন হয়?

পুসু : হয তো খুবই ভাল, কিন্তু...

হুতুম : ও বাবা... আবার কিন্তু কেন?

পুসু : বিযের জন্যে আংটি চাই!

হুতুম : আংটি?

পুসু : হ্যাঁ। আংটি না হলে বিয়েই হয় না।

হুতুম : তাই বুঝি? ...তাহ'লে, মানে, ইয়ে কি করা যায়? তোমার কাছে নেই?

পুসু : নাঃ।

হুতুম : (উঠে দাঁড়িযে) গেল। বিয়েটা ভেস্তে গেল। একটা আংটির জন্যে সব গণ্ডগোল হয়ে গেল!

পুসু : হুতু... এখন কি হবে?

হুতুম : উতলা হয়ো না পুসুরানী! ব্যবস্থা আমি একটা করবই!

(দুজনে দুদিকে মুখ করে হতাশ হয়ে বসে পড়ল। বাইরে থেকে কাংগুর কান্নার শব্দ শোনা গেল।)

হুতুম : (পুসীর কাছে সরে এসে) কেঁদো না পুসুরানী, কেঁদো না... একটা কিছু ব্যবস্থা করবই!

পুসু : কই...আমি তো কাঁদছি না!

হুতুম : ও! আমার যেন মনে হল তুমি কাঁদছ!

(হুতুম আবাব নিজেব জাযগায মুখ ঘুবিযে বসল এবং আবাব কাংগুব কান্নাব শব্দ শোনা গেল।)

পুসু : (হুতুমেব দিকে সবে এসে) অস্থিব হোযো না হুতু সোনা। ছিঃ কাঁদে না।

হুতুম : আমি আবাব কাঁদছি কোথায ?

পুসু : বাঃ—আমি যে নিজেব কানে শুনলাম!

হুতুম : হতেই পারে না! আমি তো শুনছিলাম তুমি কাঁদছ!

(দুজনেই দর্শকদেব দিকে ইশাবায বোঝাতে চেষ্টা কবে যে অন্যজনেব মাথায গণ্ডগোল হযেছে। ইতিমধ্যে কাঁদতে কাঁদতে কাংগু প্রবেশ কবল থপ থপ কবে। মাথায তাব খনি মজুবদেব বাতি বসানো লোহাব টুপি—কিম্বা—প্রকাণ্ড একটা টর্চ মাথাব ওপব বাঁধা এবং পেটে বাঁধা থলিতে একটা টেলিস্কোপ)

হুতুম : আহা, বেচারা, বড্ড অস্থিব দেখছি।

পুসু : কিসেব কষ্ট ওর ?

হুতুম : কি জানি! ...ওর মতন অবস্থা হলে আমিও কেঁদে কূল পেতাম না!

পুসু : (কাংগুব কাছে গিযে) তোমার কি হযেছে ভাই ? কাঁদছ কেন ? বলনা, যদি আমরা তোমায সাহায্য কবতে পাবি।

কাংগু : পারবে না, কেউ পাববে না। জম্বীকে না পাওযা পর্যন্ত দুঃখ আমাব ঘুচবে না।

পুসু : জম্বী ? ?

(পুসু সকৌতূহলে হুতুমেব দিকে তাকায। সেও ইশাবায আব কাঁধ নাড়িযে জানিযে দেয যে সেও কিছুই বুঝছে না। ইতিমধ্যে কাংগুব কান্না চলতেই থাকে)

পুসু : জম্বী ? জম্বীটা কে ?

কাংগু : জম্বীকে জান না ? জম্বুকদেব মেযে... জম্বী... অপরূপ সুন্দবী... কি যে ভাল মেয়ে কি বলব ? আমরা দুজনে ঠিক কবেছিলাম, কত ঘুরব, বেড়াব, আনন্দ করব, আমরা বিয়ে কবব, সারা অষ্ট্রেলিযা দেখব! কিন্তু ঐ হতচ্ছাড়া জম্বুকের দল ওকে ধরে নিয়ে চলে গেল। সেই থেকে আমি তাকে খুঁজে বেড়াচ্ছি—কত খুঁজেছি, খুঁজেই চলেছি... আহা...হো... হো...

পুসু : আহা রে... বেচারা...

হুতুম : তুমি তাকে বিয়ে করার কথা বলছিলে... তাই না ?

কাংগু : হো... ও... ও... হ্যাঁ...

হুতুম : মানে... আমরা দুজনেও বিয়ে করব ঠিক করেছি, কিন্তু একটা আংটির জন্যে বিয়েটা আটকে গেছে। তা বলছিলাম কি, বিয়েটা তোমার যখন হচ্ছেই না, তখন তোমার আংটিটা যদি আমায় দাও তো বড় উপকার হয়।

(কথাটা শুনে কাংগু হাউ হাউ করে কাঁদতে শুরু করে। তাই দেখে পুসু কটমট করে তাকায় হুতুমের দিকে। কাংগুকে ও কথা বলা অন্যায় হয়েছে বলে)।

পুসু : (কাংগুকে) কেঁদো না ভাই কেঁদো না। আমি বলছি তুমি জম্বীকে নিশ্চয় খুঁজে পাবে। ...তা তোমাদের এই দেশের কথা কিছু আমায় বল না!

কাংগু : কি বলব বল?

পুসু : ধর... ঐ যে পাহাড়... ওর গায়ে ঐগুলো কি গাছ?

কাংগু : ওগুলো... শিংশপা...

পুসু : আর ঐ যে গাছগুলো... ঐ পুকুর পাড়ে?

কাংগু : ওটা পুকুর নয়, ঝিল।

পুসু : কি বললে?

কাংগু : ঝিল...ঝিল...

পুসু : কি আজব নাম রে বাবা! তা তোমাদের দেশে শুধু বুঝি শিংশপা গাছই আছে?

কাংগু : কি যে বল তার ঠিক নেই! আরে, আমাদের দেশে হাজারো রকমের গাছ আছে! ধর বুবী। আমি বাজি রাখতে পারি তুমি কোয়ানডং গাছের নামই কখন শোননি। শুনেছ কখন?

পুসু : উহুঁ, শুনিনি! কি সব আজব নাম রে বাবা—শিংশপা... বুবী... কোয়ানডং... ঝিল...

(এই সব নাম বলার পরই দেখে সামনে দাঁড়িয়ে এক আজব মূর্তি—কাঠফিঙ্গেলী—কাঠবেড়ালী আর ফিঙ্গে পাখী মিলিয়ে এক আজব মূর্তি)

কাঠফিং : এসে গেছি। কি করতে হবে বল?

(ওকে দেখে আর কথা শুনে হুতুম, পুসু আর কাংগু চমকে ওঠে)

কাঠফিং : ঘাবড়িও না। আমি কিচ্ছু করব না। ডাকলে, তাই এলাম।

পুসু : ডাকলে মানে? আমরা আবার কখন তোমায় ডাকলাম?

কাঠফিং : বাঃ! ঐ যে বললে...শিংশপা... বুবী...কোয়ানডং... ঝিল... বলেছ কি না?

পুসু : হ্যাঁ বলেছি... তাতে হয়েছে কি?

কাঠফিং : (হেসে) জানো না, তাই বলছ। এদেশে নতুন কেউ এসে, বিপদে আপদে পড়লে— শুধু একবার বললেই হল ''শিংশপা...বুরী ...কোয়ানডং...ঝিল...' ব্যস্ সঙ্গে সঙ্গে আমি এসে পড়ি সাহায্য করতে... যাকে বলে বিপদতারণ...

পুসু : তাই নাকি? খুব ভাল! তা ভাই, তোমার নামটা কি?

কাঠফিং : কাঠফিঙ্গেলী!

পুসু : কি?

হুতুম : এ্যাঁ?

কাংগু : কি বললে?

কাঠফিং : কা-ঠ-ফি-ঙ্গেলী হয়েছে? এবার বল তোমাদের বিপদটা কি?

হুতুম : কৈ না তো! আমাদের তো কিছু বিপদ ঘটেনি!

পুসু : (হুতুমকে) তুমি থাম তো। (কাঠফিঙ্গেলীকে) হয়েছে ভাই, নিশ্চয় হয়েছে, বলছি, দাঁড়াও আগে আলাপ করিয়ে দি। বুঝলে ভাই... আমি হলাম পুসী...এ হল আমার প্রাণের বন্ধু হুতুম প্যাঁচা... আর এ আমাদের নতুন বন্ধু কাংগু।

হুতুম আর কাংগু : নমস্কার।

পুসু : সমস্যাটা বলি তাহ'লে। হুতুম আর আমি বিয়ে করতে চাই... কিন্তু ভাই আংটি নেই বলে হচ্ছে না!

কাঠফিং : এ আর এমন কি কথা! সোজা চলে যাও বাওয়ার পাখীর কাছে। তুরপুণ থেকে আরম্ভ করে আইসক্রিম পর্যন্ত হেন জিনিষ নেই যা ওদের কাছে পাবে না। বিয়ের আংটিও নিশ্চয় পাবে। ঐ যে ঝিল, ওরই ধারে কোয়ানডং গাছের ডালে ওদের বাসা!

হুতুম : তাই-ই...নাকি?...বাঃ বাঃ! তোমাকে ভাই অনেক ধন্যবাদ। কৈ, পুসুরানী—আর দেরী কেন? চল, চল,...বাওয়ার পাখী খুঁজে, আংটি জোগাড় করে, বিয়েটা সেরে ফেলা যাক! চ... লো...।

পুসু : দাঁড়াও... দাঁড়াও! কাঠফিঙ্গেলী ভাই... আমাদের কাংগু ভাই তার বান্ধবী জম্বীকে হারিয়ে ফেলেছে...

কাঠফিং : ঠিক তো। কথাটা আমারও কানে এসেছে। ঐ ঝিলের ধারে জম্বীকেও পাবে। ঐ জম্বুকগুলো যেখানেই থাক না কেন, জল খেতে তো ঝিলের ধারে আসবেই। আমি বলি কি...তোমরা তিনজনে এক সঙ্গে যাও, তোমাদের সব সমস্যা মিটে যাবে। কিচ্ছু ভেবো না।

কাংগু : বাঁচালে ভাই!... তুমি আমায় বাঁচালে...

পুসু : অশেষ ধন্যবাদ।

হুতুম : বিয়েতে আসবে তো ভাই?

কাঠফিং : তবে হ্যাঁ। তোমাদের একটু সাবধান কবে দেওযা দবকাব। হনুকুমীকে একটা দল ঐ ঝিলের কাছে-পিঠে আজকাল দেখা যাচ্ছে। তোমরা তো এখানে নতুন, হনুকুমী কাকে বলে নিশ্চয় জানো না।

(কাংগু নিশ্চিন্ত মনে ইতিমধ্যে ঘুমিয়ে পড়েছে)

কাঠফিং : হনুকুমী এক আজব চীজ — ঝিলের ধারে কাছেই থাকে। হনুমানের সঙ্গে কিছু কুমীরের ভুল ভ্রান্তিতে ওদের সৃষ্টি। তাঁ সে যাই হোক। আসলে ওরা কিন্তু মোটেই লোক ভাল নয়। খুব সাবধান। একটু বাগে পেলেই একেবারে সাবড়ে দেবে!

হুতুম : সাবড়ে দেবে মানে?

পুসু : কড়মড় করে চিবিয়ে আমাদের গিলে ফেলবে?

কাঠফিং : চেষ্টার ত্রুটি করবে না। তবে ভয় নেই। ওদের পাল্লায় পড়লে আমায় ডেকো—মনে আছে তো? ঐ যে মন্তর... 'শিংশপা, বুরী, কোয়ানডং, ঝিল...' আমি তৎক্ষণাৎ এসে ওদের ভাগিয়ে দেব। ঠিক আছে?

পুসু : বাঁচালে ভাই...

কাঠফিং : চলি তাহ'লে? ...আবার দেখা হবে।

(কাঠফিঙ্গেলী উধাও হযে গেল)

পুসু : ঐ দেখ! কাংগু ভাই ঘুমিয়ে পড়েছে!

হুতুম : বুদ্ধিমানের কাজ! (মস্ত হাই তুলে কাংগুব পাশে বসে পড়ল পা ছড়িযে)

পুসু : না না একদম না! ঘুমিয়ে কাজ নেই। শুনলে না, কাঠফিঙ্গেলী কি বলে গেল? আমরা ঘুমিয়ে পড়ি আর হনুকুমী এসে খেয়ে ফেলুক! না, বাবা ওদের খাদ্য হওয়াব আমার সখ নেই!

(হুতুম এবই মধ্যে নাক ডাকতে শুরু কবে)

পুসু : ঐ দেখ...দুটোতে মিলে কি আরামে নাক ডাকাচ্ছে! আহা, বেচাবাবা ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। আমি এখন কি করি? ঠিক আছে, ওরা দুদণ্ড ঘুমিযে নিক। আমি বসে ওদের পাহারা দি...(প্রকাণ্ড হাই তুলল) ওরে বাবা, এখানে সূর্য্যের কি তেজ! ...বড্ড গরম ! ...যেতেই হবে তাড়াতাড়ি...

(পুসীও দেখতে দেখতে ঘুমিযে পড়ল)

তৃতীয় দৃশ্য

(কাংগু, হুতুম আব পুসী মঞ্চেব ওপব ঘুমিয়ে আছে। ওদেব পেছন দিক থেকে একটা মাথা উঁকি মাবল, তাবপব আব একটা, একটু পবে আবও একটা। নিঃশব্দে পা ফেলে প্রবেশ কবল তিনজন হনুকুমী। তিনজনেবই মুখে নীবব কিন্তু বীভৎস ধবনেব আনন্দোচ্ছ্বাস)

হনুকুমী ১ : বা ভাই বা! খাসা জিনিষ... দেখ্ দেখ্...আজ খাওযাটা বেশ জমবে!

হনুকুমী ২ : খাসা জমবে! ভাবতেই আমাব তো ঢেকুব উঠছে। আমি তো নেব...

হনুকুমী ৩ : চুপ! ওদেব গন্ধটা সব চেয়ে আগে পেযেছিল কেডা? আমি!! আগে আমি বেছে নেব, তাবপব তোমবা...

(১ আব ২ কে সবিযে ৩ ওদেব ঘুবে ঘুবে শুঁকতে আবম্ভ কবল)

হনুকুমী ২ : (৩নং কে) তুই বড হিংসুটে!

হনুকুমী ১ : আব বেজায স্বার্থপব! দেখত আমি কত বোগা... এই মোটাটা আমায...

(আস্তে আস্তে তিনজনে কাংগু, পুসী আব হুতুমকে ঘিবে ফেলে)

হনুকুমী ৩ : স্...স্... গোলমাল কবিস না... আগে চাবদিক ভাল কবে দেখেনি...সেই ব্যাটা ধাবে কাছে কোথাও নেই তো!

হনুকুমী ২ : কার কথা বলছ? ঐ...কা...কা...কাঠ...

হনুকুমী ৩ : তাছাড়া আবাব কে...কাঠফিঙ্গেলী!

হনুকুমী ১ : ওবে বাবা! (চাবিদিক ঘুবে ফিবে দেখে নিয়ে) নাঃ... কোথাও তো দেখছি না!

হনুকুমী ৩ : তাহ'লে এবাব ভোজন পর্ব শুরু কবা যাক!

(হনুকুমী ৩ কাটা গাছেব গুঁড়িব পেছন থেকে দুটো মস্ত বড় পাত্র নিয়ে এল— একটাতে 'নুন' আব অন্যটাতে 'হলুদ' লেখা। টিন দুটো নাড়াব শব্দে হুতুমেব ঘুম গেল ভেঙে)

হুতুম : উঃ,গণ্ডগোলে দিল ঘুমটা ভা...(হনুকুমীদেব দেখে)...বাঁচাও! বাঁচাও... পুসুরানী, কাংগু... পালাও...পালাও...

(মঞ্চে পাগলের মতন হুটোপুটি শুরু হয়ে গেল আত্মরক্ষার প্রচেষ্টায়)

পুসু : (যাকে একজন হনুকুমী জাঁকড়ে ধরেছে) বাঁচাও...আমায় বাঁচাও... শিংশপা, বুরী...কোয়ানডং...ঝিল...

(সঙ্গে সঙ্গে এসে পড়ল কাঠফিঙ্গেলী)

কাঠফিং : কি ব্যা...ও ও...তোমরা এসে আবার হাঙ্গামা বাধিয়েছ? হাজার বার বলেছি না যে, কিলবিল ঝিলের ওদিকে থাকবে, এদিকে আসবে না...কোন ভ্রুক্ষেপ নেই না! এক্ষুনি কেটে পড়! বিদেশী বন্ধু, কোথায় আদর যত্ন করবে, তা নয়, এসে গেছ নুন হলুদ নিয়ে খেতে? চলে যাও...না হলে সব কটাকে ঐ দর্শকদের মধ্যে ছুঁড়ে ফেলে দেব! ...যাও...

হনুকুমী ৩ : (যেতে যেতে) ঠিক আছে যাচ্ছি। তুমি তো আর সব সময় এদের আগলে রাখতে পারবে না। কোথাও না কোথাও সুযোগ পেলেই দেব সাবড়ে...

হনুকুমী ২ : নুন, হলুদ ছাড়াই!

কাঠফিং : তবে রে— (হনুকুমীরা পালাল) শুনলে তো কি বলে গেল? খুব সাবধান। ওরা আবার ঝামেলা করবে। যত তাড়াতাড়ি পার কাজ সারো, দেরী কোর না।

(চলে গেল)

হুতুম : বাব্বা! খুব বেঁচে গেছি!

পুসু : দোষ তো আমাদেরই! নাও চল, তাড়াতাড়ি একটা আংটির জোগাড় করে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে বাঁচি!

হুতুম : ও ভাই কাংগু...তোমার ঐ ঝিলের পথটা একটু দেখিয়ে দাও তো।

কাংগু : এ...কি...বলে...মানে... জানি না তো!

হুতুম : সে কি হে? জানো না মানে? ...এই যে বললে এ তল্লাটের মানুষ সবই তোমার চেনা!

কাংগু : চে...চে...চেনা তো বটেই কিন্তু ভয় পেলেই সব কেমন গু...গু... গুলিয়ে যায়...মাথা ঠিক থাকে না! ঐ হনুকুমীগুলো এমন ভয় দেখিয়ে গেল...যে মাথাটা হয়ে গেছে ফাঁকা আর হাঁটু দুটো একেবারে কাদার তাল... দেখ না...ঠকঠক করে কাঁপছে...

পুসু : বেচারা কাংগু! তুমি না হয় এখানে বসে একটু জিরিয়ে নাও। আমি আর হুতুম রাস্তা ঠিক খুঁজে নেব।

হুতুম : সেই ভাল। তুমি ওদিকে দেখ...আর আমি এদিকে দেখি...

পুসু : ভয় নেই কাংগু ভাই...আমরা এই এলাম বলে...

কাংগু : তাই এস...(ওরা চলে গেল। কাংগু একলা বসে পড়ল) আমার গায়ে যদি আর একটু জোর থাকত তবে ঐ হনুকুমীদের মজা দেখিয়ে দিতাম!

চতুর্থ দৃশ্য

(কাংগু মঞ্চে চুপ কবে বসে আছে আব বাইবে থেকে গান ভেসে আসছে)

কাংগু : সব কটাকে এক সঙ্গে এই এমনি ভাবে ধরে (যা কিছু বলছে অভিনয় কবে হাত পা নেড়ে দেখিযেও দিচ্ছে) দিতাম মাথা ঠুকে একেবারে চৌচির করে—তাবপর লাথি মেরে ফেলে দিতাম ঐ আস্তাকুঁড়ে। আব যদি বেশী চেষ্টা করে ছাড়িয়ে নেওয়ার, তো হাত দুটো পিছমোড়া করে ধরে, মাটিতে মুখ এমন কবে ঘষে দেব যে বাছাধনদেব মুখ হয়ে যাবে কাগজের মতন পাত...

(ভযে থতমত খেযে কাংগু থেমে গেল — কাবণ — ইতিমধ্যে হনুকুমীব দল নিঃশব্দে মঞ্চে প্রবেশ কবে ওকে লক্ষ্য কবছিল।)

হনুকুমী ৩ : এই যে মানিক...ভাল তো? ...আহা বাছা ভয় পেয়েছ? (গা টিপে, চিমটি কেটে) আহা, নরম তুলতুলে...খাসা লাগবে খেতে!

কাংগু : আ...আ... আমাকে ভয় দেখাচ্ছ কেন? আ...আ...আমি...আমি তো...

হনুকুমী ৩ : বালাই ষাট, ভয় দেখাব কেন? তোমায় খাওয়ার আগে কয়েকটা প্রশ্ন কবি। তোমার সেই বন্ধুরা ঐ হাঁদারাম হুতুম প্যাঁচা আর চনমনে পুসীরাণী — ওরা গেল কোথায়?

কাংগু : আ...আ...আ... মি জা...জা...জানি না।

হনুকুমী ৩ : জানো না, হুঁম? আচ্ছা বল, তোমরা যাচ্ছিলে কোথায়?

কাংগু : ঐ...ঐ...ঝিলের ধারে কোয়ানডং গাছের খোঁজে।

হনুকুমী ৩ : বটে? তা সেখানে কেন?

কাংগু : আ... আমি যাচ্ছিলাম জম্বুক কন্যাকে খুঁজতে আর ওবা যাচ্ছিল বাওয়ার পাখীর কাছ থেকে বিয়ের জন্যে একটা আংটি আনতে!

হনুকুমী ৩ : বাওয়ার পাখী? বাঃ বাঃ সে তো পবম সুখাদ্য! তাহ'লে বাছাধন, মন দিয়ে শুনে নাও। আমি আর আমার সঙ্গীবা ঝিলে গিয়ে ওদের সাবড়ে এসে তবে তোমায় খাব। তুমি ততক্ষণ এইখানেই ভয়ে জড়সড় হয়ে বসে থাক, বুঝেছ ভায়া! (সঙ্গীদেব কাছে গিযে) এই...সেই নুনের টিনটা কোথায?

হনুকুমী ২ : এই যে দাদা... এই যে...

হনুকুমী ৩ : ওর গায়ে ভাল করে ছিটিয়ে দাও। আর হলুদ? ...হলুদ কৈ?

হনুকুমী ১ : এই তো!

হনুকুমী ৩ : তা দেখছ কি হাঁদাবাম? দাও গায়ে ছিটিযে...ভাল করে দাও!

(তিন হনুকুমী যখন নুন, হলুদ মাখিযে খাওযাব ব্যবস্থায ব্যস্ত তখন কাংগু ইশাবায দর্শকবৃন্দকে প্রশ্ন কবে — কাঠফিঙ্গেলীকে ডাকাব নাম-মন্ত্রটা কি? দু চাববাব ভুলেব পব যখন ঠিক নামগুলো বলে তখন সঙ্গে সঙ্গে কাঠফিঙ্গেলী মঞ্চে হাজিব হয।)

কাঠফিং : ও...তিনটেতে আবার এসে জুটেছ? ...এস ...এদিকে চলে এস -শিগ্গীর এস। লাইন দিযে দাঁড়াও...এই তল্লাটে তোমাদেব থাকতে দিযেছিলাম এই শর্তে যে কিলবিল ঝিলেব এদিকে আসবে না আব শয়তানী করবে না। আগেও বহুবার বলেছি এবং আবার বলছি — ফেব যদি গোলমাল করেছ তো দেশছাডা কবে দেব। বুঝেছ? যাও — যা-ও...বেরিয়ে যাও এখান থেকে (ওবা বেবিযে গেল। কাংগুকে বলল) ভাগ্য ভাল যে বেঁচে গেলে। আর যেন না হয। বন্ধুদের খুঁজে, তাডাতাডি চলে যাও, বুঝেছ? (বেবিযে গেল)

(একটু পবে)

পুসী : কাংগু ভাই!...হুতুম!...ঝিলটা খুঁজে পেয়েছি!

হুতুম : সত্যি! আমি অনেক খুঁজেও পাইনি।

পুসী : এস...এই দিকে — বেশী দূর নয়। কাছেই।

কাংগু : দাঁডাও, দাঁড়াও, দরকারি কথা আছে। একটা বিশ্রী কাণ্ড ঘটে গেছে। ঐ হনুকুমীর দল আবার এসে ছিল আর আমি ভুল করে বলে দিয়েছি আমরা কোথায় যাব।

পুসী : এই দেখ! তুমি তো বিপদে ফেললে!
হুতুম : এমন ভুল কেউ করে?
কাংগু : কি করব বল...ভয়ে আমাব আত্মাবাম খাঁচাছাডা হযে গিয়েছিল!
পুসী : উপায় নেই। যা হওয়ার হয়ে গেছে। যেতে তো আমাদেব হবেই। ঐ কাঠফিঙ্গেলীই আমাদেব যা ভরসা!
হুতুম : তা যা বলেছ। চল পুসুবানী, বাওযাব পাখীকে খুঁজে দেখি...
কাংগু : আর...আমাব জম্বীকে!!

(তিনজন বেবিযে গেল।)

পঞ্চম দৃশ্য

(চতুর্থ দৃশ্যেব পব এবং পঞ্চম দৃশ্য শুরু হওযাব আগে কিছুক্ষণ বাজনাব সুবে বোঝা যাবে যে এই পঞ্চম দৃশ্যে কিছু বিপদ ঘটবে। তাবপব তিনটে অদ্ভুত ধবনেব গাছ, সবে সবে মঞ্চে প্রবেশ কববে — যেন মনে হয়, ওবা আপনিই সবে সবে আসছে। আসাব পব, ঐ তিনটে গাছেব পেছন থেকে বেবিযে আসবে তিন হনুকুমী)

হনুকুমী ৩ : এইবার মতলবটা মন দিযে শোন। আমবা এক একজন এক একটা ঐ গাছের আডালে লুকিযে থাকব। তাবপর বাওযাব পাখী এলেই...এই...শুনতে পাচ্ছ?...বাওযার পাখী আসছে। চটপট সবাই লুকিয়ে পড়...

(ওবা লুকিযে পড়ল। ওড়াব ভঙ্গিতে হাত দুলিযে বাওযাব পাখী মঞ্চে প্রবেশ কবল। তাব সাবা গায়ে নানান বকম হাব, মালা ইত্যাদি—যাতে একটু নড়লেই শব্দ হয। গাছেব কাছে আসতেই হনুকুমীবা ওব ওপব ঝাঁপিযে পড়ে)

বাওয়ার : ই ই ই ই ই ই ক...
হনুকুমী ৩ : এই...চুপ!
হনুকুমী ২ : আমরা তোমাকে মারব না।
হনুকুমী ১ : যদি আমাদের কথা মত চল।
হনুকুমী ৩ : এই সব মালাটালা পরে তোমায সুন্দর দেখাচ্ছে। ...তাই না?
হনুকুমী ২ : হ্যাঁ ...ঠিক যেন ইয়ে...কি বলে...ঐ যে ওড়ে... পরী...পরী...
বাওয়ার : কি চাও তোমবা? আমি তোমাদেব কি কবেছি? আমায ছেড়ে দাও। এইগুলো চাই (দু-চাবটে মালা খুলতে খুলতে) তো নিতে পার। সব নিযে নাও...

হনুকুমী ৩ : ওগুলো থাক। আমাদের চাই না।

হনুকুমী ২ : সত্যিই চাই না। ওগুলো আপনাকেই মানায়।

বাওয়ার : তাহ'লে চাইটা কি?

হনুকুমী ৩ : আচ্ছা, তোমার কাছে বিয়ের আংটি আছে?

বাওয়ার : শুধু বিয়ের কেন, সব রকমের আংটি আছে। এই তো বিয়ের আংটি। চাই?

হনুকুমী ৩ : আমার চাই না। এক্ষুনি দুজন তোমার কাছে আসবে — হুতুম প্যাঁচা আর পুসী বিড়াল। ওরা বিয়ের আংটি চাইবে আর তুমি চটপট দিয়ে দেবে। বুঝেছ?

বাওয়ার : ঠিক আছে। তুমি যা বলবে।

হনুকুমী ৩ : আমি আব আমার এই সঙ্গীরা ঐ গাছের পেছনে লুকিয়ে থাকব। আমি চাই না যে ঐ হুতুম আব পুসী জানুক যে আমরা ওখানে আছি। যদি ভুলেও বলে ফেল তো তোমায় কুচিকুচি করে কাঁচাই খেয়ে ফেলব! বুঝেছ?

বাওয়ার : উবি বাবা। না বুঝে কি উপায় আছে?

হনুকুমী ৩ : তুমি গিয়ে ঐ গাছের কাছে দাঁড়াও। বাকি যা কবার, আমরা করব।

হনুকুমী ২ : এই...এই...ঐ ওরা আসছে।

হনুকুমী ৩ : চ... চ... তাড়াতাড়ি লুকিয়ে পড়ি।

(ওবা লুকিয়ে পড়ল। বাওযাব পাখী ভযে ঠকঠক কবে কাঁপতে লাগল। মঞ্চে প্রবেশ কবল হুতুম আব পুসী। দেখেই বোঝা যায় দুজনেই ক্লান্ত)

হুতুম : তুমি তো বলেছিলে দূব নয়, কাছেই। এটা কাছে হল? হাঁটছি তো হাঁটছিই...মনে হল প্রায় হাজাব মাইল।

পুসী : তা আমি কি করব বাপু। সবাই বলল কাছেই। তবে দেশটা প্রকাণ্ড বড় কি না। তাই ঐ কাছটাও অনেক দূরে!...ও মা, কাংগু ভায়া কৈ? তাকে তো দেখছি না।

হুতুম : কে জানে কোথায়! ও থপথপিয়ে যতসব খানা খন্দর ঝোপ ঝাড খুঁজে বেড়াচ্ছে জম্বী, জম্বী কবে! এসে পড়বে এখন। আবে ঐ ঐ দেখ...বাওয়ার পাখী...

(বাওযার পাখী কোন বকম শব্দ না কবে শুধু ইশাবাতে ওদেব বোঝাতে চাইছে যে গাছের পেছনে হনুকুমীবা লুকিযে আছে)

হুতুম : কি হয়েছে গো তোমার? তুমি অমন করছ কেন? আমাকে ভয় পাওয়ার কিছু নেই। আহা! শান্ত হও। আমি তোমায় কিচ্ছু কবব না।

(হুতুম আব পুসী বাওযাব পাখীব দিকে এগিযে যায আব ঠিক সেই সময কাংগু মঞ্চে প্রবেশ কবেই দেখে হনুকুমীবা ওব দুই বন্ধুব ওপব ঝাঁপিযে পডছে। বাওযাব পাখী চিৎকাব কবতে কবতে দর্শকদেব মধ্যে লুকিয়ে পডে আব কাংগু লুকোয গাছেব আড়ালে। হনুকুমীবা হুতুম আব পুসীকে বেঁধে ফেলে)

হনুকুমী ১ : ধরেছি বাছাধনদেব!

হনুকুমী ২ : এবার আব রক্ষে নেই!

হনুকুমী ৩ : জলদি মুখটা ওদের বেঁধে ফেল। কাঠফিঙ্গেলীকে আব যাতে ডাকতে না পারে! (বাঁধাব পব) এবার যাদুমণিরা! কেমন জব্দ!

হনুকুমী ১ : চ...আমবা এখান থেকে সবে পডি। সেটাকে কিচ্ছু বিশ্বাস নেই। যদি এসে পড়ে?

হনুকুমী ২ : সেই কাংগুটা আবাব কোথায় সটকালো? একটু দাঁড়িযে যাই, ওটাকেও ধবতে হবে!

হনুকুমী ৩ : নাঃ নাঃ এখন চল! ওটাকে পবে ধবা যাবে... চল বলছি না! চল...

(ওবা বেবিযে গেল বাঁধা অবস্থায হুতুম আব পুসীকে নিযে। তখন গাছেব আডাল থেকে বেবিযে এল কাংগু আব দর্শকদেব মধ্যে থেকে বেবিযে মঞ্চে প্রবেশ কবল বাওযাব)

কাংগু : কি সর্বনাশ হয়ে গেল বল তো!

বাওয়ার : ওদের তো নিযেই গেল, আমাকেও শাসিযে গেছে ওদেব কথা না শুনলে আমাকে কাঁচা কেটে খাবে!

কাংগু : তুমি আব কি কববে? তোমাব কোন দোষ নেই। এখন ওদের বাঁচানো যায় কি করে?

(ওবা দুজন বেদনাহত মনে গালে হাত দিযে বসে পড়ল)

ষষ্ঠ দৃশ্য

কাংগু : (সচকিত হয়ে) ঐ তো গান! শুনতে পাচ্ছ? জম্বুকদেব গান! ঐ... ঐ ত আমার জম্বী।

বাওয়ার : সে আবাব কে?

কাংগু : যাক গে। ও তুমি চিনবে না। কিন্তু এই বিপদেব মধ্যে এল! কি যে হবে...

(জম্বুকদেব প্রবেশ)

জম্বুক ৩ : ঐ দেখ, কে বসে আছে!

জম্বুক ৪ : আবে — ঐ তো আমাদেব থপথপাস্!

জম্বুক ১ : খাসা বাতলেছিলে দাদা...

জম্বুক ২ : আমবা এত সোনা পেযেছি যে তুমি ভাবতেও পাবো না!

জম্বুক ১ : আবও এত ছিল যে লুকিযে বাখতে হল!

জম্বুক ৪ : কোথায বেখেছি তা কিন্তু বলিস্ না।

জম্বুক ৩ : এইবাব আমাব মোটব বাইক (চালাবাব ভঙ্গিতে) ভ্রুস্... ভব...ব...রুম...

কাংগু : (চিৎকাব কবে) চুপ!

সব জম্বুক : কি? কি বললে?

কাংগু : চুপ! চুপ! চুপ! ঘ্যানব ঘ্যানব না কবে, চুপ কবে একটা কাজেব কথা মন দিযে শোন। হনুকুমীবা হুতুম আব পুসীকে ধবে নিযে গেছে...

সব জম্বুক : হনুকুমীরা? হুতুম আব পুসীকে? বল কি?

কাংগু : ...এতক্ষণে বোধ হয় কচমচিয়ে ওদের খাচ্ছে!

সব জম্বুক : ওরে বাবা!

কাংগু : তোমবা কি কববে জানি না। আমি কিন্তু ওদেব বাঁচাবোই— যেমন করে পাবি।

জম্বুক ৩ : তাহ'লে আমবাও আছি তোমাব সঙ্গে।

জম্বুক ১ : সবাই আছি!

জম্বুক ২ : যা দুর্গন্ধ ওদের গায়ে...ওয়াক—বমি আসে!

জম্বুক ৪ : চল, আজ ঠেঙিযে ওদেব ঠাণ্ডা কবব।...

কাংগু : কি গো বাঁওযাব দিদি...তুমিও আসছ নাকি?

বাওয়ার : নিশ্চয! সে আব বলতে!

কাংগু : জম্বী... আমি চাই না যে তুমি আমাদেব সঙ্গে আস। বিপদ তো আছেই আবাব আঘাত টাঘাত লাগাব ভযও আছে!

জম্বী : কি যে বল তাব ঠিক নেই। তোমবা সবাই যাচ্ছ আব আমি যাবো না? হয নাকি তা? আমিও যাব এবং লডব!

জম্বুক ৩ : বাহাদুব লেডকি!

জম্বুক ৪ : চল, তাহ'লে আব দেবী কিসেব?...

কাংগু : চল! (হঠাৎ থেমে) আমাব মাথায একটা বুদ্ধি এসেছে। চল, যেতে যেতে বলছি... ওদেব দেখতে পেলে, প্রথমে...

(ওবা সবাই মহা উৎসাহে বেবিযে গেল। সঙ্গীতে কিছুক্ষণ উৎসাহেব উচ্ছ্বাস, তাবপব বিপদেব সংকেত এবং শেষে উৎকণ্ঠাপূর্ণ অনিশ্চযতা। হনুকুমীবা মঞ্চে প্রবেশ কবল পুসী আব হুতুমকে নিযে। হনুকুমী ৩ ওদেব দুজনকে নিযে গেল মঞ্চেব এক ধাবে। হনুকুমী ১ আব ২ একটা চাদব বেছালো মাঝখানে টেবিলেব ওপব। হনুকুমী ৩ হুতুম আব পুসীকে টেনে আনল আব সবাই মিলে ওদেব শুইযে দিল টেবিলেব ওপব। একজন নিযে এল নুন আব হলুদেব টিন। ঠিক যখন খেতে বসবে, কাংগু প্রবেশ কবল—একলা)

কাংগু : কি গো বাবু বাছাবা! আমাব কথা বুঝি আব মনেই নেই? অ্যা? কেন হে? আমাব শবীবে কি মাংস নেই? না খেতে খাবাপ?

হনুকুমী ১ : সাহস দেখ থপ্থপানীব!

হনুকুমী ৩ : ধব ব্যাটাকে! ধব! শেষ পাতে জমবে ভালো!

(হনুকুমীবা যেই দল বেঁধে লাফিযে উঠল ওকে ধববে বলে, কাংগু গিযে লুকিযে পডল দর্শকদেব মধ্যে। ওকে খোঁজায হনুকুমীবা যখন ব্যস্ত তখন জম্বুকদল পা টিপে টিপে মঞ্চে ঢুকে পুসী আব হুতুমেব বাঁধন খুলতে শুরু কবল আব বাওযাব পাখী ডানা মেলাব ভঙ্গিতে দাঁডাল ওদেব আডাল কবে। পুসী এবং হুতুম বাঁধন মুক্ত হওযাব পব—ওবা, বাওযাব পাখী আব জম্বুকেব দল এক সঙ্গে হনুকুমীদেব হাঁক দিযে ঠাট্টা কবতে শুরু কবে দিল, "কৈ হে খাবে না?" ..."চলে এস দাদাবা, চলে এস"...'খাবাব ঠাণ্ডা হযে যাচ্ছে!"..."কুচি কুচি কবে কেটে কচমচিযে খাবে বলেছিলে, কি হল' ইত্যাদি! হনুকুমীবা তেডে এল আব পেছন পেছন এল কাংগু। কিছুক্ষণ হুটোপাটিব পব হনুকুমীবা হল ওদেব হাতে বন্দী।)

বাওয়ার : হুতুম ভাই, পুসুবানী...আমাব দোষেই তোমবা ধবা পডেছিলে! আমায ভাই...

পুসু : না না ভাই, ও কি কথা। তুমি তো ইশাবা কবেছিলে, আমবাই তো...

হুতুম : বাদ দাও ও সব কথা! বাওযাব দিদি...আমাদেব একটা আংটি দরকাব। ...বিযেব আংটি। দিতে পাব?

বাওয়ার : নিশ্চযই পাবি! ...এই নাও...সব চেযে ভালোটা নাও!

হুতুম : ধন্যবাদ...অশেষ ধন্যবাদ! পুসুবানী...এবাব আমাদেব বিযেটা হযে যাক!

কাংগু : আমিও বিযে কবতে পাবি—যদি—জম্বী বাজি থাকে!

জম্বী : বিযে যে কববে, আংটি কোথায?

বাওয়ার : এই নাও! (জম্বুকেব দল আনন্দে নেচে উঠল) কিন্তু বাপু হে, তোমাদেব বিযেটা দেবে কে?

জম্বী : কেন? কাঠফিঙ্গেলী! তাকেই ডাকা যাক!

সবাই মিলে : শিংশপা...বুবী...কোযানডং...ঝিল!!!

কাঠফিং : (এসে হাজিব হযে) কি ব্যাপার?...ও শুভ কর্ম? বিয়ে দিতে হবে!

হুতুম : ঠিক!

পুসী : যা বলেছ ভাই!

জম্বী : আনন্দেব কথা!

কাংগু : বাজি তো ভাই?

কাঠফিং : আলবৎ বাজি!...দেখি, খুশী মনে হাত বাড়াও!

সকলে : তাহ'লেই বন্ধু মিলবে—মনেব মতন!!

(সবাই মিলে কোন একটা মানানসই গান গাইতে শুরু কবল।)

যবনিকা
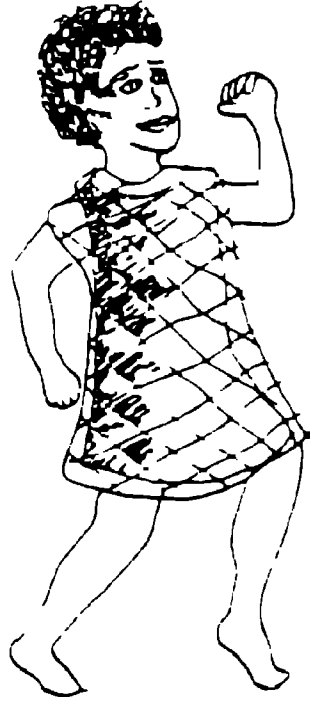
ছবি : নীল ববার্টস গুডউইন

পোষাক

মঞ্চ বিন্যাস

ছবি

চক্রনেমী কব্জা

চক্রনেমী কব্জা
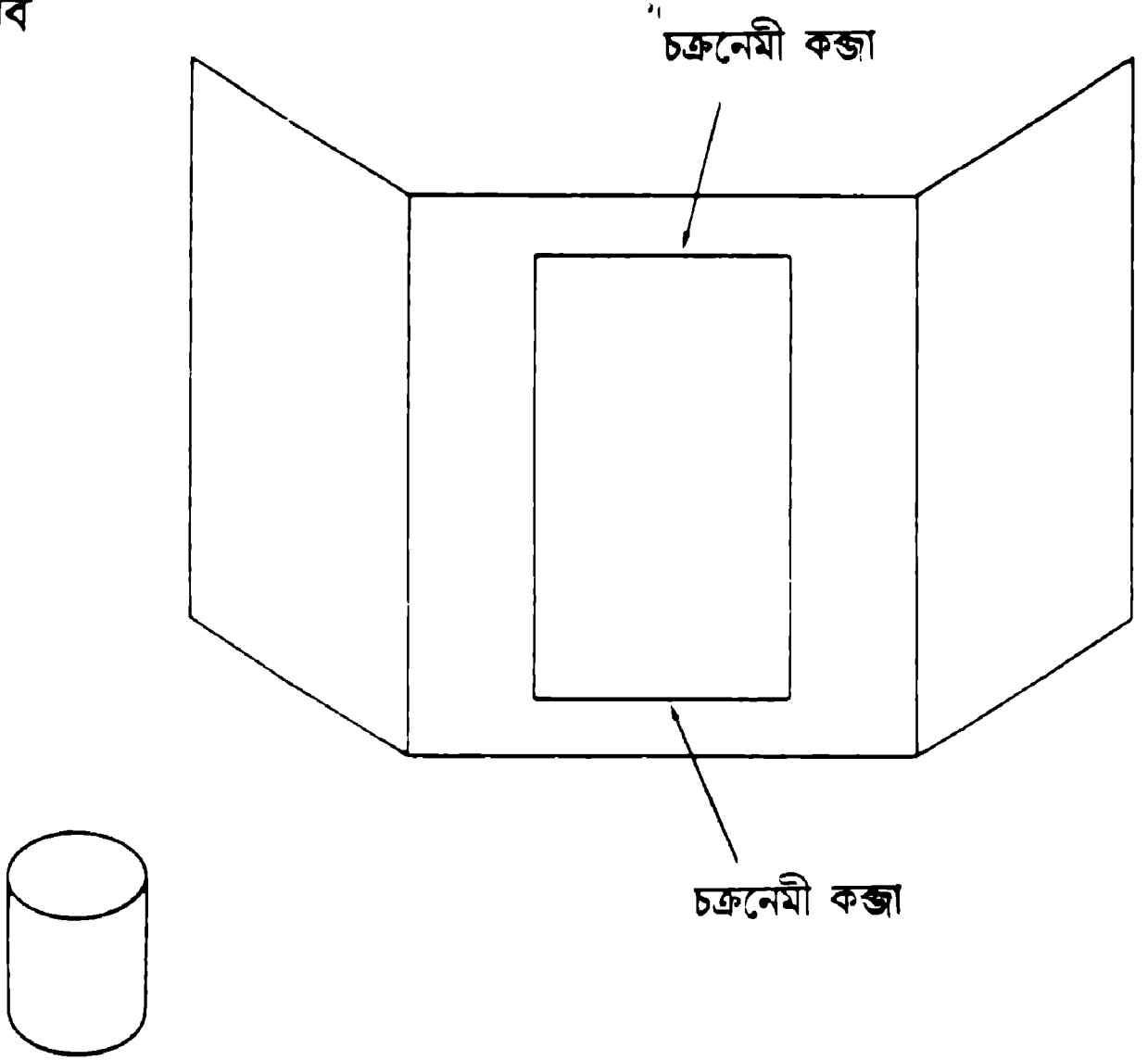
মঞ্চ বিন্যাস
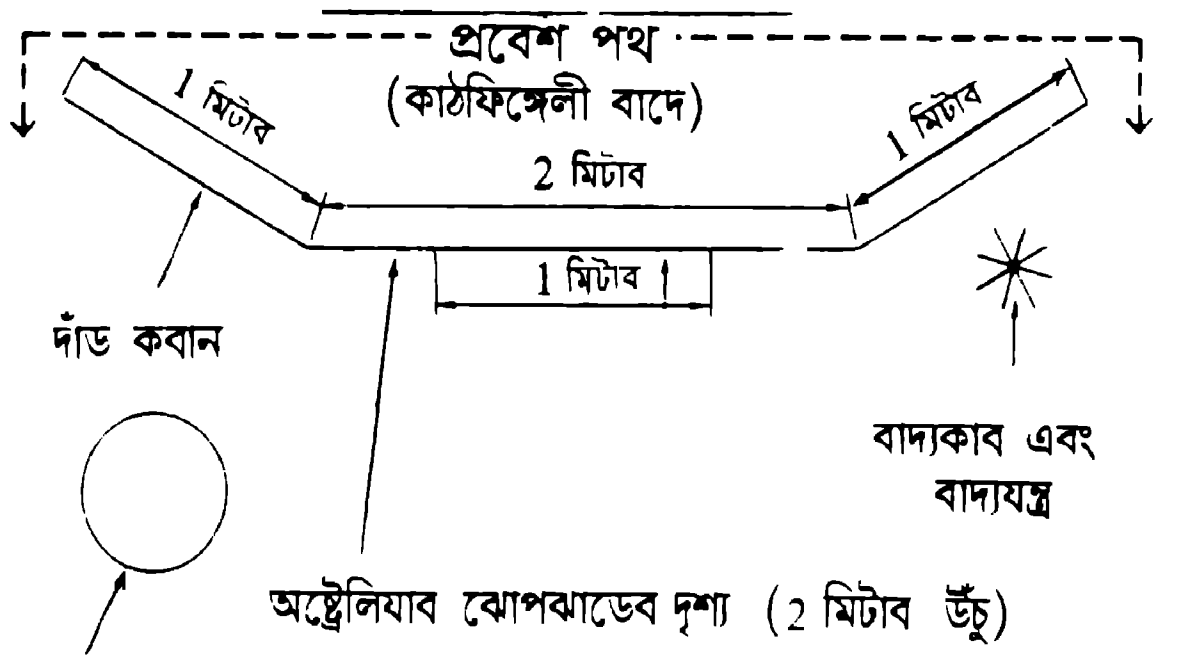
বসাব জন্য গাছেব গুঁড়ি
পবিধি 5 মিটাব, উচ্চতা 1 মিটাব

হনুকুমীবা যে "গাছ" মঞ্চে আনে সেগুলো মোটা কাডবোর্ড বা প্লাই দিযে তৈবি। সামনে গাছ আঁকা এবং পেছনে ধববাব হাতল।

সোনা সোনা সোনা...

র্সা -া ণা -া | র্সা -া -া র্সা | ণাঃ ধঃ পা মা | পা পা -া -া |
সোনা সোনা সোনা মণি মানিক চা ই আমাদেব নেই ক চাও যাব শেষ

র্সা -া ণা -া | র্সা -া -া র্সা | ণাঃ ধঃ পা মা | পা পা -া -া |
সোনা সোনা সোনা খুঁজ ব মোবা পা হাড সক খুঁজ ব না নান দে শ

-া মা -া | পা -া -া পা | ধাঃ পঃ মা ধা | পা পা -া -া |
সোনা সোনা সোনা সেই খোঁজে তে ই আমবা কজন স দল বলে চলি

ধা -া মা -া | পা -া -া র্সা | র্বাঃ র্সঃ ণা র্বা | র্সা র্সা -া সা |
সোনা সোনা সোনা লুট বো ঘ নি ভব ব প কে ট আনবো থলি থলি

ধাঃ পঃ মা গা | মা সা সা সা | ণাঃ ধঃ পা হ্মা | পা -া সা সা |
সোনা সোনা সোনা সাঁতবে যা বো সাগব ন দী উডবো আকাশ পবে

র্সাঃ ণঃ ধা পা | ণা ধা পা মা | পা পা র্সা র্সা | মা -া সা -া |
সোনা সোনা সোনা পৌঁছে যাব পাতা ল পু বী আ ন বো খুঁজে তাবে

[ধাঃ পঃ মা গা | মা সা সা সা | ণাঃ ধঃ পা হ্মা | পা -া -া সা |
সোনা সোনা সোনা সাজ ব নাকো ব র্ষা বা দল ক ব ব না কো ভয

র্সাঃ ণঃ ধা পা | ণা ধা পা মা | পা পা র্সা র্সা | মা -া সা -া |
সোনা সোনা সোনা সদ ল বলে এ গিযে গেলে হ বেই হবে জয]

উপসংহার

পা || র্সা র্সা না ধা | পা সা -া সবা | গা পা গা বা | পা -া -া পা |
গল পো গু জ ব শেষ হল ভাই আমবা স বা ই খুশী...

র্সা র্সা না ধা | ধা পা -া পধা | না র্বা না ধা | পা -া -া পপা |
ঐ দেখ না বাঘীব পথে এ গিযে গে ছে পু সী ..

ণা ণা ধা পা | ধা মা -া ধধা | র্সা র্সা না ধা | না -া -া পপা |
পেঁ চা বাবু ডা ক ছে গা ছে ক ন ঠ ভ বা সুবে...

র্সা র্সা পা দা | ধা ধা -া ধধা | র্বা র্সা না ধা | পা -া -া পা |
সু জ জি মামা ব ল ছে দেখ যা চ্ছি অনে ক দু বে ...

র্সা র্সা না ধা | পা সা -া সবা | গা সা পা সা | ধা -া -া ধধা |
পড়া শোনা শে ষ ক বে কাল আ বাব হ বে খে লা

র্বা র্বা র্সা না | র্সা পাঃ পঃ পপা | ধা র্সা র্বাঃ র্সঃ | র্সা -া -া |
এম নি কবে ই বস বে মো দেব আ ন ন দে ব ই মেলা

স্বরলিপি: ভি বল্সারা

চালের পিঠে

ব্রহ্মদেশ

চালের পিঠে

পি. আউং খিন্

● চবিত্রলিপি

কো কো	আট বছর বয়স্ক বর্মী ছেলে ; মোটাসোটা।
নাই নাই	নয় বছর বয়স্ক বর্মী ছেলে ; কো কো'ব বন্ধু।
তিন শো	আট বছব বয়স্ক বর্মী ছেলে ; কো কো'ব বন্ধু।
মি মি	সাত বছর বয়স্কা বর্মী মেযে ; কো কো'ব বান্ধবী।
উ বা তুন	দোকানের ম্যানেজার।

(যে কোন লম্বা ছেলে গোঁফ লাগিয়ে আব চশমা
পবে এই চবিত্রে অভিনয় কবতে পাবে।)

[চাটাই দেওযালেব ঘব। দেওযাল ঘেঁষে একটা মিট-সেফ। তাব ওপব একটা বেডিও, পাশে একটা টি-পট এবং কযেকটা চাযেব কাপ। গোলাপী বঙেব ফুলদানিও আছে কিন্তু তাতে ফুল নেই। ঘবেব মেঝেতে মাদুব পাতা, মাঝখানে ছোট্ট নিচু টেবিল। পেছনেব দেওযালে (যেটা ব্যাক ড্রপ), মিট সেফেব পাশেই একটা দবজা। আব একটা দরজা আছে মঞ্চেব ধাবে। পর্দা ওঠাব সঙ্গেই আবম্ভ হবে পাখীব কিচিব মিচিব, দূর থেকে মুর্গীব ডাক আব কুকুবেব ঘেউ ঘেউ। বহু দূব থেকে প্রার্থনাব ঘণ্টাও শোনা যায। কো কো ঘবে ঢুকে হাই তুলে, এলিযে পড়ল)।

কো কো: মা বাবা গেছে মাঠে ধানের চারা বোয়া করতে। মা দুপুবে আসবে, তবে রান্না হবে। ততক্ষণ বাড়ী আমাকেই সামলাতে হবে! হুম্‌ম্‌...দেখি, আমার জল খাবাবেব জন্যে মা কি বেখে গেছে!

(মিট সেফ খুলে দেখল। বাব কবল প্লেট। তাতে চাবটে চালেব পিঠে। ঠোঁট চাটল। মৃদু হাসল)

কো কো: আহা! চালেব পিঠে! দারুণ পছন্দ! ফার্ষ্ট ক্লাস্‌!

(পেটে হাত বোলাতে বোলাতে প্লেটটা টেবিলে বেখে মাদুবেব ওপব বসে পড়ল)।

কো কো: একটু জুৎ কবে বসে খাওযা যাক!

(একটা পিঠে তুলে মুখেব কাছে নিযে যাওযাব সঙ্গে সঙ্গেই কড়া নাড়াব প্রচণ্ড শব্দ)

নাই নাই: কো কো...এই কো কো...দবজা খোল...আমি...নাই নাই!

কো কো: এই খেযেছে! ঐ নাই নাইটা মহা পেটুক! দেখলেই বাক্ষসেব মতন গিলতে শুরু কববে। চট করে লুকিয়ে ফেলি...

নাই নাই: এই কো কো...খোল না দবজা! কি কবছিস কি? আবে এই কো কো...

কো কো: ওরে বাবারে...কোথায় লুকোই এটা...কোথায়...কোথায়... (বেডিওটা দেখে) হয়েছে...ভাল জায়গা পেয়েছি। ঐ রেডিওটাব পেছনে লুকিয়ে রাখি। ভাবতেও পারবে না! (গলা বেশ উঁচু কবে) আসছি নাই নাই...এক্ষুণি আসছি (চট কবে মিট সেফেব কাছে গিযে প্লেটটা বেডিওব পেছনে বেখে দেয এবং দেখা যাচ্ছে কিনা দেখে নিযে তাবপব দবজা খোলে)

কো কো: আয়, ভাই আয়!

(নাই নাই ভেতবে ঢুকল)

নাই নাই: ব্যাপারটা কি? দরজা খুলতে এত দেরী করলি কেন? কি, করছিলি কি?

কো কো : না...না...কৈ কিচ্ছু না তো...মানে...জল খাবাব খেযে মুখ ধুচ্ছিলাম...তা হঠাৎ এত সকাল সকাল এলি যে ? কি ব্যাপাব ?

নাই নাই : সে কি বে ? ভুলে মেবেছিস্ ? আজ যে বেডিওতে আমাদেব পরীক্ষার ব্যাপারে একটা জরুরী ঘোষণা আছে !

কো কো : তা...তা...তোব বাড়ীতেও তো বেডিও আছে...আ...আছে না ?

নাই নাই : আরে সেটা কাল থেকে খাবাপ...তাই চলে এলাম তোব কাছে। এক সঙ্গে বসে শোনা যাবে !

(নাই নাই মাঝখানে টেবিলেব ওপবই বসে পডল)

নাই নাই : এই কো কো, বেডিওটা নামিযে আন। এইখানে আবাম কবে বসে শোনা যাবে।

কো কো : এ্যাঁ ?...ঐ রেডিও ?...ওটা, মানে বুঝলি ওটাব কি যেন একটা হয়েছে...

নাই নাই : কি হয়েছে ? দাঁড়া, দেখি !

(নাই নাই বেডিওটা আনবে বলে মিট সেফেব দিকে পা বাডাল)

কো কো : আ...র...র... নাই...ওতে হাত দিস না... দিস না...শক্ লাগবে !

(নাই নাই চট কবে হাত গুটিযে নিল)

নাই নাই : অই বাপ্ ! খুব বেঁচে গেছি। আব একটু হলেই অক্কা পেতাম ! হাত দিয়ে ফেলেছিলাম আব কি ! যাক্ গে। ঘোষণাটা তো শুনতেই হবে—তাহ'লে তিন শোর বাড়ীতেই যাই। যাবি না কি ?

কো কো : না রে...আমি আর যাব না...তুই বরং খবরটা শুনে বলে যাস। (বেডিওটা দেখে নিযে) আবে যাবি তো যা দেবী করিস না। এতক্ষণে হয়ত হয়েও গেল !

নাই নাই : ওরে বাবা। তাই তো ! চলি... পরে দেখা হবে...

(নাই নাই ছুট্টে বেবিযে গেল)

কো কো : বাব্বা ! খুব বেঁচে গেছি ! আর একটু হলেই হযেছিল আব কি ! এইবার একটু নিশ্চিন্ত মনে বসে আবাম কবে খাওযা যাক ! ক্ষিদেতে পেটটা এক্কেবারে চোঁ চোঁ করছে !

(কো কো প্লেটটা রেডিওব পেছন থেকে বাব কবে টেবিলে বাখল। আবাম কবে বসে যেই একটা পিঠে মুখে দিতে যাবে অমনি দবজার কডা নাড়াব শব্দ)

কো কো : (পিঠেটা তাডাতাড়ি প্লেটেব ওপব বেখে) সারলো ! এবার আবাব কে এল ?

মি মি : কো কো...দবজা খোল...আমি...মি মি...

কো কো : হায কপাল! ও-ও তো আব এক পিঠে ভক্ত, ঠিক আমাবই মতন...আব সাবাক্ষণই খালি খাই খাই! নাঃ! না সবালে বক্ষে নেই...কিন্তু লুকোই কোথায? ও তো এসেই খুঁজতে আবম্ভ কববে কোথায কি খাবাব আছে!

মি মি : (আবাব কড়া নেড়ে) কো কো...দবজাটা খোলো না...কি হল কি? এত দেরী কেন? এই কো কো...

কো কো : কোথায লুকোই? কোথায লুকোই... (চাবিদিক দেখে) হযেছে...হযেছে...ঐ ফুলদানিতে বাখি! (কো কো পিঠেগুলো ফুলদানিতে ঢেলে দিল) এই যে মি মি ভাই...আসছি...

(কো কো পাশেব দবজা খুলল। মি মি ঘবে ঢুকল। হাতে তাব কাগজে মোড়া একটা প্যাকেট।)

মি মি : দবজা খুলতে এত দেবী কবলে কেন?

মি মি : মানে, জলখাবাব খেযে মুখটা ধুচ্ছিলাম কি না...তাই! এসো বসো।

(দুজনে টেবিলেব ধাবে বসে পড়ল)

মি মি : তোমাব মা-বাবা মাঠে যাচ্ছিলেন—দেখা হল। মাসিমা বললেন, তোমাব জন্যে নাকি চালেব পিঠে বেখে গেছেন—তাই ভাবলাম...

কো কো : চালেব পিঠে? ও হ্যাঁ হ্যাঁ...চালেব পিঠে। আমি তো সব খেযে ফেলেছি।

মি মি : সব? সব খেযে ফেলেছ? সব? একটাও বাখনি?

কো কো : কি বলব মি মি...ভাল লাগল, সব খেযে ফেললাম (পেটে হাত বোলাতে বোলাতে) পেট এমন ভবে গেছে যে দুপুবে আব খেতেই পাবব না!

মি মি : যাঃ সব মাটি কবে দিলে! মা আজ সকালে কলাব বড়া বানিযেছিল। তুমি তো খেতে ভালবাস তাই চাবটে এনেছিলাম—দুটো তোমাব, দুটো আমাব— দুই বন্ধুতে মিলে খাব। আবাব পথে যখন শুনলাম যে মাসিমা চালেব পিঠে বেখে গেছেন তখন মনে হল— যাক বাবা —দুই বন্ধুব ফিস্‌টিটা জমবে ভাল...কিন্তু তুমি সব ভেস্তে দিলে...

(মি মি প্যাকেটটা খুলল। কলাব বড়া বেব কবে প্লেটে বাখল আব একটা মুখে পুবে বলল)

মি মি : হুম্...এখনও গবম...আর খেতে...তোমার তো পেট ভর্তি...একটাও খেতে পারবে না!

কো কো : সতৃষ্ণ দৃষ্টিতে কলাব বড়া দেখে আব ঠোঁট চাটতে চাটতে, স্বগত) হায় হায ভরা পেটের কথা বলে কি ভুলই করলাম!...যাক গে...ঐ চারটে কি আর ও খেতে পারবে? দু একটা পড়ে থাকবে নিশ্চয়!

(মি মি আবও একটা তুলে নিল। কো কো হতাশ দৃষ্টিতে দেখল)

মি মি : এর পর চা জমবে ভাল। আছে নাকি?

কো কো : আছে। ঐ যে। আসছি।

(কো কো টি-পট আব দুটো কাপ আনল। মি মি একটা কাপে চা ঢালল)

মি মি : তুমি তো আবার চাও খাবে না। পেট ভর্তি!

কো কো : (স্বগত) ক্ষিদেতে পেট তো গুডগুড কবছে। শুনতে পাবে না আশা করি।

মি মি : (কলাব বড়া খেতে খেতে) ওটা কিসের শব্দ?

কো কো : শব্দ? কি শব্দ? কোন শব্দ?

মি মি : ঐ যে গুড়গুড কবছে। শুনতে পাবছ না?

কো কো : ও! ঐটা? ...ওটা একটা মস্ত ইঁদুব...বহুকাল এ বাড়ীতে আছে...প্রায়ই গুডগুড় করে...

(দবজায আবাব কড়া নাডাব শব্দ।)

কো কো : কে?

তিন শো : আমি তিন শো...

(কো কো দরজা খুলবে বলে উঠতে যাচ্ছিল)

মি মি : আহা উঠো না উঠো না কো কো। তুমি বস, বিশ্রাম কর। পেট ভর্তি ওঠ-বোস না করাই ভাল। আমি দেখছি।

(মি মি উঠে গিযে দবজা খুলল। ঘবে প্রবেশ কবল তিন শো। হাতে তার এক তোড়া ফুল।)

তিন শো : আহ, মি মি! তুমিও এখানে!

মি মি : হ্যাঁ ভাই...এস, এস ভেতরে এস।

তিন শো : (টেবিলের কাছে গিযে) এই যে কো কো! কি ব্যাপার? চোখ মুখ এমন শুকনো কেন? শরীর খারাপ নাকি?

কো কো : ও তিন শো, বস!

(মি মি আব তিন শো বসে পড়ল)

মি মি : শরীর খারাপ নয়। সকালে এক গাদা চালের পিঠে গোগ্রাসে গিলে এখন হাঁসফাঁস করছে!

তিন শো : (প্লেটে কলাব বড়া দেখে) আয় হায়! কলার বড়া!

মি মি : এনেছিলাম কো কো-র জন্যে—তা ওর পেট পিঠে খেয়ে টইটুম্বুব! তুমিই খেয়ে ফেল!

তিন শো : পরমানন্দে! (একটা বড়া তুলে খেতে খেতে) তোমাব মার হাতেব কলার বড়া যে খেয়েছে সেই জানে! এ তল্লাটে কেউ এমন পাবে না।

মি মি : (কাপে চা ঢেলে) নাও, চা খাও...

তিন শো : (এক চুমুক খেযে আব জিব দিযে ঠোঁট চেটে) চমৎকাব চা! দারুণ! ভাগ্য ভাল যে ঠিক সময এসে পড়েছিলাম!

কো কো : (স্বগত) তোমাব তো ভাগ্য ভাল...আমাব ভাগ্যে উপোস!

(মি মি আব তিন শো আবও-একটা কবে বড়া তুলে নিল)

মি মি : নে তিন শো...আরও নে। ভাল কবে খা।

তিন শো : আর না ভাই...আর পাবব না।

মি মি : আচ্ছা আদ্দেকটা নে। বাকিটা আমি খাব আর একটা থেকে যাবে। সেটা বিকেলে কো কো খেয়ে নেবে।

তিন শো : তা বলছ যখন দাও আদ্দেকটা...

কো কো : (স্বগত) যাক, মন্দের ভাল। তবু তো একটা রইল! যা ক্ষিধে পেয়েছে...বাব্বা...

তিন শো : একটা গরর...গরর শব্দ হচ্ছে না? কিসের বল তো?

মি মি : ওটা? একটা বড় ইঁদুর! কো কো বলছিল প্রায়ই নাকি এই রকম আওয়াজ করে!

তিন শো : কি জানি ভাই! আমি তো জানি ক্ষিধেতে পেট ডাকলে ঐ রকম শব্দ হয়।

মি মি: আরে তিন শো, ঐ ফুলগুলো। কি ব্যাপার?

তিন শো : ঐ দেখ! ভোজের আনন্দে আমি তো ভুলেই গিয়েছিলাম! মা বলছিলেন, যে কো কো'রে মা কাল গাঁয়ের দোকান থেকে খুব চমৎকার একটা ফুলদানি কিনেছেন। তাই আমাদের বাগান থেকে এই ফুলগুলো তুলে মা বললেন যা মাসীকে দিয়ে আয়—খুশী হবে! (এদিক ওদিক দেখে ফুলদানিটা লক্ষ্য কবে) ঐ তো...ঐ যে মিট সেফেব ওপর!

মি মি : দেখি ফুলগুলো। ফুলদানিটায় জল ভরে আমি সাজিয়ে দিচ্ছি।

(তিন শো ফুলের তোড়াটা দিল মি মি-কে। সে উঠতে যাচ্ছিল)

কো কো : না মি মি...না

মি মি : (চমকে উঠে) আরে বাবা, ভয় পাইয়ে দিলে! ব্যাপার কি? চেঁচালে কেন?

কো কো : ঐ ফুল...ঐ...ঐ ফুল...মানে হলদে রংয়ের ফুল...আ...আ...আমার মার একেবারে সহ্য হয় না! মানে...দেখলেই...এলার্জি...বুঝলে না...এলার্জি...সারা গায়ে দাগা দাগা...

তিন শো : তাই বুঝি? আমার মা ব্যাপারটা জানতেন না। দাও ফুলগুলো ফেরৎ নিয়ে যাই।

কো কো : (স্বগত) আর কত মিথ্যে কথা বলতে হবে...ঐ পিঠে কটাব জন্যে?

(দরজায় কেউ কড়া নাড়ল)

কো কো : কে?

তুন : আমি...দোকানের ম্যানেজার উ বা তুন!

মি মি : (কো কো-কে) আহা...তুমি উঠো না। আমি যাচ্ছি। আসছি বা তুন কাকা!

(উ বা তুনেব প্রবেশ। হাতে তাঁর নীল বংযেব ফুলদানি।)

বা তুন : কি গো তোমার সব (টেবিলটা দেখে) আরে বাবা! তোমাদের বুঝি পার্টি হচ্ছে?

কো কো : আসুন তুন কাকা, বসুন...

(বা তুন বসে পড়ল টেবিলেব ধাবে)

মি মি : তুন কাকা, চা খাবেন?

বা তুন : চা? তা বেশ তো দাও!

(মি মি মিট সেফেব ওপর থেকে আব একটা কাপ এনে চা ঢেলে দিল)

বা তুন : (এক চুমুক খেয়ে) বাঃ বাঃ চমৎকার চা...গন্ধটা সুন্দর...

তিন শো : তুন কাকা...জলখাবার খেয়েছেন?

বা তুন : সেই সাত সকালে দোকান খুলতে হয়, সময় কি আর

পাই? ভাবছিলাম এখান থেকে ফেরার পথে কোন একটা দোকানে বসে জলখাবারটা সেরে নেব।

মি মি : না তুন কাকা, দোকানে যাওয়ার কোন দবকাব নেই। নিন্ এই কলাব বড়া খান। মার হাতের...

বা তুন : খেতে তো পাবি। কিন্তু তোমাদেব কারোব ওপব ভাগ বসাচ্ছি না তো?

তিন শো : না কাকা, না! আমবা এত খেযেছি যে বলাব নয! এই গলা পর্যন্ত!

(গলায আঙুল দিযে দেখিযে দিল)

বা তুন : তাহ'লে খাওয়া যেতে পারে! হে! ওটা কিসের শব্দ?

তিন শো : ওটা? ওটা একটা ইঁদুব। থেকে থেকেই গবব গবব কবে!

বা তুন : হুম! আমি তো ভাবছিলাম ক্ষিধেতে বুঝি আমার পেট ডাকছে।

(বা তুন কলাব বড়া তুলে খেতে আবম্ভ কবেন।)

বা তুন : (খেতে খেতে) কি হে কো কো? তুমি যে আজ বড চুপচাপ! কি ব্যাপাব? শবীব খাবাপ নাকি?

কো কো : না না কাকা, শবীর ঠিক আছে... একদম ঠিক...

মি মি : আসলে, এত খেযেছে সকালে যে,নডতেই পাবছে না!

(বা তুন কলাব বডাগুলো শেষ কবে, হাত দিযেই মুখটা মুছে নিল)

বা তুন : (ঢেকুব তুলে) চমৎকার বডা! এমন বডা জীবনে খাই নি ধন্যবাদ...

মি মি আর তিন শো : কি যে বলেন কাকা!

বা তুন : আর কো কো, শোন, কাল তোমার মা আমাদেব দোকান থেকে একটা ফুলদানি কিনেছিলেন (চাবদিক দেখে নিযে) ঐ যে ঐটা!

কো কো : ফু...ফু...ল্ ফুলদানি...হ্যাঁ হ্যাঁ... তা কি হয়েছে?

বা তুন : না মানে। উনি চেযেছিলেন নীল বংয়েব ফুলদানি—কিন্তু কাল কিছুতেই খুঁজে পেলাম না—তাই বাধ্য হয়ে উনি ঐ লালটাই নিলেন। উনি চলে আসাব পব গুদামে খুঁজতে গিয়ে দেখি...এইটা রয়েছে। তাই নিয়ে এলাম বদলে দেব বলে!

(উ বা তুন মিট সেফেব ওপব থেকে লাল ফুলদানিটা নিযে নীলটা বেখে দিল)

বা তুন : (কো কো-কে) তোমার মার মতন ভাল খদ্দের খুব কমই আছেন! এত করে চেয়েছিলেন যে না এনে পারলাম না! তোমার মা নিশ্চয় খুব খুশী হবেন! আচ্ছা, চলি তাহ'লে? খুব খেয়ে গেলাম তোমাদের দৌলতে...বাই্ বাই্!

মি মি আর তিন শো : বাই্ বাই্ কাকা! বাই্ বাই্!

কো কো : বাই্ বাই্ তুন কাকা! (স্বগত) বাই্ বাই্ চালের পিঠে!

যবনিকা

ছবি : মউং সিন

মঞ্চ সামগ্রী

পোষাক

কো কো

মি মি

উ বা তুন

নাই নাই

তিন শো
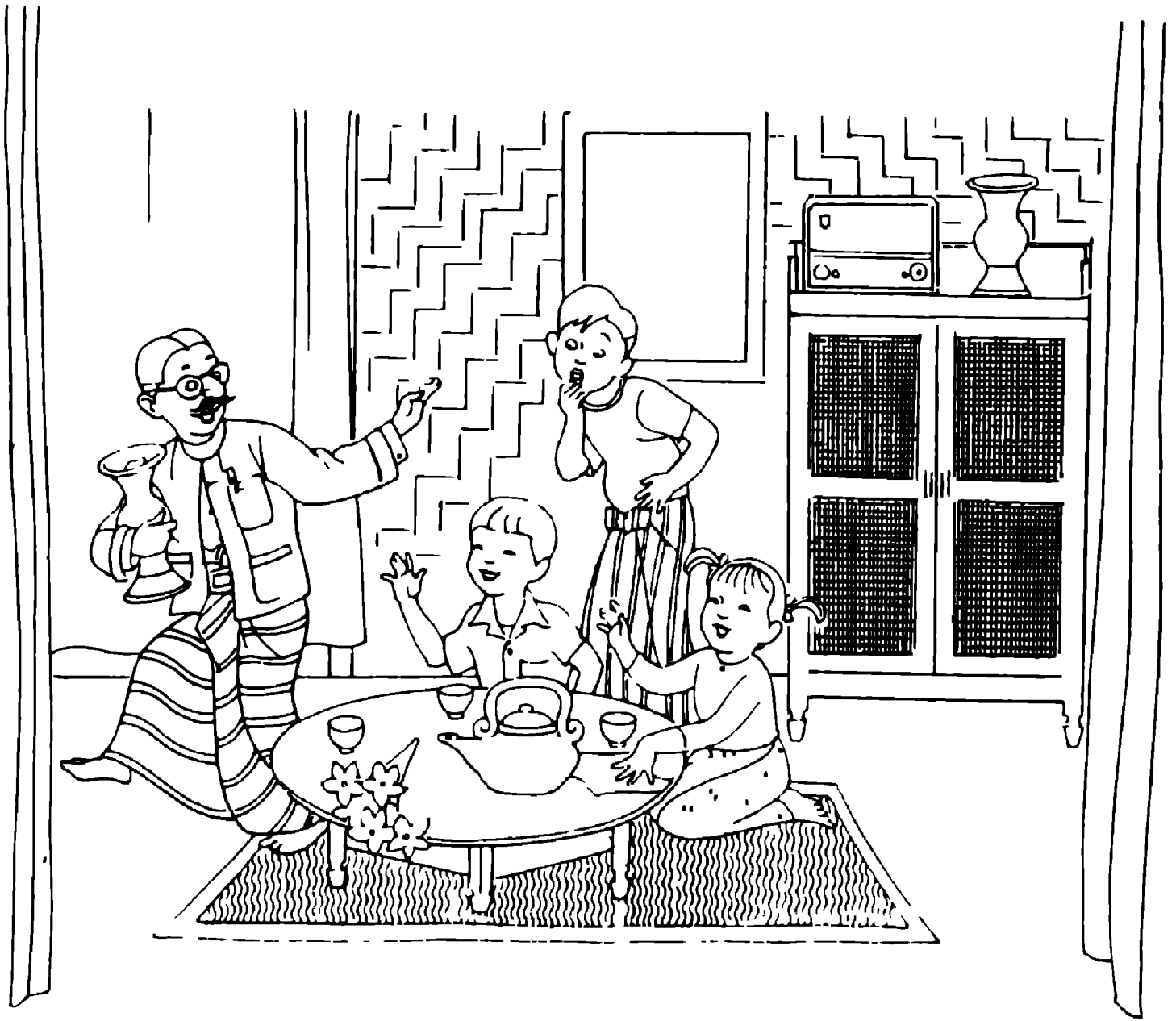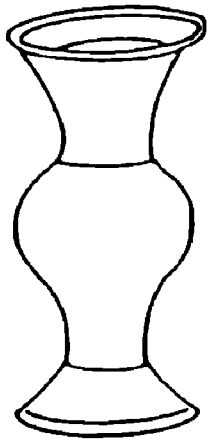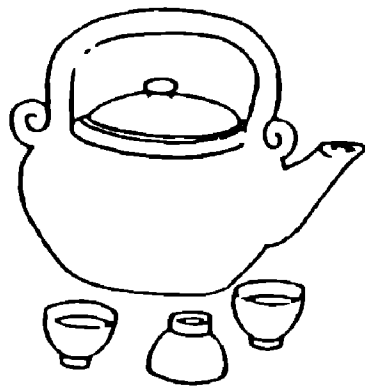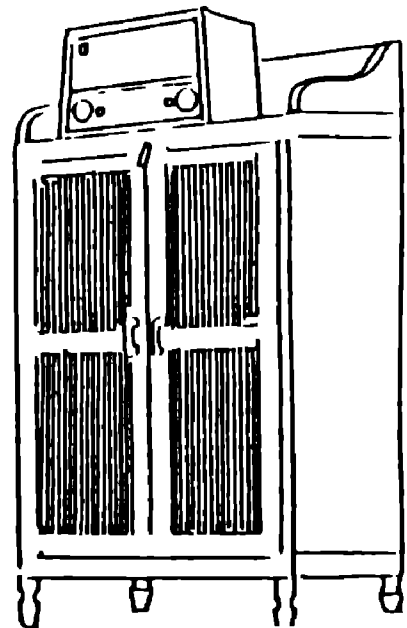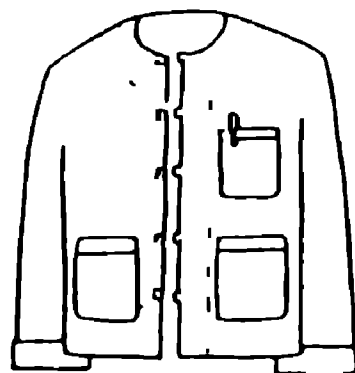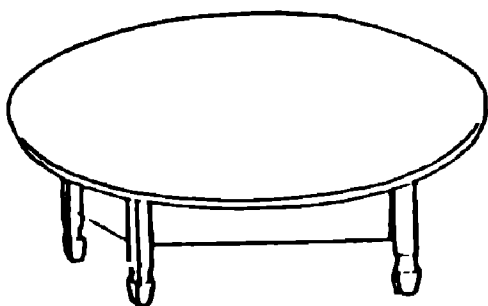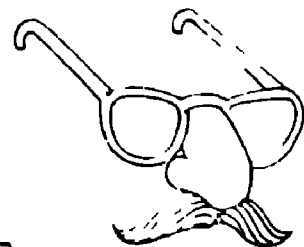
মঞ্চ বিন্যাস
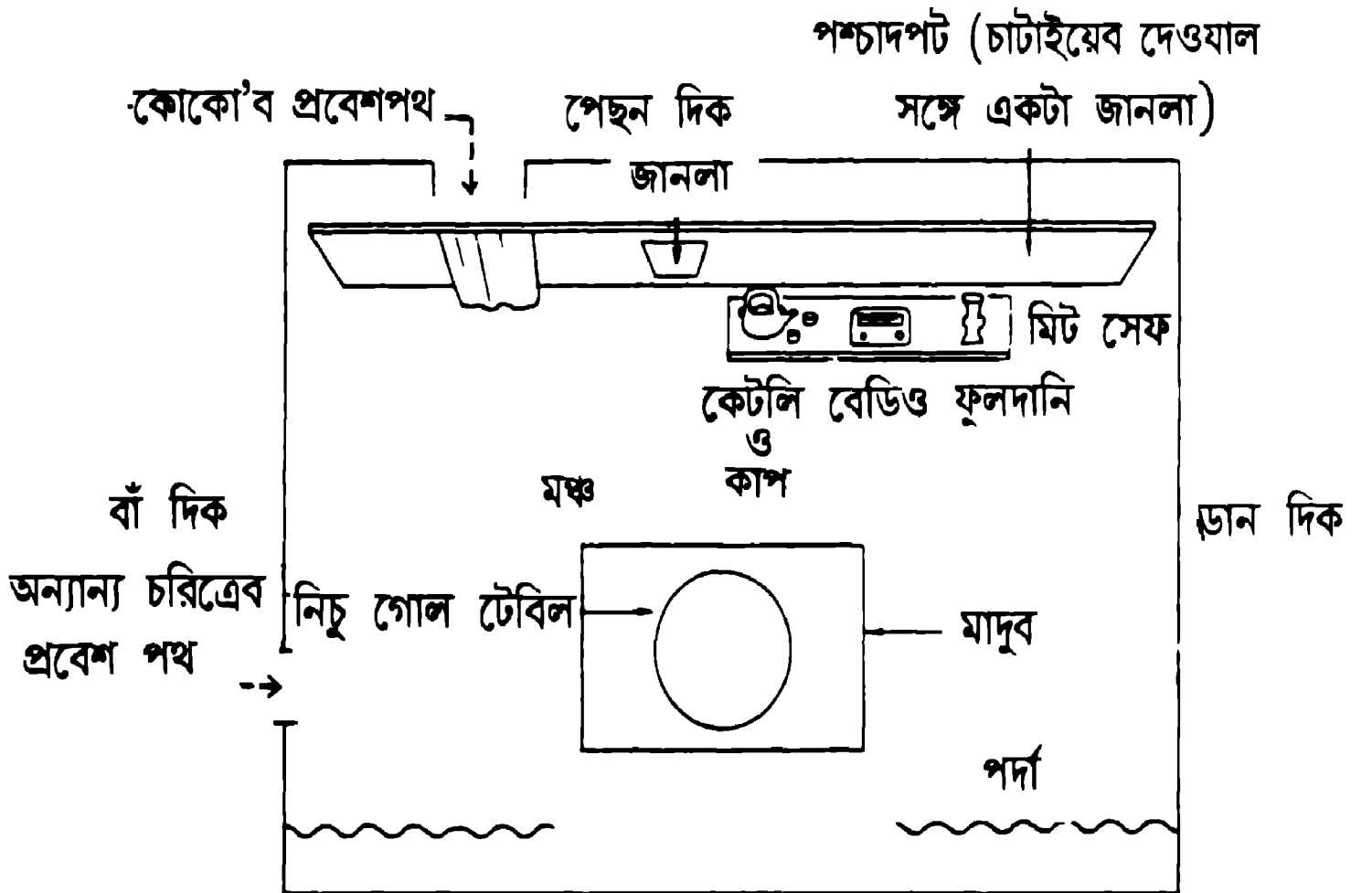
ছোট্ট ভাল্লুক আর তিন সঙ্গী

চীন

ছোট্ট ভাল্লুক আর তিন সঙ্গী

বাও লি

সঙ্গীত: চেন্ ফাংগিয়ান

● চরিত্রলিপি

শিয়াল	সকলের অপ্রিয়
বিল্লু (বিড়াল ছানা)	
জুবি (কুকুব ছানা)	ছোট ভাল্লুকের বন্ধু
চিকু (মুর্গী ছানা)	

প্রথম দৃশ্য

(বনেব মধ্যে ঘাসে ঢাকা খোলা জাযগাব ওপব সূর্যেব স্বচ্ছ আলো ঝলমল কবছে। দিকে দিকে বুনো ফুল ফুটে আছে আব গাছে গাছে পাখী গান গাইছে। পা চলা পথ বেযে শিযাল আসছে)

শিয়াল : (হাত তালিব ছন্দে ছন্দে) আত্মীয় নেই স্বজনও নেই/নামটি আমাব শেয়াল/সবাই বলে লোভী অলস/কেউ কবে না খেযাল।। (ওপবে তাকিযে, সূর্য দেখে নিযে) সূর্যি মামা মাথার পবে/ সকাল গেল কেটে/ ঘুমিযে ছিলাম, একটি দানাও/ পডেনি আজ পেটে।। পাযেব জোর হারিয়ে গেছে/ উঠছে কেবল হাই/ ভাবছি বসে বিনা ক্লেশে/খাবার কোথায় পাই ?

(শিযাল গাছে হেলান দিযে বসে চোখ বুজলো। মিষ্টিব থলে হাতে নিযে আব গুনগুন করে 'যাচ্ছি আমি ভাল্লুক বাডী'' গানটা গাইতে গাইতে বিল্লু প্রবেশ করল মঞ্চে। গানটা কানে আসতেই শিযাল তডাক কবে লাফিযে উঠে গাছেব পেছন থেকে বেবিযে এল)

শিয়াল : আরে বিল্লু যে! ভাল্লুক বাডী যাচ্ছ বুঝি? আমাকেও সঙ্গে নাও না ভাই। নেবে ?
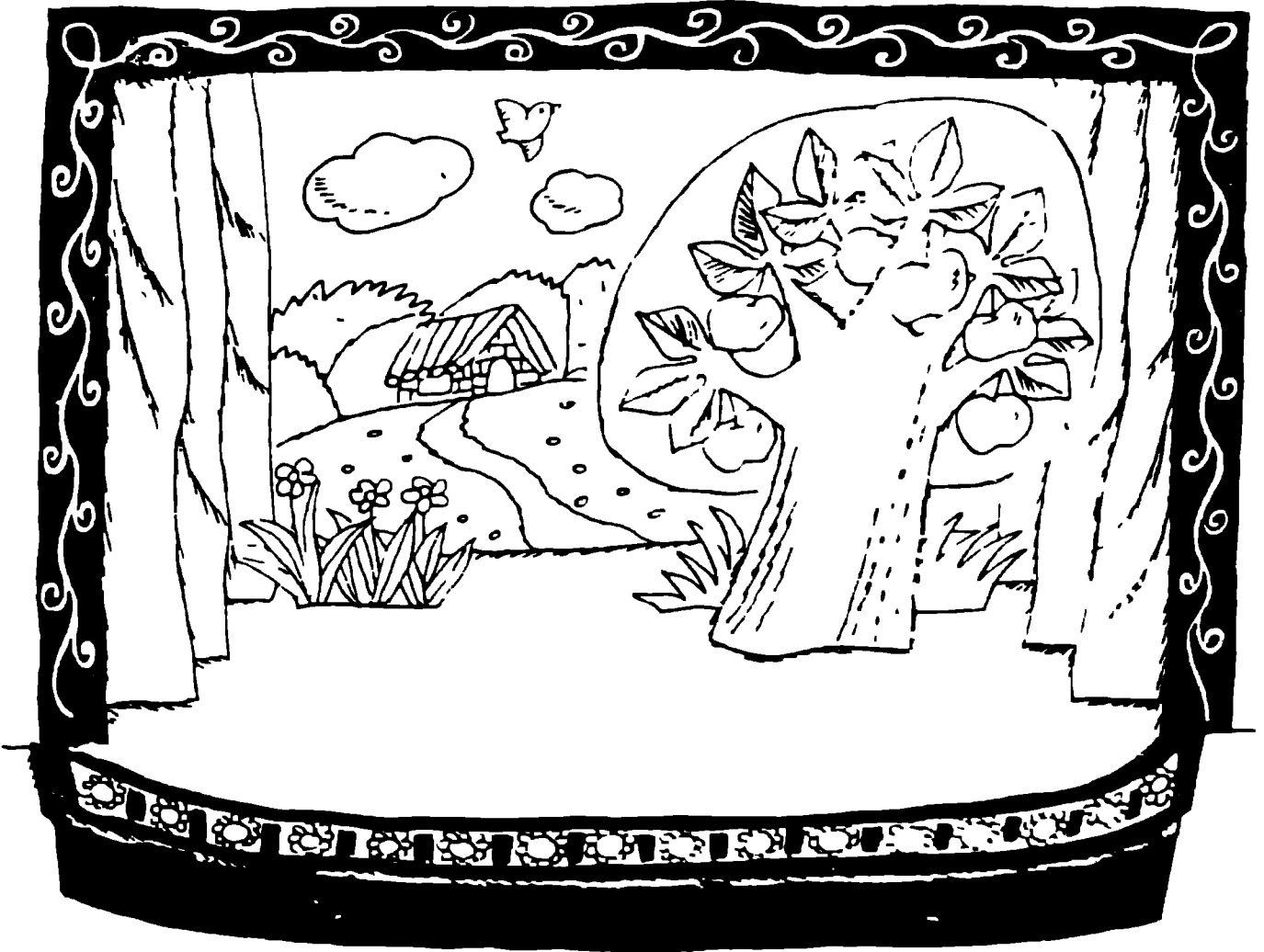
(বিল্লু জবাব দিল না। শিযালকে এক চোখ দেখে নিযে গান ধবল 'না না না, সঙ্গে নেব না' এবং মুখ ঘুবিযে বেবিযে গেল।)

শিয়াল : আচ্ছা, নেবে না সঙ্গে? ঠিক আছে। আমিও দেখে নেব! (পা ছড়িযে বসে প্রকাণ্ড হাই তুলল) কিছুক্ষণ আরও একটু শুয়েই থাকা যাক!

(আবাব গাছে হেলান দিযে বসল। দূব থেকে আবাব গানেব সুব ভেসে এল 'যাচ্ছি আমি ভাল্লুক বাড়ী'। মঞ্চে প্রবেশ কবল জুবী, হাতে তাব থলে। নিযে যাচ্ছে ভাল্লুকেব জন্য। গান গাইতে গাইতে গাছেব কাছে আসতেই শিযাল লাফিযে উঠল।)

শিয়াল: এই যে জুবী যে! বা: চমৎকার দেখাচ্ছে আজ তোমায়। তা সেজেগুজে চললে কোথায়?

জুবী: ভাল্লুক বাড়ী। ছুটির দিন ওখানে খুব মজা হয়।

শিয়াল: তাই বুঝি? তা আমাকেও সঙ্গে নাও না। নেবে?

জুবী: তোমাকে?

(সেও গান ধবল 'না না না সঙ্গে নেব না' এবং কটাক্ষ কবে মঞ্চ থেকে বেরিযে গেল।)

শিয়াল: হুঁ...জুবীটাও যাচ্ছেতাই! পাজীর পা ঝাডা! যাক, শুযেই থাকা যাক!

(আবাব গাছে হেলান দিযে, হাই তুলে ঝিমিযে পডল। দূব থেকে আবাব সেই একই গানেব বেশ এবং গাইতে গাইতে মঞ্চে প্রবেশ কবল চিকু। মুখে মিষ্টি হাসি। শিযাল লাফিযে এল)

শিয়াল: আরে চিকু! কি সুন্দর দেখাচ্ছে আজ তোমায়! আমি তো চিনতেই পারিনি! কোথায় যাচ্ছ ভাই, চিকু?

চিকু: ছোট্ট ভাল্লুক ভাই আজ আমাদের নেমন্তন্ন করেছে।

শিয়াল: চমৎকার! সবাই এক সঙ্গে খুব হৈ হৈ করা যাবে! আমি তোমাদের নাচ দেখাব (গাল ভবা হাসিতে চোখ দুটো ছোট কবে) আমাকেও নিয়ে যাবে?

চিকু: (আপাদমস্তক দেখে নিয়ে) তোমাকে? সঙ্গে নিয়ে যাব?

(চিকু গান ধরল 'না না না সঙ্গে নেব না' এবং পেছনে না তাকিযেই বেরিয়ে গেল মঞ্চ থেকে)

শিয়াল: (রাগ করে) চিকুটাও কম শয়তান নয়! (একটু ভেবে) ঠিক আছে! আমি কার তোয়াক্কা করি? আমি নিজেই যাব ভাল্লুক বাড়ী। আর দেখে নিও তোমরা, ভাল ভাল যা কিছু পাব, গপাগপ্ সব মুখে পুরে দেব!

(শিযাল চোখ মিটমিট কবল, জিব দিযে ঠোঁটটা চেটে নিল এবং কিছুটা খুঁড়িয়েই ভাল্লুক বাড়ীব দিকে বওনা হল)

দ্বিতীয় দৃশ্য

(পাথবেব ভাল্লুক বাড়ী। ঘবের ঠিক মাঝখানে কাঠের টেবিল আব চারদিকে গাছেব গুঁড়ি কেটে বানানো চারটে বসবাব জাযগা। টেবিলের ঠিক মাঝখানে ফুলদানিতে লাল ফুলের গোছা। টেবিলেব ওপর কয়েকটা প্লেটে খাবার সাজানো—মাছ, মাংসেব হাড়, উইচিংড়ের তবকারি ইত্যাদি। ছোট্ট ভাল্লুক ঘর সাজাতে সাজাতে গান গাইছে 'বন্ধু আমাব আসবে সবাই'। দবজায কড়া নাড়ার শব্দ)

ভাল্লুক: কে?

বিল্লু: আমি...বিল্লু!
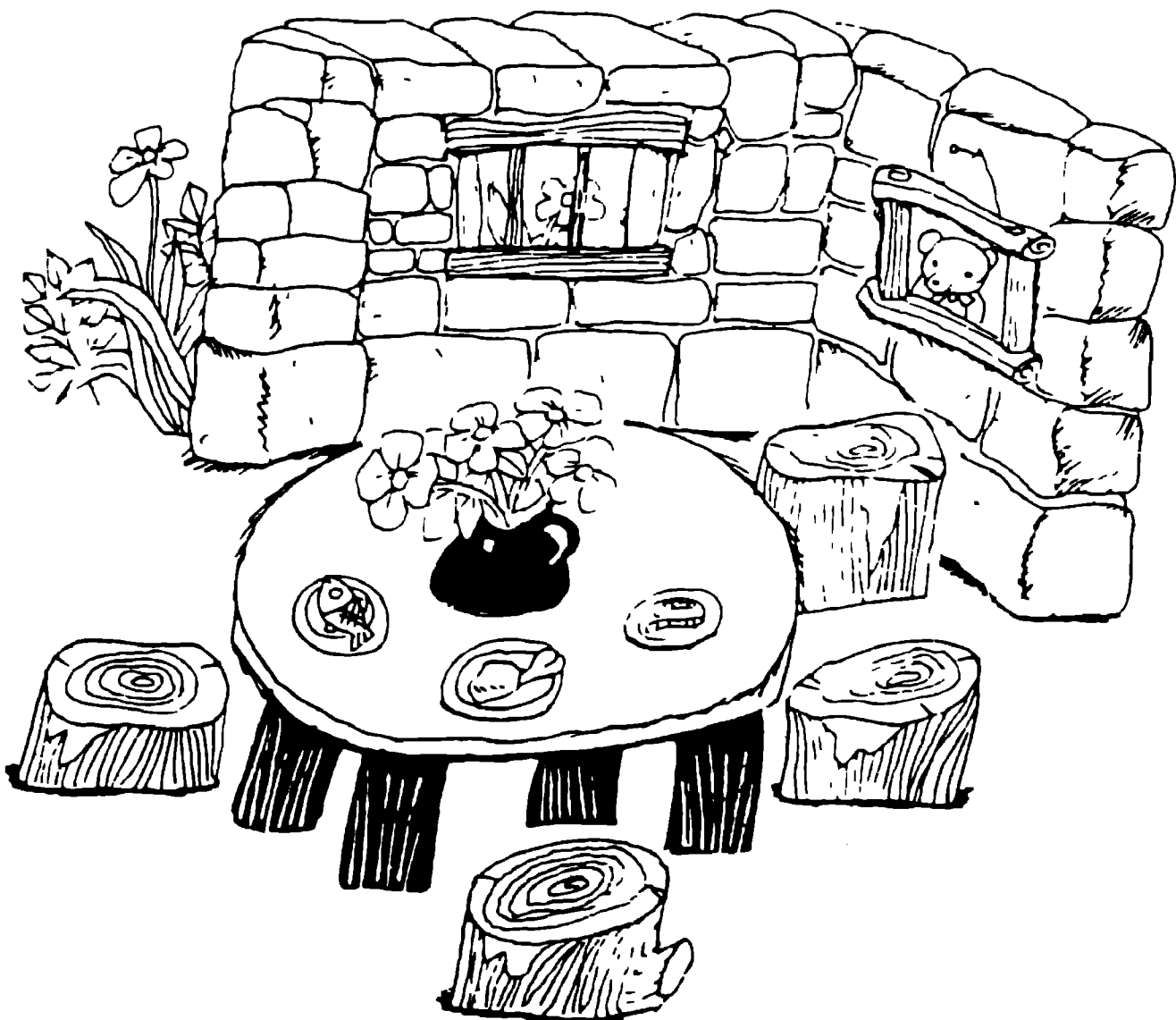
(ছোট্ট ভাল্লুক দরজা খুলতেই হাসি মুখে বিল্লু ঢুকল। দরজাটা আবার বন্ধ করে ভাল্লুক গান ধরল ''প্রাণের বন্ধু এল' । বিল্লু মিষ্টির থলেটা ছোট্ট ভাল্লুককে দিল। তার থেকে একটা মিষ্টি মুখে দিচ্ছে, এমন সময় কড়া নাড়ার শব্দ)

ভাল্লুক: কে? কে কড়া নাড়ছে?

জুবী: আমি...জুবী!

(ভাল্লুক আর বিল্লু গান ধরল 'প্রাণের বন্ধু এল' । জুবী মিষ্টির প্যাকেটটা দিতেই যখন তিনজনে খেতে আরম্ভ করল আনন্দ করে, তখন আবাব কড়া নাড়ার শব্দ)

ভাল্লুক: নিশ্চয় চিকু!...কে?

চিকু: আমি...চিকু!

(জুবী ছুটে গিয়ে দরজা খুলল এবং চিকু ঢোকার পরই বন্ধ কবে দিল। এবার চার বন্ধুতে মিলে যখন মনেব আনন্দে এক সঙ্গে গান ধরে খাওয়া দাওয়া আরম্ভ করেছে তখন আবার সজোরে কড়া নাড়াব শব্দ)

ভাল্লুক: এবার কে এল?...কে?

শিয়াল: দরজা খোল। আমি...শিয়াল!

ভাল্লুক: (আশ্চর্য হয়ে) শিয়াল!...সেই পাজীটা?

শিয়াল: (আরও জোরে কড়া নেড়ে) শিগ্গীর দরজা খুলে খাবার দাবার যা আছে দিয়ে দাও! খোল বলছি দরজা...

('কি হবে?' 'কি করা যায়?' ইত্যাদি নানান প্রশ্ন আপোষে কবতে লাগল চার বন্ধু)

ভাল্লুক: ঠিক আছে। ভয়ের কিছু নেই। আমার মাথায় একটা বুদ্ধি এসেছে।

চিকু: কি?

জুবী, বিল্লু: তাড়াতাড়ি বল না...

ভাল্লুক: আমি তোমাদের সক্কলকে ঢিল দিচ্ছি। দরজা খোলার সঙ্গে সঙ্গে যেই ও ঘরে ঢুকবে, আমরা একসঙ্গে ঢিল ছুঁড়ে ওকে তাড়াব!

সবাই: চমৎকার বুদ্ধি। ঠিক আছে।

(ভাল্লুক সব্বাইকে ঢিল দিল হাত ভরে)

ভাল্লুক: (ফিসফিস করে) সব তৈরী?...ঠিক আছে। এইবার আমি দরজাটা খুলছি। (দরজা খুলতেই শিয়াল ঘরে ঢুকল)

শিয়াল: এবার চটপট মিষ্টিটিষ্টি যা আছে সব দিয়ে দাও। দেখছ কি? শিগ্গীর দাও...আমায় রাগিও না বলছি!

সবাই: মিষ্টি?...এই নাও ভায়া...পাথরের বৃষ্টি!

(সবাই শিয়ালকে লক্ষ্য করে ঢিল ছুঁড়ল আর শিয়াল মাথা ঢেকে যন্ত্রণায় চিৎকার করতে আরম্ভ করল)

শিয়াল: ওরে বাবারে...মরে গেলাম...মরে গেলাম!

(শিয়াল ল্যাজ গুটিয়ে পালাতে গিয়ে প্রথমে পাথরের দেওয়ালে ধাক্কা খেল তারপর পড়ি কি মরি করে দরজা দিয়ে চোঁ চাঁ ছুট দিল। আর ওর অবস্থা দেখে চার বন্ধু হেসেই খুন।)

ভাল্লুক: আপদ বিদেয় হয়েছে! এবার নিশ্চিন্ত মনে আনন্দ করা যাক!

(ওরা সমবেত কণ্ঠে গান ধরল 'আপদ বিদায় হল')

যবনিকা

ছবি : ঝাউ সিয়ান-চে

পোষাক

যাচ্ছি আমি ভাল্লুক বাড়ী

র্সর্রা র্সর্রা র্সর্রা র্সর্রা | র্সা র্সর্সা র্সা র্সা | র্সা -া ধা -া | পা -া -া -া |
র্সা র্রা র্সা ধা | পা -া -া -া | সা পপা র্সা পা | সা পপা র্সা পা |

মপা ধর্সা পা -া | র্সা -া ধা -া | পা -া -া -া | র্সাঃ র্রঃ র্সা ধা |
পা -া -া -া | পা পা পা ধা | পা ধা রা মা | পা -া -া -া |

পা পা পা ধা | পা মা রা -া | রা মা রা পা | মা -া রা -া |
সা -া -া -া | সা ধা পা -া | র্সা ধা পা -া | র্সাঃ র্রঃ র্সা ধা |

পা -া -া -া | সা পপা র্সা পা | সা পপা র্সা পা | মপা ধর্সা পা -া |
সরা গমা পা -া

না না না সঙ্গে নেব না

সা র্সা ধা -া | মা -া -া মা | র্সা -া ধা -া | মা -া -া মা |

পা -া পা পা । পা মা পা -া | রা সা বা মা | পা ধাঁ পা -া | -া -া -া -া |

র্সাঃ র্রঃ র্সা ধা | পা -া -া -া | মপা ধর্সা পা -া | মপা ধর্সা পা -া |

মপা ধর্সা পা পা | -া পা পা -া | সা পপা র্সা পা | সা পপা র্সা পা |

সা পপা র্সা পা | -া পা পা -া |

প্রাণের বন্ধু এল

পা পা পা -া ¦ পা ধা পা -া | র্সা র্সা ধা র্সা ¦ র্সা র্বা র্গা -া | গা গা রা গা |
পা ধা পা -া | (পা ধা পা -া) | গা গগা বা গা | পা ধা গা বা | সা -া -া -া |
সা -া রা -া | গা -া -া -া | গা পা গা বা | গা গা গা -া | ধা ধা পা ধা |
গা পা গা রা | গা -া -া -া | র্সা র্সা ধা পা | ধা -া গা -া | পা -া -া -া |
(গপা ধর্সা পা -া) | ধা ধা পা ধা | গা বা গা -া | গা পা ধা ধপা | ধা -া বা -া |
র্সা -া -া -া | র্সা র্বা র্গা র্পা | র্গা -া র্বা -া | র্সা -া -া -া |
র্সা -া র্বা -া | র্গা -া -া র্পা | র্গা র্পা র্গা র্বা | র্গা -া -া পা | ধা -া র্সা -া |
র্রা -া -া র্গা | র্বা র্গা ধা র্সা | র্বা -া -া র্গা | গা -া পা -া | ধা -া -া র্সা |
র্বা র্গা র্রা র্সা | ধা -া -া র্সা | পা ধা র্সা পা | র্গা -া র্বা -া | র্সা -া -া -া | -া -া -া -া

শিয়ালের গান

সা পা পা -া | সবা গমা র্সা পা | মা র্সা ধা র্সা | মা র্সর্সা র্সা র্সা |
মা র্সা ধা র্সা | মা র্সর্সা র্সা র্সা | | মা র্সা র্সা -া
| | | |
সবা গমা পা -া |

শিয়াল বিদায় সঙ্গীত

র্সা র্সা র্সা -া | র্সা র্সা র্সা -া | র্সর্বা র্সর্বা র্সর্বা র্সর্বা | র্সা না ধা পা |

সা সা সা ধা | মা -া -া -া | পা মা গা বা | সা -া -া -া |

সা সা মা পা | ধা র্না র্সা -া | র্বা র্বা র্সা ধা | পা র্সা ধা -া |

সা রগা মা পা | ধা র্না র্সা -া | র্সবা র্সনা ধা পা | মা -া -া -া |

সা সা সা ধা | মা -া -া -া | পা মা গা বা | সা -া -া -া |

সা সা মা পা | ধা র্না র্সা -া র্বা র্বা র্সা ধা | পা র্সা ধা -া |

সা রগা মা পা | ধা ণা র্সা -া | র্সর্বা র্সনা ধা পা | মা -া -া -া |

স বগা মা পা | ধা ণা র্সা -া | র্সর্বা র্সর্বা র্সর্বা র্সর্বা | র্সসা বগা মপা ধনা |

র্সমা পধা নর্সা র্বগা | র্মা -া -া -া | র্ধা -া -া -া | র্মা -া -া -া |

বন্ধু আমার আসবে সবাই

পা -া পা -া | পা ধা পা -া | র্সা র্সা ধা র্সা | র্সা ধা পা -া |

গা গা রা গা | পা ধা পা -া | ধা পা গা রা | পা-া -া -া |

র্সা -া ধা -া | র্সা র্রা র্গা র্পা | র্সা -া ধা -া | পা র্সা ধা পা |

গা গা রা গা | পাঃ ধঃ গা রা | সা -া -া -া | পা -া পা -া |

পা ধা পা -া | র্সা র্সা ধা র্সা | র্সা ধা পা -া | গা গা রা গা |

পা ধা পা -া | ধা পা গা রা | পা -া -া -া | র্সা -া ধা -া |

পা -া -া -া | র্সা -া ধা -া | পা -া -া -া | গা গা রা গা |

পাঃ ধঃ গা রা | সা -া -া -া | র্সা -া ধা -া | র্সা র্রা র্গা র্পা |

র্সা -া ধা -া | র্সা র্রা র্গা পা | র্সা -া -া -া |

স্বরলিপি : ভি বল্‌সারা

ববি

ভারত

ববি

বিজয় তেন্দুলকর

চরিত্রলিপি

ববি	ছেলের পোষাক পরা ছোট্ট একটি মেয়ে
বীরবল	কাশ্মীরি পণ্ডিত
আকবর	মোগল সম্রাট
শিবাজী	প্রখ্যাত যোদ্ধা
মিকী	ডিস্‌নিল্যাণ্ডের রাজা
চাঁদ	মানুষের বেশে চাঁদ
সার্কাসের মেয়ে	যে দড়ির ওপর খেলা দেখায়
সং	ঐ সার্কাসেরই সং
চাঁদের আলোর দল	চাঁদের সঙ্গী কয়েকটি ছোট ছোট ছেলে মেয়ে
ঘোড়া	ঐ সার্কাসেরই ঘোড়া
পাঁচজন পরী	পরীর দেশের মেয়ে
বাবা	ববির বাবার কণ্ঠস্বর
মা	ববির মার কণ্ঠস্বর

(ববিদেব খুব সাধাবণ ধবনেব বাড়ী। সন্ধ্যাবেলা। ছেলের পোষাক পরা ববি, বাড়ীতে একা)

ববি : আমার নাম ববি। আসলে, আমি একটি মেয়ে। আমার জন্মাবার আগে আমার মা-বাবা ছেলে চেয়েছিলেন বলে, আমার নাম দিলেন ববি। আমি ছেলেদের পোষাক পরি। আমার খেলনা যা কিছু তাঁরা আনেন, সবই ছেলেদের। বাবা বলে, আমার চুল ছেলেদের মতন ছেঁটে দিতে, কিন্তু মা তা চান না। তিনি বলেন, 'দেখছ না, ওর চুল কত সুন্দর?' আমার ভাই বোন কেউ নেই। কাজেই, যখন যা চাই, বলতে গেলে না চাইতেই মা-বাবার কাছ থেকে পেয়ে যাই। কিন্তু লাভ কি? জিনিষ পাই কিন্তু মা বাবার দেখা খুবই কমই পাই। তাঁরা সারাদিন ব্যস্ত। আমি ছেলেদের পোষাক পরি, তাই মেয়েরা বলে 'যাও, ছেলেদের সঙ্গে খেল'। আর ছেলেরা আমার সঙ্গে খেলতেই চায় না। স্কুল থেকে যখন বাড়ী ফিরি তখন বাড়ীতে কেউ নেই। মাও নেই, বাবাও নেই। পাশের বাড়ীতে যাই, সেখান থেকে চাবি এনে তালা খুলি আর একলাই বসে খেলা করি। যখন আর ভাল লাগে না, বারান্দায় গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকি। তারপর জানলায় উঠে বসে গলা ফাটিয়ে গান ধরি। তবুও মার দেখা নেই। তখন নানান আবোল তাবোল ভাবনা মাথায় আসতে থাকে। বিশ্বাস করুন, সত্যি বলছি। শুনুন তাহলে, তার একটা বলছি। ...একটা নেকড়ে ছিল আর ছিল একটা ভেড়া। ঈশপের নাম শুনেছেন? তিনিই নাকি গল্পটা লিখেছেন। হ্যাঁ, যা বলছিলাম। ঐ নেকড়ের একদিন খুব খিদে (ববি পকেট থেকে কিছু বেব কবে চিবোতে আবম্ভ কবল) পেয়েছে। তখন সে ঐ ভেড়াটাকে ধরে বলল, 'আমি তোকে খেয়ে ফেলব।' বেচারা ভেড়া তখন কাঁদো কাঁদো হয়ে বলল, 'নেকড়ে ভাই কেন খাবে আমাকে? আমি কি অন্যায় করেছি?' তখন নেকড়ে বলল, 'তুমি অন্যায় করোনি। তোমার বাবা করেছিল। সেইজন্য আমি তোমাকে খাব!' এই বলে, (নিজের দাঁত খিঁচিয়ে) এমনি করে দাঁত খিঁচিয়ে নেকড়ে গেল ভেড়ার দিকে। বেচারা ভেড়াটা খুব ভয় পেয়ে গেল। আমি একটা গাছের আড়াল থেকে দেখছিলাম। তখন আমি এগিয়ে এসে বললাম, 'এই নেকড়ে! এটেন্‌শন্‌! বাঁয়ে মোড়, ডাইনে মোড়! ...বেরিয়ে যাও!' তাই না শুনে, নেকড়েটা কি ভাবল, জানেন?

ভাবল, আমাদের স্কুলের ড্রিল টিচার এসেছেন! এমন ভয় পেল যে কি বলব! এমনি ভাবে ঘুরে, ল্যাজ না গুটিয়ে—এক ছুটে চলে গেল জঙ্গলের মধ্যে! আপনারা বলবেন, এ সবই মিথ্যে কথা। কিন্তু সত্যি বলছি—এই সবই আমার মধ্যে ঘোরে! (একটা কাল্পনিক বন্দুক বেব কবে গুলি ছোঁড়ার ভান কবল – টিসুম্...টিসুম্...টিসুম...) আব এক ছিল, বীববল। ঐ যে, গল্পেব বইতে আছে, পড়েননি? সেই লোকটা (টেবিলেব কাছে হেঁটে গিয়ে মাথা নিচু কবল—ঠিক যেন ক্লাসে খাতা খুলে নাম ডাকছে।) এবার আমি হলাম ক্লাস টিচার। (টিচাবেবই ভঙ্গিতে) কাশ্মীরের নাম করা পণ্ডিত বীরবল!

(বীরবল প্রবেশ কবল মঞ্চে। পবণে তাব চুড়িদাব পাজামা। আলখাল্লা। গোঁফ আছে, কাঁধে স্কুল ব্যাগ। এসে বসল মুখোমুখি একটা টুলেব ওপব)

বীরবল: উপস্থিত!

ববি: (দর্শকদের) দেখলেন তো? এ সবই কিন্তু আমাব মাথায! কিন্তু, মনে হয় না আপনাদের, যে সবই সত্যি? (বীববলকে) সোজা হয়ে বোস্ (বীরবল বসল)। দাঁত মেজেছ? দেখি, এদিকে এস (বীববল এল এবং দাঁত দেখালো)। যাও, নিজের জায়গায় গিয়ে বস।

(বীববল ফিবে গিযে আবার টুলে বসল)

বীরবল: (হাত তুলে) স্যার। আমি ক্লাসে একটা জ্ঞানের গল্প বলব?

ববি: না। সম্রাট আকবর আজ স্কুলে আসেনি?

বীরবল: না স্যার। সে তার মার সঙ্গে পাঁপড় রোদে দিচ্ছে!

ববি: রোজই ঐ এক কথা!...আর তুমি হয়েছ ওর ফাঁকিবাজিব সাগবেদ!

বীরবল: (ভাল মানুষের মতন মুখ কবে) না স্যার, না।

(সঙ্গে সঙ্গে, হাঁপাতে হাঁপাতে মঞ্চে প্রবেশ কবল আকবব। পোষাক তাব সম্রাটেবই, কিন্তু গলায় স্কুলের ব্যাগ ঝুলছে)

আকবর: ...স্যা...স্যার...ভেতরে আসতে পারি?

ববি: (চোখ তুলে, যেন চশমাব ওপব দিযে দেখছে) এস...নীচু হয়ে পায়েব আঙুল ধর! (আকবব তাই করল) রোজ লেট্!

(বীরবল কাগজ পাকিযে একটা বলেব মতন করে ওকে ছুঁড়ে মাবল)

আকবর: (সোজা হয়ে) স্যার, বীরবল, কাগজের বল ছুঁড়ছে!

বীরবল: ও তো স্যার মাথা নীচু করে ছিল! জানল কি করে যে, কে ছুঁড়ছে? মিছিমিছি আমায় দোষ দিচ্ছে! দেখাব মজা!

আকবর: থাক, থাক, আর তেজ দেখাতে হবে না!

বীরবল: দেখবি তবে...

ববি: (টেবিল চাপড়ে) চুপ্! মুখ বন্ধ! (দুজনেই চুপ কবল! তখন দর্শকদেব) এই সব আমার খুব ভাল লাগে! (আকববকে) ফেব যদি অবাধ্য হও তো বেত খাবে, বুঝেছ? আর বীরবল,তোমায় কিন্তু আমি ফেল করিয়ে দেব! (দর্শকদেব) দেখলেন তো? দুজনেই কেমন ভয় পেয়ে গেছে! ওরা জানে আমি ওদের মাষ্টাব—খুব রাগারাগি কবি (আকবব আব বীববল চুপি চুপি মঞ্চেব শেষ প্রান্তে গিযে, দৌড়ে প্রস্থান কবে।) কিন্তু জানেন, এ খেলাও বেশীক্ষণ মোটেই ভাল লাগে না। বিবক্ত লাগে। তখন আমি বসে...(শিবাজী প্রবেশ কবে মঞ্চে, কিছু একটা হিসেব কবতে কবতে) ও আবার কে? (চোখ মিটমিট্ কবে) ও! ওতো শিবাজী! মানে, আসল শিবাজী নয়, আমার মনে যে শিবাজী আছে—সে। দাঁড়ান, ওকে একটা প্রশ্ন করি। শিবাজী! আফজুল খাঁকে কবে হত্যা করা হযেছিল?

শিবাজী: (নখ খুঁটে, কান চুলকে, পাযে পা ঘষে) আ...আ...আফ...জুল...জুল... খাঁ...ক...কবে...

ববি: (দর্শকদেব) দেখছেন তো? ওর কিস্সু মনে থাকে না! ও জানে আমি হিসট্রির টিচার!

শিবাজী: আফ...আফজুল...মানে...খাঁ

ববি: গাধা! (দর্শকদেব) ...মজা দেখুন! (ওকে) গাধা! এই সামান্য জিনিষটা জানো না? কতবার না তোমায় বলেছি এ সব মুখস্থ করতে? কেন করোনি? খুন করতে বললে তক্ষুণি করে বসতে! (শিবাজী পা ঘষে কিছু কবছিল। এই সময জিব বেব কবল।) বেঞ্চির ওপর দাঁড়াও!— দাঁড়ালে? (শিবাজী টুলেব ওপব উঠে দাঁড়ায। তখন দর্শকদেব) এই ধরনেব খেলা আমার খুব ভাল লাগে। ইতিহাসের ঐ আসল শিবাজীব সন তারিখ আমাব একদম মনে থাকে না বলে আমাদের হিসট্রি টিচার প্রায়ই আমায় শাস্তি দেন! সেই রাগে আমি ঐ শিবাজীকে শাস্তি দি! (শিবাজী টুলেব ওপব থেকে লাফিযে নেমে পড়ে এক ছুট্টে মঞ্চ থেকে বেবিযে যায।) এই সব খেলার পর যখন ক্ষিদে পায়, খাবার টিন খুলি। দেখা যাক, মা আমার জন্যে আজ কি রেখে গেছেন।

(টুলটা সরিয়ে ববি তাব ওপব দাঁড়ায এবং মূক অভিনয কবে, যেন সে টিন নাবিযে খুলে খুলে দেখছে কোনটায কি আছে। এমন সময মঞ্চে প্রবেশ করল মিকী মাউস।)

মিকী : ববি!

ববি : (চমকে উঠে) ও! তুমি! বাব্বা যা চমকে দিলে, টিনটা পড়ে গিয়েছিল আর একটু হলে!

মিকী : (কাছে সবে এসে) তুমি সর, আমি দেখছি! ঐ সব টিন দেখতে আমার এক মিনিটও লাগবে না!

ববি : না বাবা! যেখানে যা কিছু আছে তুমি সব সাবড়ে দেবে! আমাব বেজায় ক্ষিদে পেয়েছে!

মিকী : আমারও!

ববি : সে তো পাবেই! তুমি তো পেটুকের হদ্দ!

মিকী : না ভাই সত্যি! সারাদিন যা দৌড়ে বেড়াই তোমাব কোন ধাবণাই নেই! ঐ হতভাগা বেড়ালটা! ওর তাড়ায় পালিয়ে বেড়াতে পথ পাই না! সেইজন্যেই ক্ষিদে পেয়েছে! ববি, দাও না কিছু খেতে...প্লিজ...লক্ষ্মী মেয়ে!

ববি : আচ্ছা দাঁড়াও!...ও মা...একটাই সরু চাকলি! আচ্ছা, আদ্দেকটা তোমায় দিচ্ছি। আদ্দেকটা আমি। কি বল? (একটা কাল্পনিক চাকলি দু ভাগ কবে আদ্দেকটা দেওযার ভান কবল।)

মিকী : (খাওয়াব অভিনয় কবে) আহা চমৎকাব! (ঢেকুব তুলল)

ববি : ওমা! সে কি? ব্যস্? আধখানা চাকলিতেই পেট ভবে গেল?

মিকী : আমি যে ছোট্ট খাট্টো মানুষ। রোগাও হয়ে গেছি!

ববি : আহা, সর্দি কাশি হয়েছিল বুঝি?

মিকী : না গো না! ঐ যে র‍্যাশনের গম। খুব বাজে। যতই চুবি করে খাই না কেন, কিস্‌সু হয় না! পেটই ভবে না!

(ওবা দুজন টেবিলে এসে বসল)

ববি : (দর্শকদের) আসলে, এ সবই কিন্তু আমার কল্পনা! কিন্তু বলুন, সত্যি বলে মনে হচ্ছে কি না? ঠিক যেন একটা গল্প, তাই না?

মিকী : সেদিন, দুটো বেড়ালও ঠিক ঐ কথাই বলছিল!

ববি : কি কথা?

মিকী : (বেড়ালেব নকল কবে) বলছিল, হায় হায়, আজকাল মুখে একটা ইঁদুর পোর, ব্যস্, দাঁতে যেন পাথর লাগে! আগেকার দিনে কি চমৎকার ইঁদুর হত! ইয়া বড়, মোটাসোটা, নাদুসনুদুস্! আর আজকাল? ঐ পোড়া র‍্যাশনের গম খেয়ে সব হাড় গিলগিলে! তখন অন্য বেড়ালটা বলল, তা যা বলেছিস ভাই! খেয়ে আজকাল আর সুখ নেই!

ববি : (হেসেই খুন) বেচারা বেড়াল!

মিকী : সত্যি ভাই! দূর থেকে দেখে, ওদের জন্য আমারও দুঃখ হয়! আমি ভাই সারা দিন রাত খেটে মরি কিন্তু আমি চাই না যে ঐ র‍্যাশনের কাঁকর আমার পেটের মধ্যে এসে ওদের দাঁতের তলায় যাক! না, না, আমি ঠাট্টা করছি না। আমি সত্যি কথা বলছি। খাঁটি সত্যি!

ববি : (হেসে) তুমি সত্যি বড় ভাল! (দর্শকদেব) এই ভাবেই বসে বসে আমি এদের সঙ্গে আড্ডা দি। তারপর বিরক্ত লাগে!...দেখেছেন, মার এখনও দেখা নেই!...আর যখন ওরা দেখে যে আমি বিরক্ত হচ্ছি, তখন ওরাও কেটে পড়ে! (মিকী এদিক ওদিক দেখে মঞ্চ থেকে প্রস্থান কবে) ...এবার কি করা যায়? (টুলটাকে টেনে, একটা ঘড়িব কাছে নিযে গিযে, তাব ওপব উঠে দাঁড়াল।) ঘড়ির কাঁটাটা এগিয়ে দি। তাহ'লে মার তাড়াতাড়ি আসার সময় হয়ে যাবে! (ঘড়িব ঢাকনাটা খুলে, কাঁটাটা ঘোবাতে আবম্ভ কবল। সেই সঙ্গে আলো কমে গেল। ঘড়িতে বারোটা বাজল। ববিব চোখ বন্ধ হযে গেল। ভয়ে ববি চিংকাব কবে উঠল।) এটা কি হল? এত তাড়াতাড়ি অন্ধকার হয়ে গেল কেন?

কণ্ঠস্বর : কারণ, ঘড়িতে এখন রাত্তির!

ববি : (চোখ খুলে, চাবদিকে তাকিযে) সেটা কি করে হল?

কণ্ঠস্বর : বাঃ, তুমি যে ঘড়ির কাঁটা এগিয়ে দিলে! দিলে না?

ববি : (কাঁদো কাঁদো কণ্ঠে) তা দিয়েছি কিন্তু রাত্তির হক, তা তো চাইনি! এখনও মাও আসেননি, বাবাও আসেননি!

কণ্ঠস্বর : কিন্তু, আমি তো এসেছি!

ববি : তুমি কে?

(জানলাব ভেতব দিযে চাঁদেব আলো আসে—তারপবই আসে চাঁদ। মুখ তাব হাসি হাসি।)

ববি : ও! আপনি! চাঁদ মামা?

চাঁদ : চিনেছ তাহ'লে!

ববি : এলেন কিসে?

চাঁদ : মেঘের পিঠে চড়ে...আকাশের ওপর দিয়ে। কেন, কালকেই তো গানটা গাইছিলে, মনে নেই?

(প্রথমে সঙ্গীত ভেসে আসে, তাবপর গান: 'চাঁদ নেমে আয আমার ঘবে/ ভাসিযে মেঘেব ভেলা/ একলা ঘবে মজা লাগে না/ বিজন সন্ধ্যা বেলা॥' ববি গানের তালে নাচতে আবম্ভ কবে এবং চাঁদও যোগ দেয। হঠাৎ গান থেমে যায়)

ববি : কি হল? গানটা বন্ধ করলে কেন?

চাঁদ : আমি করলাম? কৈ না তো। রেকর্ডটা থেমে গেল! ও গানটা তো তুমিই কাল গাইছিলে। আমারও আসতে ইচ্ছে করছিল কিন্তু আসি কি করে? তখন তো খটখটে দিন। এখানে যখন দিন, তখন পৃথিবীর অন্য দিকে আমার কাজ। তবু, তাড়াতাড়ি কাজ সেরে এসে দেখলাম তুমি ঘুমিয়ে পড়েছ।...তোমার মার পাশে। এখন তুমি ঘড়িতে রাত করে দিলে আর আমি এসে পড়লাম!

ববি : কিন্তু মা তো এখনও এল না! রোজ এই হয়...আমি বসে বসে ক্লান্ত হয়ে পড়ি!

চাঁদ : এসে পড়লেন বলে। আমি যে দেখলাম উনি আসছেন!

ববি : সত্যি বলছ?

চাঁদ : এই আমার মাথার চুল ছুঁয়ে বলছি—সত্যি সত্যি সত্যি! দেখলাম উনি তোমার জন্যে খাবার কিনছেন। তোমার বাবাকেও দেখলাম।

ববি : বাবাকেও? বাবা কি করছিলেন?

চাঁদ : বাবা? দাঁড়াও। তিপ্পান্ন, চুয়ান্ন, পঞ্চান্ন, ছাপ্পান্ন...

ববি : ছাপ্পান্ন?

চাঁদ : বাসের কিউতে ওঁর নম্বর। আমি গুনলাম যে, ওঁরা দুজনেই এক্ষুনি এসে পড়বেন!

ববি : আমি ততক্ষণ কি করি?

চাঁদ : কেন? আমিই তো আছি!

ববি : সত্যি কথা বলি তাহ'লে? আমার বাপু রাত্রে একটু ভয় করে! কাউকে বোল না...অন্ধকার হলেই না, ভূত আসে!

চাঁদ : (হাসল) দূর বোকা! তুমি তো ছেলেদের পোষাক পরে আছ! তাহলে মেয়েদের মতন ভীতু কেন?...যা দেখ সেগুলো ভূত নয়। ওগুলো হল ছায়া...খুব দুষ্টু ছায়া...আমি ফেলি! আসলে, ওরা আবার সাহসী ছেলেমেয়েদের ভয়ানক ভয় পায়। এই দেখ...(হাত তুলে মঞ্চের পেছন দিকের পর্দায় ছায়া ফেলল)

ববি : (ভয় পেয়ে) মা!

চাঁদ : ধ্যাৎ ভীতু...ওটা একটা ছায়া! এই দেখ...(হাতটা নামাতেই ছায়াটা অদৃশ্য হল)

ববি : কৈ, চাঁদমামা, মা তো এখনও এলো না! (বাইরে থেকে সঙ্গে সঙ্গে আওয়াজ এল, 'আমরা এসেছি' 'আমরা এসেছি') কে? কে ওরা?

(চারদিক থেকে মঞ্চে প্রবেশ করল চাঁদের আলোর দল—আনন্দে, উৎসাহে ঝলমল করতে করতে। ওরা হাত ধরাধরি করে ববিকে ঘিরে নাচতে থাকে। মাঝে মাঝে থেমে যায়)

ববি : না আমি খেলব না! মামনি এখনও আসেনি! আমার কিচ্ছু ভাল লাগছে না! আমি খেলব না, খেলব না, খেলব না!

(রাগ করে গিয়ে টুলের ওপর উঠে ঘড়ির কাঁটা ঘুরিয়ে দেয়। চারদিকে আলো উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। সঙ্গীত থেমে যায়। মঞ্চ খালি হয়ে যায়। ববি লাফিয়ে নেমে পড়ে টুল থেকে)

ববি : মামনি নয়...দুষ্টুমনি...

(খেলনাগুলো তুলে এদিক ওদিক ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলে—দুর্জয় রাগে। ওর খেলার পুতুল—সার্কাসের সং, ঘোড়া, ছাতা হাতে এক পুতুল। এগুলো ও ফেলে সামনের দিকে। তারপর রাগের অভিব্যক্তিতে নিজের গাল ধরে টানে। তখনই মঞ্চে প্রবেশ করে ট্রাই সাইকেল চড়ে এক সং। সে এগিয়ে, পিছিয়ে, নানান ভাবে খেলা দেখায়। এমন কি এক সময় সাইকেলটাকে তুলে ধরে মাথার ওপর)

ববি : এই! আমিও তোমার সঙ্গে খেলি?...হেই হো...

(ও গিয়ে সাইকেলের পেছনে উঠে দাঁড়ায় আর ওরা 'সার্কাস, সার্কাস' খেলে, ব্যাণ্ড বাজনার তালে তালে। ওরা যখন ট্রাই সাইকেলের খেলায় ব্যস্ত তখন মঞ্চে প্রবেশ করে দুটি ছেলে, ঘোড়ার পোষাক পরে। ঘোড়াটিও সঙ্গীতের তালে তালে পা, ল্যাজ, ঘাড় ইত্যাদি নাড়তে থাকে। ববি তখন ছুটে যায় ঘোড়ার কাছে আর সং মঞ্চ থেকে প্রস্থান করে। মঞ্চে চলে ঘোড়ার সঙ্গে ববির নাচ। অল্পক্ষণ পরে ঘোড়া প্রস্থান করে এবং সঙ্গীতের ধারা বদলের সঙ্গে মঞ্চে প্রবেশ করে রঙিন ছাতা হাতে সার্কাসের মেয়ে। তার চলার ভঙ্গিতে মনে হয় যেন সে শূন্যে ঝোলানো তারের ওপর দিয়ে হাঁটছে, ছাতা দুলিয়ে, ভারসাম্য বজায় রেখে। ববি ছুটে গিয়ে মঞ্চের কোণ থেকে নিজের রঙিন ছাতা নিয়ে আসে এবং সেটা খুলে সার্কাসের মেয়েটির অনুকরণে নাচতে আরম্ভ করে। পশ্চাদপটের নীল আকাশে মেঘ দেখা দেয়। সার্কাসের মেয়েটি তখন মঞ্চ থেকে বেরিয়ে যায়। সঙ্গীত আবার বদলায়, নীল আকাশ অন্ধকার হয়ে যায় এবং সেই সঙ্গে ববি মর্মাহত। রাগে ববি ছাতা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে মুখে হাত চাপা দেয়।)

ববি : মামনি এখনও এল না। এল না!...এল না!...বাবাও নয়, মাও নয়!...এস না!...এস না!...আসতে হবে না! এমন মা বাবা আমার চাই না, চাই না, চাই না!!!

(আপন মনে কথা বলতে বলতে বসে পড়ে। তারপর শুয়ে পড়ে। দূর থেকে ভেসে আসে ছেলেমেয়েদের খেলার হৈ চৈ। হাসি, তারপর সঙ্গীত, তারপর সব

চুপচাপ। তাবপব এক এক করে মঞ্চে প্রবেশ কবে বীববল, আকবব, শিবাজী, মিকী, চাঁদ, চাঁদেব আলোব দল, সং এবং সার্কাসেব মেযে। ওবা নিঃশব্দে আসে এবং ববিব চাবদিকে কেউ দাঁড়ায, কেউ বসে পড়ে। সব শেষে আসে ঘোড়া। শুরু হয দববাব)

আকবর : এই রকম মা বাবাকে নিয়ে কি করা যায়? বীরবল, তোমার কি মত?

বীরবল : আমি তো মনে করি যে, যেদিন থেকে মায়েরা অফিসের কাজে নেমেছে, সেদিন থেকে ববির মতন মেযেদের এই দুরবস্থা!

শিবাজী : হর হর মহাদেব! হয়ে যাক যুদ্ধ...ভেঙে ফেল ঐ সব অফিস...চূর্ণ করে ধুলিসাৎ করে দাও সব অফিস! পাহাড় থেকে আমি এক্ষুনি লোক নিয়ে আসছি!

বীরবল : আরে মূর্খ, অফিস ভেঙে দিলে, টাকা আসবে কোত্থেকে? আব টাকা যদি না থাকে তাহ'লে ববির এই সব কাপড, খাবার, খেলনা আসবে কি করে? টাকা না থাকলে, ওব বাবা মা এই সব কিনবেন কি দিয়ে? তুমি তো জান যে, র‍্যাশন কিনতে গেলেও টাকা লাগে! র‍্যাশন না এলে ববি খাবে কি?

আকবর : কিন্তু আমার প্রশ্ন হল, টাকা ওবা অফিসে বাখে কেন? ...খুব অন্যায়। সব্বাইকে জানিযে দাও যে এবার থেকে টাকা থাকবে র‍্যাশনেব চালে! আমি তার ব্যবস্থা কবব! (ঘোড়া চিহি ডাক ছেড়ে হাসতে শুরু কবে) এই ঘোড়া, হাসছ কেন?

ঘোড়া : র‍্যাশনে টাকা পেলে লোক করবে কি জানো? খিচুড়ি বানিয়ে খেয়ে ফেলবে আর না হয় চায়ে মিলিয়ে চুমুক দেবে!

মিকী : না, না, জাঁহাপনা...ঐ কাজটা করবেন না! র‍্যাশনের সঙ্গে টাকা মেলাবেন না! দয়া করুন জাঁহাপনা, আমার কথা একটু ভাবুন! ঐ র‍্যাশনের সঙ্গে খুচরো টাকা পয়সা আমার পেটে যদি যায়। আমি চললেই আওয়াজ হবে, বেড়াল জানতে পারবে আব আমায় ধরে পেটে পুরবে। না জাঁহাপনা, আপনার পায়ে পড়ি! এই গবীব ইঁদুর মিকীর কথা একটু ভাবুন!

সার্কাসের মেয়ে : তার চেযে ভাল, টাকাটাকে আকাশে ঝুলিয়ে দিন—মানে, বুঝলেন না, পেঁয়াজ যেমন ভাবে ঝোলায়, তেমনি ভাবে! তাহ'লে লোকে দড়ি বেয়ে ওপরে উঠে যার যখন যতখানি দবকার চট করে নিয়ে আসতে পারবে!

চাঁদ : দাঁড়ান! দাঁড়ান! আপনি কি ভাবছেন সব মা বাবারা আপনার মতন দড়ির ওপর হাঁটায় ওস্তাদ? আর যদি কেউ পা ফসকে নিচে পড়ে, তখন কি হবে? ও চলবে না। তার চেয়ে আমি বলি, সব টাকাকড়ি জড় করে আমায় দিয়ে দেওয়া হোক। অনেক রাতে যখন সবাই ঘুমিয়ে পড়বে আমি ওপর থেকে অর্থবৃষ্টি করব—সক্কলের ওপব। সমান ভাগে! কেউ কম নয়, কেউ বেশী নয়!

(সং হঠাৎ চিৎকাব কবে কেঁদে উঠল)

আকবর : এই দেখ! তোমার আবার কি হল?

সং : (পাজামার ফিতেটা টেনে) দেখুন আপনি! আমার পাজামাটা কত ছোট!

চাঁদের আলোর দল : তাতে কাঁদবার কি হল? চলতে অসুবিধা হয়? তোমার টাকা আমরাই কুড়িয়ে দেব! কি বলিস ভাই?

সং : থাক, থাক! অত দয়ায় কাজ নেই! রাত্রে কুড়োবে আব সকাল হলেই উধাও হয়ে যাবে! তোমাদের আমি খুব চিনি!

আকবর : সব চুপ! (সবাই চুপ কবল) এই ববি আমাদের!

সবাই : ঠিক। ববি আমাদেব!

সং : আমাদের বন্ধু!

চাঁদের আলোর দল : আমাদের সাথী!

চাঁদ : আমাব তো ভাগ্নী!

শিবাজী : হর হর মহাদেব! ও আমার ছোট সর্দার! অশ্বাবোহী বীরাঙ্গনা!

চাঁদ : (নিজেব আলোব দলকে) এস সবাই, একে আমাদের দেশে নিয়ে যাই!

আকবর : আমি তো ঠিক করেছি ওকে দিল্লী নিয়ে যাব।

শিবাজী : আমি ওকে আমাব একটা দুর্গই দিয়ে দেব।

ঘোড়া : আমি ওকে আমার পিঠে চড়িয়ে বিশ্ব ভ্রমণ করিয়ে আনব!

সং : আমি ওকে সারা দিন বাত খালি হাসাবো!

সার্কাসের মেয়ে : আমি ওকে অনেক ওপরে নিয়ে যাব আর ব্যাঙের তালে তালে দুজনে দোল খাব! (সবাই চিৎকার শুরু কবল 'আমি নিয়ে যাব' 'আমি নিয়ে যাব'!)

ববি : (ঘুম থেকে উঠে চোখ পিটপিট কবে) শ্...শ্...শ্ (সবাই চুপ করল) দেখছ না আমি ঘুমোচ্ছি? তোমাদের জ্বালায় কি এক মিনিটও ঘুমোবার উপায় নেই! (আবাব শুয়ে, ঘুমিয়ে পড়ল)

সং : শ্‌...শ্‌...ঘুমোচ্ছে। সব চুপ! (বলাব পবই সজোবে হেঁচে ফেলল। সবাই ওব দিকে তাকাতেই মূক অভিনয় কবে বোঝাতে চাইল যে দোষটা ওব নয়, ওব নাকেব)

সার্কাসের মেয়ে : সত্যিই ববি ঘুমোচ্ছে!

আকবর : তাহ'লে কি ঠিক হল? কে ওকে নেবে? বীরবল...তুমি তো বিচক্ষণ লোক। তুমিই বল কে ওকে নেবে!

বীরবল : (মাথা চুলকে) বলি তাহ'লে। ঝগডা ঝাঁটি আমাব মোটেই পছন্দ নয়। আমাদের উচিৎ মিলে মিশে ওকে সমান ভাগে ভাগ করে নেওয়া!

মিকী ও ঘোড়া : কথাটা ঠিক বলেছ। খাঁটি কথা।

বীরবল : একদম সমান সমান ভাগ। কেউ বেশী নয়, কেউ কম নয়।

সবাই : কি...ই...ই?

বীরবল : (একটু পেছ পা হয়ে) হুঁ! ভাল কথাব কাল নয়। জ্ঞানীব কথা কেউ শোনে না!

শিবাজী : তুমি কি ভাব যে ববি একটা বাজত্ব—যে কেটেকুটে ভাগ হবে?

চাঁদের আলোর দল : না কি নাইলনেব পুতুল?

বীরবল : বেশ বাবা বেশ! তাহলে ঝগডাটা কিসের? ববিই ঠিক করুক ও কোথায় যেতে চায! ও যা বলবে তাই আমবা সবাই মেনে নেব! (ঘোড়াকে) কি হে? কেমন বলেছি? কে বলে আমি জ্ঞানী নই!

চাঁদ : কিন্তু ও যে ঘুমোচ্ছে!

ঘোড়া : আরে গণ্ডমূর্খ, ও ঘুমোচ্ছে বলেই তো আমরা সবাই এখানে আছি। ও জেগে থাকলে আমি ঘোডা হয়ে কি মানুষের মতন কথা বলতে পারতাম? না, তুমি পারতে? ও ঘুমিয়ে আছে, এখনই জিজ্ঞেস করে ব্যাপারটা সেরে ফেল!

মিকী : ঠিক। লাখ কথার এক কথা! (ও ববিব দিকে এগিযে মাথা নিচু কবে) ববি...তুমি কোথায় থাকতে চাও? (ববিব কণ্ঠস্বব নকল কবে) মিকীব কাছে। ...(এবাব নিজেব স্বাভাবিক কণ্ঠে) ঐ...শুনলে তো সবাই। ও আমার কাছে থাকতে চায়... মিকীর কাছে! আমি বলছি না। ওই তো বলল। তোমরা তো সব্বাই শুনলে...আমি বেড়ালেব দিব্যি দিয়ে বল...

শিবাজী : হব হর মহাদেব! এই মিকীটি একটি মস্ত শযতান...

আকবর : পাক্কা ধডিবাজ!...ভাগ এখান থেকে। আমি জিজ্ঞেস কবছি...

ববি : (উঠে বসল। চোখ বন্ধ)

থাকবো কোথায় ? শোন।
বাঁধন হাবা স্বাধীন মনের
ভাবনা তো নেই কোন।
জাযগা অনেক আছে
চায় না যেতে কেউ
হাজাব দেশে নেচে বেডায
নীল সাগবেব ঢেউ।

(সকলে মিলে তালে তালে হাততালি দেয)

তাবই সঙ্গে আমি
যেতেও পাবি ভেসে
নাচ ও গানেব ছন্দ ভবা
স্বপন পরীব দেশে।

থাকতে পাবি আমি
বকুল গাছেব শাখায
ইচ্ছে হলে উডতে পাবি
প্রজাপতিব পাখায।

শুয়ে থাকতে পাবি,
ইচ্ছে আমাব হলে,
ছোট্ট শিশু হযে
শূন্য মাযেব কোলে।

(সবাই তালে তালে হাততালি দেয, বা শেষ লাইনটা আবাব বলে)

হারিয়ে যেতেও পারি,
শিশির ভেজা পাতায়,
ছন্দ হয়ে থাকতে পারি
কবির কোন খাতায।

আবার যদি চাই
যেতেও পারি দূরে
পাগলা হাওয়ার পালকি চড়ে
মেঠো বাঁশীর সুরে।

এমনি করে এদিক ওদিক
বিশ্ব দেখা হলে
হারিয়ে যাব শূন্যে আমি
শিশুর কোলাহলে।

(হঠাৎ অন্ধকার ঘনিযে আসে। বুদ্বুদেব শব্দ আব সঙ্গে সঙ্গে সবুজ আলোয মঞ্চ ভরে ওঠে। ববি একইভাবে বসে থাকে চোখ বন্ধ কবে)

ববি : (একই সুরে কিন্তু উঁচু গলায)ইনি মিনি টিনি গো, যাকে পাবি তাকে ছোঁ! আগডুম বাগডুম ঘোড়াডুম সাজে...

(দুটি পবী মঞ্চে প্রবেশ কবে ববিব পাশে দাঁডায)

পরী ১ : এই...এটা কে?

পরী ২ : বুঝতে পারছি না রে! চেনা শোনা কেউ নয়!

পরী ৩ : (প্রবেশ কবে) নোতুন নোতুন ঠেকছে!

(তিন পবী সংশয় দৃষ্টিতে তাকায। অন্যান্য পবীবা মঞ্চে প্রবেশ করে)

পরী ১ : এই...তুমি কে?

পরী ২ : চোখ বুঁজে আছ কেন?

পরী ৩ : এখানে এলে কি করে?

পরী ৪ : নাম কি তোমার?

পরী ৫ : (সবাইকে সবিযে দিযে) সবে যা, সব সরে যা, ভয় পেয়ে যাবে। (ওব কাছে গিযে) তোমার নাম কি ভাই?

ববি : (চোখ খুলে, অবাক হযে তাকিযে) ববি।

পরী ৫ : ববি...

(পরীরা হেসে ওঠে)

ববি : এতে এত হাসির কি আছে?

পরী ১ : ব-বি! এটা আবার কি ধবণেব নাম? ব-বি!

পরী ২ : আমার নাম রাধা!

পরী ৩ : আমি হলাম বিন্দু!

পরী ৪ : আমার নাম শল্মা! সবাই ডাকে চুমকি!

পরী ৫ : আমায় ডাকে কণা! তাই না রে হেনা?

(পবী ১ মাথা নাড়ে)

পরী ২ : ববি! কি বোকা বোকা নাম!

পরী ৫ : ব-অ-বী-ই!

পরী ৪ : ই...ই...ই!

পরী ৩ : ছি:! এও আবার একটা নাম নাকি?

ববি : (উঠে দাঁড়িয়ে) তুমি নিজেকে ভাব কি?

পরী ১ : (অন্যান্য পরীদের) ওকে আর ক্ষ্যাপাস্‌নি বাপু। এক্ষুনি কেঁদে ফেলবে!

পরী ২ : নাম যাই হক! মেয়েটা ভাল!

পরী ৩ : বড্ড নাক-উঁচু!

পরী ৪ : ওর তো নয় নাক-উঁচু; নিজের দাঁতগুলো কি?

পরী ১ : থাম, থাম ভাই! ঝগড়া না করে আয়, আমরা বন্ধুত্ব করি!

সব পরী : হ্যাঁ! সেই ভাল!

(পরীবা সব দল কবে ওব কাছে এগিয়ে গেল নিঃশব্দে। ওদের হাবেভাবে বোঝা গেল যে বন্ধুত্ব কবতে চায। খুশীতে ববিব চোখমুখও ঝলমল কবে উঠল)

ববি : ওগুলো কি তোমাদের সত্যিকারের পাখা?

পরী ১ : হ্যাঁ ভাই! নাইলন দিয়ে তৈরী।

ববি : কি সুন্দর! এই পাখা দিয়ে কী কর?

পরী ২ : কি আবার করি! কিচ্ছু না। আমাদের পরীর দেশে এটা হল ফ্যাশন!

পরী ৩ : দেখছ না? কাপড়ের সঙ্গে রং ম্যাচ করা!

পরী ৪ : নাচের সময় খুব সুবিধে। নতুন কবে তৈরী করাতে হয় না!

ববি : সত্যি! আমারও যদি থাকত!

পরী ৫ : (হেসে) এই তো, আছে তো! দেখবে? (ববিব পেছনে গিয়ে ও নিজেব পাখা মেলে ধবে।)

ববি : (পবখ কবে) বাঃ! কি সুন্দর!

পরী ৪ : আমাদের দেশে এলে তুমিও পেয়ে যাবে!

ববি : (হাততালি দিয়ে) সত্যি পাব? আমার ডানা হবে? (আনন্দে উঠে দাঁড়িযে নাচতে নাচতে হঠাৎ থেমে গিযে) মা! মাগো! (হতাশ হযে আবাব বসে পড়ল।)

সব পরীরা : (ফিসফিস কবে) কি হল বল তো? কি যেন বলল? ওর কি ওর মার কথা মনে পড়ে গেল?

পরী ১ : (ববিব কাছে গিযে) ববি, এস আমাদের সঙ্গে খেলবে এস!

পরী ২ : চল না! আমাদের দেশে বেড়িয়ে আসবে!

পরী ৩ : মুক্তোর বাগান দেখবে!

পরী ৪ : (একই সুবে) মনি মানিক্যের পাহাড়!

পরী ১ : বাতাসের ঝর্ণা!

পরী ২ : হীরা ফলের গাছ!

পরী ৩ : ঝিনুকের ভেতরে ছোট্ট ইস্কুল! সারা দিন রাত ছুটি।

ববি: চাই না! চাই না! ও সব আমার কিচ্ছু চাই না! আমার মা বাবা কোথায়? আমার মা বাবাকে চাই! আমি তোমাদের দেশে থাকতে চাই না!

সব পরী: তা কি হয়? আমাদের দেশে একবার যে আসে সে আর যেতেই পারে না!

ববি: আমি কিছুতেই থাকব না! আমি যাব। ছেড়ে দাও, আমায় ছেড়ে দাও।

(পরীরা ওকে ঘিরে ধরে আটকাবার চেষ্টা করে। তাবই মধ্যে মঞ্চ অন্ধকাব হয়ে যায়। বুদ্বুদের শব্দ হয়, তাবপর আলোয দেখা যাব মঞ্চ শূন্য। ববি ঘুমিয়ে আছে। দবজার বেল বাজে—বাব বার। বাইবের কণ্ঠস্বর যেন স্পষ্ট শোনা যায)

বাবার কণ্ঠস্বর: ববি বোধ হয় ঘুমিয়ে পড়েছে, না?

মার কণ্ঠস্বর: নিশ্চয়। বেচারা। হয়ত ক্ষিদেতে ছটফট করতে করতে ঘুমিযেছে! ছবি দেখতে যাওয়া আমাদের উচিৎ হয়নি!

বাবার কণ্ঠ: তোমার কাছে তো চাবি আছে।

মার কণ্ঠ: ছাতাটা ধর, ব্যাগটা খুঁজতে হবে!

ববি: (জেগে উঠে, ঠোঁটে আঙুল বেখে) স...স...কেউ বলে দেবেন না যেন যে আমি জেগে গেছি। তাহ'লেই সব পণ্ড। জেগে আছি দেখলেই আমার কথা না ভেবে আপন আপন খুঁটিনাটি কাজে মন দেবেন। মাব পাশে শুতে আমি দারুণ ভালবাসি—আর বাবার পিঠে চড়তে! দারুণ মজা!...চাবি খুঁজে, দরজার তালাটা খুলে এক্ষুণি এসে পডলেন বলে। আমি বাবা শুয়ে শুয়ে ঘুমের ভান করি।...মা এসেই কপালে চুমু খেযে ঘুম থেকে তুলবে! বাবা আদর করে বলবে, 'এই আমার সোনা ববিযা!' যা কিছু কিনে এনেছেন আমার জন্যে, সব বাব কবে দেখাবেন তারপব মা আমায় খাইয়ে দেবেন আদর করে।...তারপর মার পাশে শুয়ে...এক ঘুম। এখনকার মতন নয়...সত্যি সত্যি ঘুম (শুযে পডে ঘুমেব ভান করবে—তারপর একটা চোখ একটুখানি খুলে দর্শকদেব হাত নেড়ে:) টা টা...বাই বাই...গুড নাইট...

যবনিকা

ছবি : মৃণাল মিত্র

পোষাক

বীববল
আকবব

শিবাজী

ঘুড়ি

ইন্দোনেশিয়া

ঘুড়ি

হরজনো উইর্য্যোসয়েতৃষ্ণ

● চরিত্রলিপি

আগুস	এক দুষ্টু ছেলে
জয়	আর এক দুষ্টু ছেলে
লাল ঘুড়ি	একটি ঘুড়ি } মেয়ে হলে ভাল
সাদা ঘুড়ি	একটি ঘুড়ি } মেয়ে হলে ভাল
প্রথম শিশুর দল	
দ্বিতীয় শিশুর দল	
দুটি লড়ুয়ে মোরগ	(ছেলে)
দুটি জোনাকী	(মেয়ে)
বাস	(মেয়ে এবং ছেলে মেলানো)

(মঞ্চ খালি। কেউ নেই। গোটা কয়েক কাঠেব ছোট ছোট বাক্স এখানে ওখানে বাখা আছে,যেগুলো দবকাব মত বসাব কাজে ব্যবহাব কবা যায। বাইবে থেকে শিশুদেব কোলাহল শোনা যাচ্ছে)

ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের গান: আয় রে সবাই আয়

আকাশ ভরা ঘুড়ির খেলা দেখবি যদি আয়।

নীল আকাশে রঙের মেলা

সুতো বাঁধা পাখীব খেলা

হাতের টানে ঘুরছে লাটাই সামলে রাখা দায়।।

(আস্তে আস্তে গান মিলিযে গেল! মঞ্চে প্রবেশ কবল আগুস আব জয। অভিনযেব অঙ্গভঙ্গিতে বোঝা যাচ্ছে যে ওবা ঘুড়ি ওড়াচ্ছে)

জয়: ধ্যাৎ! একটুও হাওযা নেই! আয দৌড়োই,তাহলেই ঘুডি উডবে!

আগুস: ঠিক বলেছিস্। আয!

(সুতো ধবে টানাব ভঙ্গিতে ছোটাছুটি কবতে কবতে ওবা মঞ্চ থেকে বেবিযে যাওযাব আগে গানেব সুব ভেসে ওঠে এবং ওবা বেবিযে যাওযাব সঙ্গে সঙ্গে, গান গাইতে গাইতে মঞ্চে প্রবেশ কবে, লাল আব সাদা ঘুড়ি।)

লাল আর সাদা ঘুড়ি: আমরা দুজনে ঘুডি (রে ভাই)

আমরা দুজন ঘুড়ি।

নীল পরীদের দেশে

(আমরা) বেড়াই ভেসে ভেসে

মিষ্টি বাতাস লাগলে গাযে

আনন্দেতে উডি।

লাল ঘুড়ি: এই, আমরা এত কাছাকাছি হযে গেলাম কি কবে বে?

সাদা ঘুড়ি: আহা,জানে না!...আবে, ওরা আমাদের লড়াই লাগাতে চায! যার সুতো কাটবে সেই হারবে!

লাল ঘুড়ি: এই...শোন...যদি আমাদের দুজনেরই সুতো এক সঙ্গে কাটে, তাহলে কি হয়?

সাদা ঘুড়ি: খুব মজা হবে! কিন্তু, কি করে?

লাল ঘুড়ি: বাতাসকে বলি জোবে বইতে—তাহলেই আমাদের লাগবে ধাক্কা—আব আমাদের দুটো সুতোই যাবে এক সঙ্গে ছিঁডে! কি বলিস্?

সাদা ঘুড়ি: আয়, দেখি কি হয়!

(দুজনে হাঁটু গেড়ে আব হাতজোড কবে বসে পডল প্রার্থনা কবতে)

সাদা আর লাল ঘুড়ি: বাতাস ভাই, বাতাস ভাই তুফান তোল ভাবি
আমরা যাতে একসঙ্গে কাটতে বাঁধন পাবি!
মুক্ত হয়ে আমরা যাব যেথায় মেঘের সাবি,
বাতাস ভাই, বাতাস ভাই তুফান তোল ভারি।।

(বাইবে থেকে আবাব 'আয বে সবাই আয... গানেব বেশ ভেসে এল। আগুস আব জয ঢুকল মঞ্চে ঘুড়ি ওড়াবাব মূক অভিনয কবতে কবতে। ওবা আসতেই লাল আব সাদা ঘুড়ি সবে দাঁড়াল এক ধাবে)

সাদা আর লাল ঘুড়ি: আরে থামো থামো। আর সুতো টেনো না! আমবা এখন মুক্ত! কোন একদিন হয়ত' আবাব দেখা হবে! চললাম!...আমবা যাব ভেসে/ মিষ্টি বাতাস গাযে নিযে/ নীল পরীদের দেশে!!...

(দুই ঘড়ি মঞ্চ থেকে নাচতে নাচতে বেবিযে গেল। আগুস এবং জয বুঝল তাদেব ঘুডি কেটে গেছে)

আগুস এবং জয়: ঐ দেখ...আমার সুতো কেটে গেল...সুতো কেটে গেল...আমারও সুতো কেটে গেছে...

(দুজন ঘুড়ি ধবাব ভান কবে, এদিক ওদিক ঘুবে মঞ্চ থেকে বেবিযে গেল আব সঙ্গে সঙ্গে অন্যদিক দিযে মঞ্চে প্রবেশ কবল দুই ঘুড়ি—লাল ও সাদা)

লাল ও সাদা ঘুড়ি: ছিলাম বাঁধা ঘুডি
আজ হয়েছি মুক্ত মোরা
ইচ্ছে মতন উডি।।

(ওবা দুজন ঘুবে ঘুবে গাইতে লাগল)

লাল ঘুড়ি: আনন্দেতে ভেসে ভেসে
যাব মোরা নানান দেশে...

সাদা ঘুড়ি: কি কি দেখব?

লাল ঘুড়ি: কত কি যে দেখব! ধানের ক্ষেত, পাহাড, নদী, হাট, বাজার, দেখব হাতি, জু গার্ডেন, দেখব শিশুদেব মেলা...

সাদা ঘুড়ি: ছোট বড দোকান পাট, ইস্কুল...আবও কত কি! কখন যাব?

লাল ঘুড়ি : কেন? এক্ষুনি!

(ওবা দুজন গান ধবল)

আনন্দেতে ভেসে ভেসে
যেতেও পাবি চাঁদেব দেশে
যেথায আছে গল্পে শোনা
চবকা কাটা বুড়ী...(আমরা) ছিলাম বাঁধা ঘুড়ি...

(ওবা দুজন বেবিযে গেল। প্রবেশ কবল দুদিক থেকে দুই শিশুদেব দল)

প্রথম দল একসঙ্গে : দ্রুম দ্রাদুম দ্রুম/চিৎকাবেতে চিরবে আকাশ/ ভাঙবে সবার ঘুম/ দ্রুম দ্রাদুম দ্রুম।

দ্বিতীয় দল : ধিন্ তেরে কেটে তাক্/ লাগলে লডাই এক ঘুঁষিতে/ ফাটিযে দেব নাক/ ধিন তেবে কেটে তাক্।

প্রথম দল : তা বাবুদের যাওযা হচ্ছে কোথায়?

দ্বিতীয় দল : তেকোণা মাঠে।

প্রথম দল : কি? তেকোণা মাঠে? হঠাৎ, কি ব্যাপাব?

দ্বিতীয় দল : ফুটবল খেলব।

প্রথম দল : কেটে পড। চলবে না। ওটা আমাদের মাঠ। আমরা আগে দেখেছি।

দ্বিতীয় দল : বাদ দাও ভাযা। ওটা কাবো কেনা নয। সকলেব মাঠ।

প্রথম দল : না। ওটা আমাদেব!...অন্য কোথাও যাও।

দ্বিতীয় দল : আছে কোথায যে যাব?...এক সঙ্গেই তাহলে খেলা যাক!

প্রথম দল : চলবে না, কেটে পড়। ওটা আমাদেব মাঠ।

দ্বিতীয় দল : (এগিযে এসে) আমাদেবও!

প্রথম দল : ঝগডা বাঁধাতে চাও?

দ্বিতীয় দল : বাধ্য হযে!

প্রথম দল : হয়ে যাক। চলে এস। এস।

দ্বিতীয় দল : একজন একজন কবে, না একসঙ্গে?

প্রথম দল : দু দলে—একসঙ্গে!

(দুই দলই আস্তিন গুটিযে মাবামাবি কবতে তৈবী। কিন্তু ঐ পর্যন্তই। কোন দলই সাহস কবে এগোচ্ছে না। কেবল অঙ্গভঙ্গি কবে হুমকি দিচ্ছে। হঠাৎ দুই ঘুড়ি এসে উপস্থিত)

লাল আর সাদা ঘুড়ি : আমরা দুজন ঘুড়ি
(মোদের) বাঁধন গেছে টুটে
তাই না দেখে ছেলের দল
ভাবছে নেবে লুটে।
বাতাস পেলেই আমরা দুজন
এদিক ওদিক উড়ি।।

(ওদের দেখেই ছেলেদেব দল ঝগড়া ভুলে, ওদেব ধবতে গেল—কাটা ঘুড়ি ধবাব ভঙ্গিমায়। কিছু এদিক ওদিক ছোটাছুটিব পব ঘুড়ি দুজন চলে গেল—নাচতে নাচতে আব ওদেব ধাওযা কবে গেল ছেলেদের দুটো দল। তখন, এদিক থেকে প্রবেশ কবল আব-এক দল—বাসেব ভঙ্গিমায। ওদিক থেকে এক দল ঘুড়ি ধবাব ভঙ্গিমায়, আকাশেব দিকে তাকিযে)

বাস : হেই...হং...হং...হং! বাস্তায় সব ছুটছে আকাশের দিকে তাকিযে। আর একটু হলেই বাসের তলায় পড়ে চিঁড়ে চেপ্টা হযে যেতে!

ছেলেরা : চেঁচিও না। আমরা ঘুড়ি ধরছি!

বাস : ঘুড়ি? কোনদিকে গেল?

ছেলেরা : উত্তবে! তুমি এসে বাধা না দিলে কবে ধবে ফেলতাম!

বাস : ভাগ্য ভাল তাই বেঁচে গেলে! না হলে ঐ ঘুড়িব জন্য প্রাণ যেত। সাবধান হও, বুঝেছ?

ছেলেরা : থাক! থাক! আব জ্ঞান দিও না বাস ভায়া...নিজেব বাস্তা দেখ...

বাস : ঠিক সময় ব্রেক কষে বাঁচিযে দিলাম কি না—তাই কথাব তুবড়ি ছুটছে!

ছেলেরা : আচ্ছা বাবা আচ্ছা...ঐ যে ঘুড়ি দুটো...চ...চ...চ...

(ছেলেদেব দল ঘুড়ি ধবাব ভান কবে মঞ্চ থেকে বেবিযে গেল। বাস দাঁড়িযেই বইল মঞ্চে)

বাস : দেখলেন তো ব্যাপারটা, দেখলেন? ঘুড়িব পেছন ছুটছে গাডী ঘোড়ার খেয়াল নেই! ভাল কথা বললাম তো বলল কি না জ্ঞান দিও না! হুম্!

(বাস চলাব আব হর্ণ বাজানোব ভঙ্গিমায এদিক ওদিক ঘুবে, বাস মঞ্চ থেকে বেরিযে গেল। প্রবেশ কবল দুই ঘুড়ি)

লাল ও সাদা ঘুড়ি : আনন্দেতে ভেসে ভেসে
এবার যাব চাঁদের দেশে

যেথায় আছে গল্পে শোনা

চরকা কাটা বুড়ী...

লাল ঘুড়ি : কি রে সাদা ভাই...আরও উড়বি?

সাদা ঘুড়ি : ইচ্ছে তো আছে কিন্তু দেরী হয়ে গেছে। আজ থাক, একটু বিশ্রাম করা যাক। আবার কাল...এই, দেখ...দেখ...ওরা কে রে?

লাল ঘুড়ি : (দেখে নিয়ে) ও...ওরা তো জোনাকী আর লড়ুয়ে মোরগ!

সাদা ঘুড়ি : তাই তো! ঠিক বলেছিস্। এইদিকেই তো আসছে...

(মোরগ আর জোনাকী প্রবেশ করল যথাযথ ভঙ্গিমা অনুকরণ করতে করতে)

লাল ও সাদা ঘুড়ি : এস ভাই এস। কেমন আছ তোমরা?

জোনাকী ও মোরগ : এইই আছি...

লাল ও সাদা ঘুড়ি : তা চলেছ কোথায়?

জোনাকী ও মোরগ : আগুস আর জয়কে খুঁজতে। শুনলাম পরীক্ষায় ফেল করে এক বছর আটকে গেল একই ক্লাসে!

জোনাকী : ফেল করবে না তো কি ?...রোজ রাত্রে আমার আত্মীয় স্বজনদের ধরে ধরে বোতলে পুরে রাখে!

মোরগ : আর সারাদিন সময় পেলেই আমার সঙ্গে আমার বন্ধুদের লড়াই বাঁধিয়ে মজা দেখে!

লাল ও সাদা ঘুড়ি : তা যা বলেছ ভাই! আমাদের নিয়েও কি কম হেনস্তা করে! যখন তখন আকাশে উড়িয়ে কাটাকুটি করে!

জোনাকী ও মোরগ : চল, সবাই মিলে খুঁজি! সবাইকে এক সঙ্গে দেখলে লজ্জায় মাথা নিচু করে হয়ত কেঁদেই ফেলবে!

লাল ও সাদা ঘুড়ি : আজ থাক। কাল সকালে হবে। কি বল?

(ওবা সবাই এদিক ওদিক ঘোবে)

সবাই মিলিতভাবে : লেখা পড়ায় ফাঁকি দিয়ে জব্দ বাছাধন

সবাই মিলে খুঁজব ওদের এই করেছি পণ!

(ওবা মঞ্চ থেকে প্রস্থানেব সঙ্গে সঙ্গেই আগুস এবং জয় প্রবেশ কবল। দেখলেই বোঝা যায়, দুজনেই মনমবা। দুজনেব হাতেই স্কুলেব বিপোর্ট কার্ড। ওবা বসল, মুখে কোন কথা নেই, মাঝে মাঝে কেবল কার্ড উল্‌টে পাল্‌টে দেখছে। মঞ্চে প্রবেশ কবল দুই ঘুড়ি, জোনাকী এবং মোবগ)

দুই ঘুড়ি : কি গো? বাবুদের মুখ ভার কেন? এমন কাঁদো কাঁদো?

আগুস ও জয় : আমরা দুজনেই ফেল করেছি!

দুই ঘুড়ি : একই ক্লাসে রইলে।

আগুস ও জয় : হুঁ।

সবাই মিলে : (পালা করে) মোরগ দিয়ে লড়াই খেলা
জোনাকীদের বন্দী
সকাল বিকেল উড়িয়ে ঘুড়ি
কাটাকাটির ফন্দী!

দুই ঘুড়ি : ফেল হবে না তো কি? সকাল বিকেল পড়ার সময় কৈ? হয় সারাদিন ঘুড়ি ওড়াবে আর না হয় বেচারা এই মোরগদের লড়িয়ে মজা দেখবে আর রাত হলেই বেচারা জোনাকীদেব ধরে ধরে বোতলে পুরবে! আমাদের একটু আদর করে উড়িযে ঐ ভো-কাট্টা না করে খেলতে পারো না?

মোরগ : লেখা পড়া না করে, আমাদের দিয়ে কেবল লড়াই করাও কেন?

জোনাকী : আর আমাদের বোতলে বন্দী করে কি আনন্দ পাও তোমরা?

(আবার ঠাট্টা করে)

সবাই মিলে : ফেল হয়েছ, আমরা খুশী
হয়েছ খুব জব্দ,
মুখের হাসি হারিয়ে গেছে
নেইক, কোন শব্দ।
মন্দ ভালোর নিয়ম দেখ
কেমন ধারা যুক্তি
(এবার) তোমরা কাঁদো পা ছড়িয়ে
আমরা পেলাম মুক্তি!!

(ওবা সবাই বেবিযে গেল নাচতে নাচতে আব আগুস ও জয বসে বইল হতবাক হযে।)

যবনিকা

ছবি : জুলিয়ানি হিদায়

পোষাক

লাল ঘুড়ি
সাদা ঘুডি
ঘুডি
মোরগ
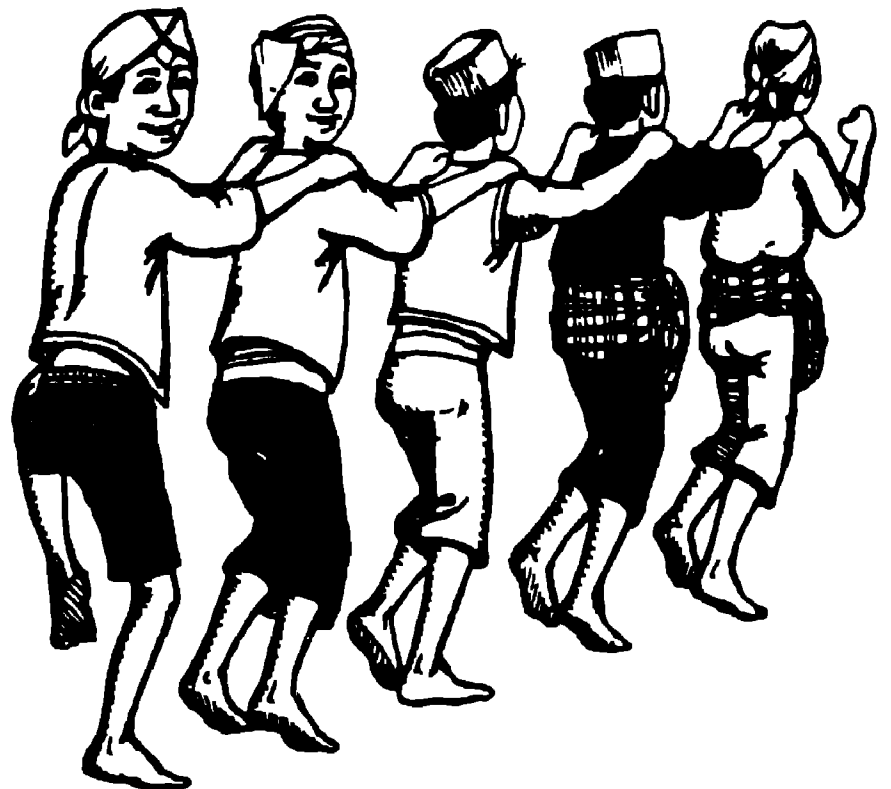
জোনাকী
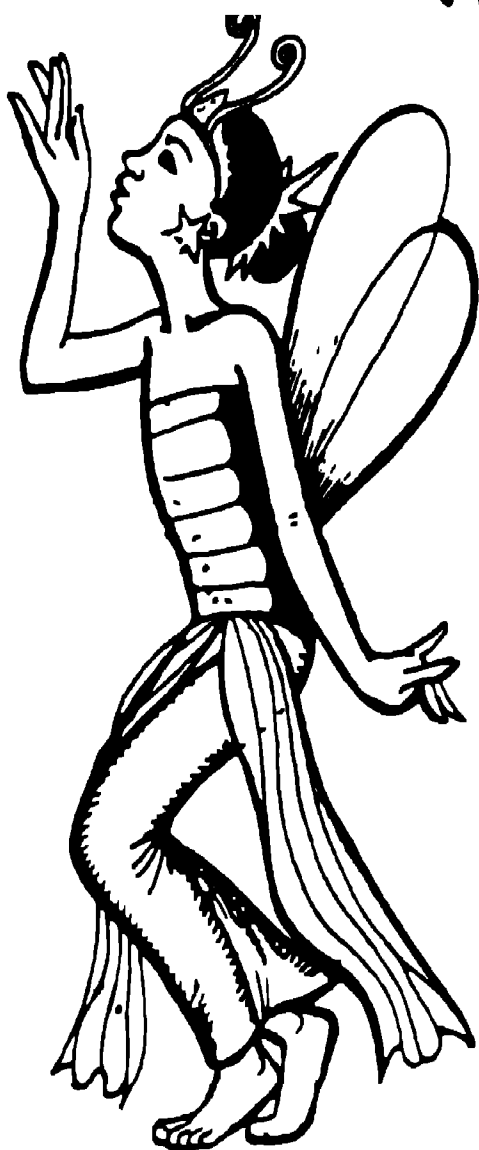
মঞ্চ বিন্যাস
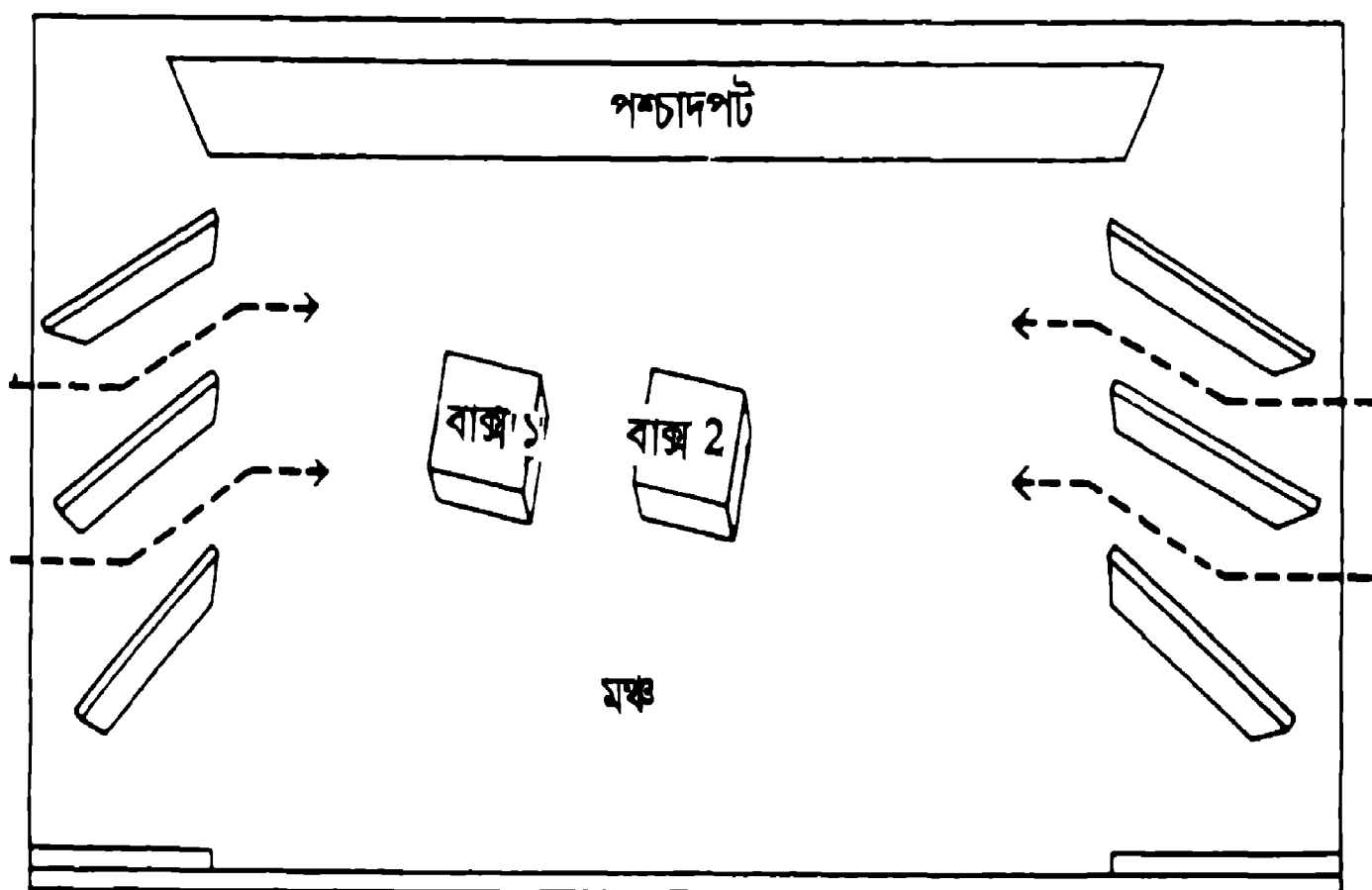
সামনের দিক

যখনকার যা

ইরান

যখনকার যা

বেহ্‌রোজ গরীবপুর

● চরিত্রলিপি

(ছজন অভিনেতা পালা অনুসারে বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করতে পারে)

সূত্রধার	প্রতি দৃশ্যে যে কোন একজন সূত্রধারের ভূমিকায় অভিনয় করতে পারে
ভয়ালপুরের নাগরিক	যাঁরা সবতাতেই ভয় পায়
ব্যঙ্গনগরের বাসিন্দা	যাঁরা সব কিছুই ব্যঙ্গ করে
চণ্ডগ্রামের নাগরিক	যাঁবা সর্বদাই উগ্র, উদ্ধত এবং ক্রুদ্ধ
আনন্দধামের বাসিন্দা	যাঁরা আনন্দমুখর, বুদ্ধিমান, বীর এবং স্থির

(সাধারণ পোষাকেই অভিনেতারা মঞ্চে প্রবেশ করবে। এক সঙ্গে গাইবে)

সকলে: আজব দেশের গল্প কিছু
শোনাই শোন
প্রতিবেশী হলে কি হয়, মিল তাহাদের
নেইক' কোন...শোনাই শোন...

সূত্রধার: (ছজনের যে কোন একজন কয়েক পা এগিয়ে এসে) দেশগুলোর নাম আগে বলি—ভয়ালপুর, ব্যঙ্গনগর, চণ্ডগ্রাম, আনন্দধাম (হাসল)। কে যে এই নাম দিয়েছিল জানি না, তবে শুনে মনে হয়, হয়তো ঠাট্টা করেই রেখেছিল। আর ঠাট্টাই বা বলি কেন, সত্যিও কিছু আছে। ধরুন ভয়ালপুর। ঐ গ্রামবাসীদের বিশ্বাস যে পাশের পাহাড়ের এক গুহায় এক-শৃঙ্গী দানব থাকে। এই ধারণা যে ওদের কেন হল কেউই জানে না, কিন্তু মুখে মুখে কথাটা এমন ছড়াল যে লোকেরা ঐ দানবের ভয়ে অস্থির আর তাই থেকে গ্রামের নামই হয়ে গেল ভয়ালপুর। এই গ্রামের মোড়ল আবার, যাকে বলে, সবজান্তা...

(সূত্রধার পেছিয়ে গিয়ে আবার দলে যোগ দিল। এবার সবাই ভয়ালপুরের জন্য নির্দ্ধারিত মুখোশ পরে নিয়ে মোড়লকে ঘিরে ধরল। মোড়লের সামনে মস্ত একটা হুঁকো! দেখে যেন মনে হয় নানান কথার মাঝখানে কেউ বলল:)

গ্রামবাসী ১: তা ঠিক কথা! আমাদের মোড়লমশাই রীতিমতন দার্শনিক!

গ্রামবাসী ২: দার্শনিক বলে দার্শনিক—এ তল্লাটে দোসর পাবে না, বুঝেছ? ধারে কাছের চারটে গ্রামে তো পাবেই না—সারা দেশে আছে কি না সন্দেহ!

মোড়ল: কে হে অর্বাচীন—ধারে কাছের দার্শনিকদের সঙ্গে আমার তুলনা করছ? তোমরা জান, কি বলে ঐ তোমাদের আনন্দধামের গুরুমশাই, বুদ্ধিমান বলে যিনি বিখ্যাত...আমি তাঁকে কম করে ষাটবার...না, না, পঞ্চাশ বার...হতে পারে তার চেয়ে অনেক বেশী...কুড়িবার...তর্কে পরাস্ত করার কথা ভেবেছিলাম...তর্কে হারিয়ে হাসতে হাসতে গাঁয়ে ফিরে আসব...

সবাই: (আশ্চর্য হয়ে) সত্যি মোড়লমশাই, সত্যি?

মোড়ল: তবে আর বলছি কি?...তবে তা এখনও হয়ে ওঠেনি সেটা আলাদা কথা!

(সবাই হেসে উঠল)

গ্রামবাসী ৩ : (আগ্রহ সহকাবে) যাক্ গে, মোড়লমশাই -এবাব একটা ধাঁধা বলুন!

মোড়ল : (ভেবে এবং ভঙ্গি কবে) আচ্ছা, বল তো—এমন কিছু, যাতে সব কিছু ধবে!

(সবাই মাথা চুলকে ভাবতে শুক কবল)

গ্রামবাসী ৪ : হাঁড়ি...মোড়লমশাই...হাঁড়ি...

মোড়ল : না!

গ্রামবাসী ৩ : তাহ'লে হাত। হাতে তো সবই ধবে!

গ্রামবাসী ১ : আরে ধ্যাৎ...মোড়লমশাই...কাক! (সবাই হেসে উঠল)

গ্রামবাসী ৩ : তাহ'লে সূর্য!

গ্রামবাসী ৪ : না! না!...জল...

মোড়ল : (বিদ্রূপ কবে মাথা নাড়েন)

গ্রামবাসী ৫ : ঝর্ণা!

গ্রামবাসী ৪ : নদী!!

গ্রামবাসী ৫ : সমুদ্দুর!!!
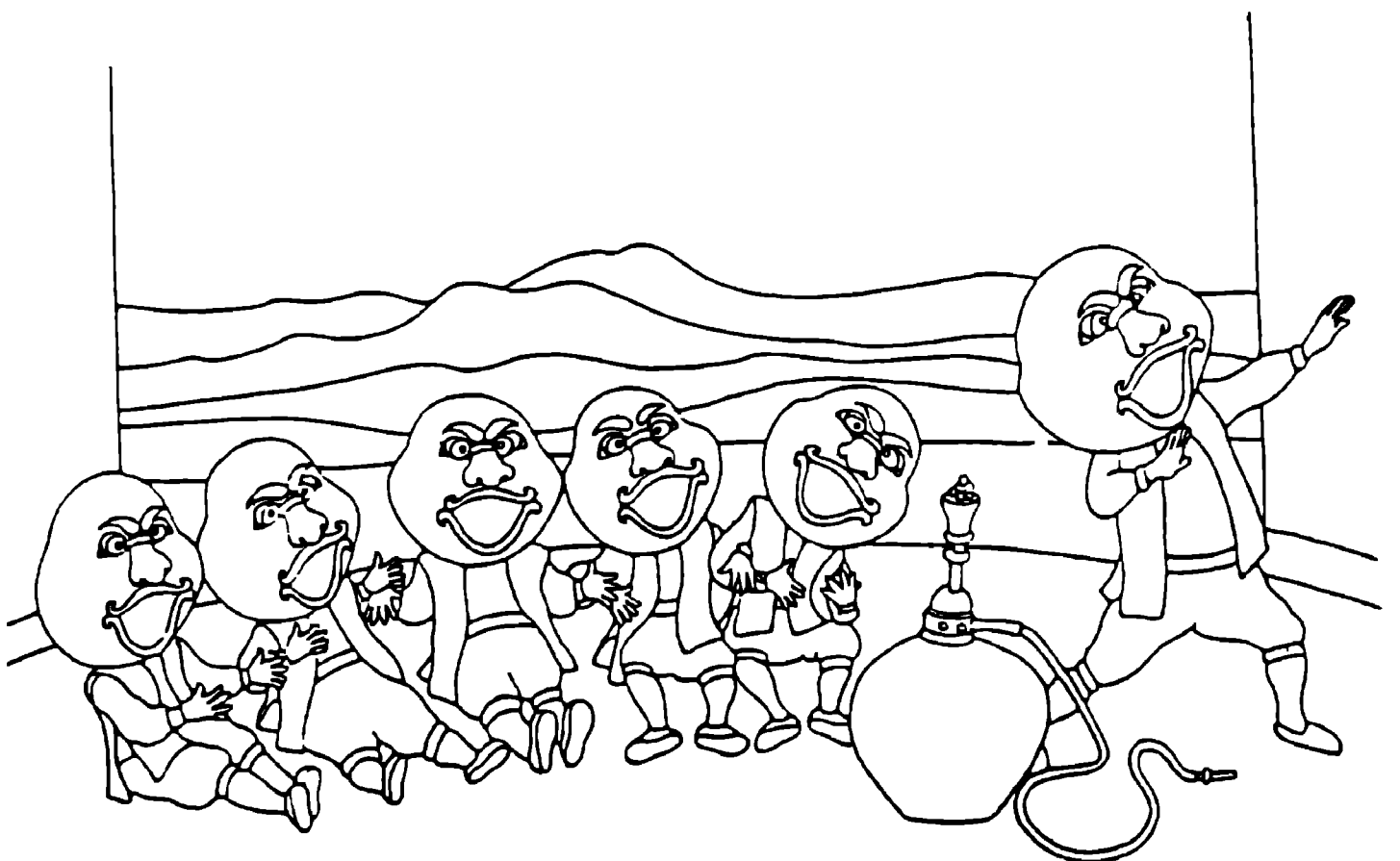
মোড়ল: না! না! না! না!

গ্রামবাসী ১: (উত্তেজনায় লাফিয়ে উঠে, চেঁচিয়ে) ঝড়! ঝড়!!

(অন্যরা ওকে বিদ্রূপ করে হাসাহাসি করে)

মোড়ল: (উদ্ধত ভাবে) না!! না!! না!!!

(সবাই মর্মাহত হয়ে আপন আপন জায়গায় বসে পড়ে)

সবাই: কি প্রশ্ন! কি অদ্ভুত প্রশ্ন...আমাদের কারো বুদ্ধিতে কুলোল না! হেরে গেলাম! মোড়লমশাই, উত্তরটা আপনিই বলে দিন। ও আমাদের কম্মো নয়!

মোড়ল: (হুঁকোয় টান দিয়ে এবং গর্ব ভরে) শোন তবে... আয়না ...বুঝেছ?...আয়না...!

সবাই: (আশ্চর্য এবং অভিভূত হয়ে) বলিহারী মোড়লমশাই। বা, ভাই বাঃ!

(সূত্রধার নিজের মুখোশ খুলে, দর্শকদের দিকে এগিয়ে এসে)

সূত্রধার: বুঝতেই পারছেন, যেমনি গাঁ তার তেমনি মোড়ল। দার্শনিকই বলুন আর যাইই বলুন মোড়লমশায়ের ধাঁধার উত্তর 'আয়না' মোটেই নয়। উত্তর হল 'কলম'। কালি, কলম, কাগজ এসব তো এরা কিছুই জানে না—তাই কলমের মর্মও বোঝে না। এরা বোঝেই না যে কলমে সবই ধরা যায়, এমন কি এই গ্রামবাসী আর ঐ মোড়লকেও!

(সূত্রধার আবার দলে যোগ দিয়ে মুখোশ পরে নিল)

গ্রামবাসী ৪: আচ্ছা মোড়লমশাই এবার আর একটা বলুন!

মোড়ল: (সবাইকে কাছে এগিয়ে আসতে ইশারা করে) আচ্ছা, দেখা যাক...কে বলতে পাবে সেই জিনিষের নাম যাতে—মানে সেটা...

(ইতিমধ্যে, ঐ কথার মাঝখানেই—এবার অন্য একজন গ্রামবাসী মুখোশ খুলে দর্শকদের দিকে এগিয়ে এসে বলে)

সূত্রধার: মাঝে মাঝে যখন কোন প্রশ্ন ওঠে, আমাদের মোড়লমশাই কোন কিছু তর্ক, যুক্তি, শলা, পরামর্শ না করে একেবারে সোজাসুজি সমাধান খুঁজে বেড়ান—কারণ —আগেই বলেছি, উনি হলেন এই গাঁয়ের প্রথম সবজান্তা! এই ধরুন...একদিন...এই শান্তশিষ্ট গ্রামে, প্রচণ্ড এক শব্দের ফলে তুমুল গণ্ডগোল শুরু হল...

(সূত্রধার পিছিয়ে গিয়ে, মুখোশ পরে আবাব দলভুক্ত হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে বাইরে থেকে প্রচণ্ড ঝড়, বাতাস এবং অন্যান্য শব্দ শোনা গেল আর মঞ্চের গ্রামবাসীবা ভয়ে তটস্থ হযে উঠল।)

গ্রামবাসী ১ : মোড়লমশাই...মোড়লমশাই...ও...ও...ওটা কিসের শব্দ...

মোড়ল : আমার মনে হয় মেদিনী ক্রোধান্বিত! অর্থাৎ, পৃথিবী রেগেছে!

(সবাই কান পেতে শোনে)

গ্রামবাসী ৫ : (সভয়ে) কে...কে...কেন মোড়লমশাই...কে...কেন রাগ করেছে?

মোড়ল : কেন? তাইত'! কেন??...ঠিক বুঝতে পারছি না!!

(শব্দ ক্রমেই বেড়ে উঠল। গ্রামবাসীবা ভয়ে আবও তটস্থ হযে কাছাকাছি সবে—মোড়লমশাইও জানেন না—সেই কথাই আওড়াতে লাগল। হঠাৎ ওদেব দৃষ্টি গেল দূর পাহাড়েব দিকে)

সবাই : শব্দটা আসছে ঐ পাহাড় থেকে।

মোড়ল : কোথা থেকে?

সবাই : ঐ পাহাড় থেকে!

মোড়ল : শব্দটা ঐ পাহাড় থেকে আসছে?

সবাই : হ্যাঁ মোড়লমশাই ঐ পাহাড় থেকেই আসছে।

(মূক বধিরের মতন সবাই পাহাড়েব দিকে তাকাল)

গ্রামবাসী ৩ এবং ৪ : শব্দ আসলে, ঐ গুহা থেকেই আসছে।

সবাই : হ্যাঁ...ঠিকই তো। ঐ গুহা থেকেই তো আসছে!

মোড়ল : হুঁ...বুঝেছি (সবাই উৎসুক হযে তাকাল) ঠিকই...গুহা থেকেই আসছে...ঐ এক-শৃঙ্গী দানবের চিৎকার!

সবাই : মোড়লমশাই, কি হবে? কি করব? মোড়লমশাই...

(সবাই সন্ত্রস্ত, উত্তেজিত, ভীত)

মোড়ল : ভয় পেও না, ঘাবড়াবার কিছু নেই, ঐ গুহাটার কোন দরজা নেই বলে শব্দ বেরিয়ে আসছে। কাজেই হয় ঐ গুহার জন্য একটা দরজা তৈরী কর আর না হয় নিজেদের বাড়ীর দরজা খুলে এনে গুহার মুখে লাগিয়ে দাও। সোজা হিসেব!

(গ্রামবাসীরা মঞ্চের এদিক ওদিক ঘুবে, নিজেদেব বাড়ীব দরজা খুলে আনাব মূক অভিনয কবল)

সবাই : এবার কি করব মোড়লমশাই?

মোড়ল : দরজাগুলো পাহাড়ের ওপর নিয়ে যাও!

(সবাই মঞ্চেব এক ধাবে গেল)

সবাই : নিয়ে গেছি। এবার কি করব?

মোড়ল : ঐ তো তখনই বল্লাম। গুহার মুখে লাগিয়ে দাও। (একটু পবে) এবার ফিরে এস। আর কোন ভয় নেই। চুপ করে বোস। দেখবে, শব্দটা আস্তে আস্তে মিলিয়ে যাচ্ছে।

(বাইরেব শব্দ কিছু কম হল। মোড়ল বিজ্ঞেব মতন মাথা নেড়ে হেসে উঠল। সবাই নিশ্চিন্ত মনে আব পবম বিশ্বাসে যখন মোড়লেব দিকে আসছে, শব্দটা প্রচণ্ড জোবে শোনা গেল আব আতঙ্কে গ্রামবাসীবা এদিক ওদিক ছিটকে গেল)

সবাই : ওবে বাবাবে শব্দ যে আরও ভয়ংকর হয়ে উঠল। কি কবি! মোড়লমশাই...বলুন না কি করি...ও মোড়লমশাই...

মোড়ল : (বেগে, চিৎকাব কবে) কেন খামোখা চিৎকাব করছ!! (মুখ ভেংচিয়ে) কি করি...কি কবি...মোড়লমশাই...চুপ করে বোস। আমায় একটু ভাবতে দাও!

(ওবা আপোষে গুঞ্জন শুরু কবল 'কি কবি' 'কি হবে' ইত্যাদি কথায়! মোড়লমশাই উত্যক্ত হযে চিৎকাব কবলেন 'চুপ'। সঙ্গে সঙ্গে সবাই চুপ। মোড়ল তখন উঠে পাযচাবি কবতে শুরু কবলেন)

মোড়ল : হযেছে! হযেছে!! ভেবে নিযেছি। আমবা ওকে জাগিযে দেব!

গ্রামবাসী ৩ এবং ৪ : কি কবে মোড়লমশাই?

মোড়ল : নিয়ে এস...নিযে এস...যা কিছু হাতের কাছে পাবে ...থালা, বাটি, টিন, ক্যানেস্তাব, হাঁড়ি, হাতা, খুন্তি...যা পাবে!

(মোড়ল ছাড়া সবাই ছুটে গিযে নিযে এল নানান বকম ঐ ধবনেব জিনিষ)

মোড়ল : এবাব বাজাও! গাযেব জোবে বাজাও। দানবটাকে ভাল করে বুঝিযে দাও যে আমবাও কিছু কম ঢিট্ নই! প্রমাণ করে দাও যে তোমাদের এই মোড়লের মতন বুদ্ধিমান সারা পৃথিবীতে নেই। বাজাও, আরও জোরে বাজাও! আজ সব কাজ বন্ধ! মাঠে যাওয়া বন্ধ। চাষ বাস বন্ধ। ছেলে মেয়ে বুড়ো বুড়ী সবাই মিলে টিন পেটাও! পাথর দিয়ে পেটাও, লাঠি দিয়ে পেটাও...আকাশ ফাটিয়ে দাও!

(বাজাতে বাজাতে সবাই মঞ্চ থেকে বেবিযে গেল। বইল কেবল সূত্রধার। তার মুখোশ নিযে গেল কোন একজন গ্রামবাসী)

সূত্রধার : আগেই বলেছি যে, চারটি গ্রামই পাশাপাশি। ভয়ালপুরের ঠিক পাশেই হল ব্যঙ্গনগর। ঐ ব্যঙ্গনগরের বাসিন্দারা সব সময় হাসি ঠাট্টায় মশগুল। পরকে নিয়েও হাসে আবার নিজেদের নিয়েও হাসে। লোকে বলে ওরা নাকি সব সময়ই দন্ত বিকশিত! আর এই জন্যই ওদেব ঝগড়া অন্যদের সঙ্গে।

...হ্যাঁ, ভয়ালপুরের এই টিন পেটানো ভয়াল শব্দ খুব সহজেই পৌঁছে গেল পাশের ব্যঙ্গনগরে...দমকা হাওয়াব মতন...

(সূত্রধার প্রস্থান কবল। এবাব নিৰ্দ্ধারিত মুখোশ এবং পোষাক পবে প্রবেশ কবল ব্যঙ্গনগবেব বাসিন্দাবা—একজন, দুজন কবে, এদিক ওদিক থেকে আব বসে পড়ল বিভিন্ন জাযগায। সবাই কিছু না কিছু কাজেব মূক অভিনয কবছে। তবে বেশীব ভাগই এ ওব পেছনে লাগছে এবং হাসাহাসি কবছে। দুজন ঢুকল—কোন কাজে ব্যস্ত মানুষেব মাথায জল ঢালাব অঙ্গ ভঙ্গি কবে। এই সব নানান হাসাহাসিব মধ্যে ভযালপুবেব টিন পেটানোব শব্দ ভেসে আসতেই সব হাসি ঠাট্টা থেমে গেল।)

গ্রামবাসী ১ : কিসের গোলমাল হচ্ছে?

গ্রামবাসী ২ : মনে হচ্ছে বাতাসের শব্দ।

গ্রামবাসী ৩ : না, না, না, জলের শব্দ...

গ্রামবাসী ২ : বাতাসেরও নয় জলেরও নয়।

গ্রামবাসী ৪ : শব্দটা আসছে এই দিক থেকে।

গ্রামবাসী ৩ : না। শব্দটা আসছে ঐ দিক থেকে।

গ্রামবাসী ৫ : না, শব্দ আসছে ঐদিক থেকে।

গ্রামবাসী ২ : শব্দটা জলেরও নয়, বাতাসেরও নয। ওটা এদিক দিয়েও আসছে না, ঐদিক দিয়েও আসছে না। ওটা আসছে ভয়ালপুর থেকে!

(সবাই কান পেতে শুনল)

সবাই : আরে ঠিক তো! ঠিক বলেছ। সত্যিই তো ভয়ালপুর থেকেই আসছে!

গ্রামবাসী ১ : তা তো আসছে কিন্তু ওরা এই বেজায় রকম আওয়াজটা করছে কেন?

গ্রামবাসী ৬ : না, না, ব্যাপারটা যাই হোক আর কারণ জাহান্নমে যাক...আসল কথা হল—এই বীভৎস আওয়াজে আমাদের অসুবিধা হচ্ছে, কাজে ব্যাঘাত ঘটছে!

গ্রামবাসী ৩ : কান পাতো...শুনতে পাবে, ঐ আওয়াজ শুনে আমাদের ছেলে বৌরা কান্না জুড়ে দিয়েছে!

(সবাই হেসে ওঠে)

গ্রামবাসী ১ : আহা, একটু দাঁড়াও না! হয়ত আওয়াজটা এক্ষুনি থেমেই যাবে!

গ্রামবাসী ২ : থেমে যাবে না ছাই। একদম থামবে না। ঐ শোন না। ওটা তো ক্রমশঃ বেড়েই চলেছে!

গ্রামবাসী ৬ : হ্যাঁ। ওদের জানিয়ে দেওয়া দরকাব যে আমরা ভয়ানক বিরক্ত হচ্ছি।

সবাই : ঠিক কথা! হক কথা!

গ্রামবাসী ৪ : চিৎকাব কবে তাহ'লে জানিযে দেওয়া যাক!

গ্রামবাসী ১ : কেন? চিৎকার করে কেন? এ গ্রামেব নিয়মই হল ঢাক বাজিয়ে আর ঢোল পিটিয়ে সাবধান করা, ডাকা...

সবাই : ঠিক ঠিক....

গ্রামবাসী ১ : অতএব শুরু করা যাক! আমাদের ঢাকের বাদ্যি শুনলে ওরাও ঘাবড়ে যাবে! এস ভাই সব—দেরী না করে লেগে পড়ি!

(সবাই মঞ্চেব এদিক ওদিক ঘুবে ঢাক ঢোল কাঁধে নেওযাব এবং সজোবে পিটোবাব মূক অভিনয কবে)

গ্রামবাসী ১ : আরও জোরে ভাই আরও জোরে!

(ওবা প্রাণপণে ঢাক ঢোল বাজানোব মূক অভিনয কবতে কবতে মঞ্চ থেকে বেবিযে যায। প্রবেশ কবল সূত্রধাব)

সূত্রধার : দ্বিতীয় গ্রাম ব্যঙ্গনগরের এই যে হাস্যকর সমাধান—ঢাক ঢোল পিটিয়ে জানান দেওয়া এটা ওদের ঐ হাসি ঠাট্টার মতনই সর্বজন বিদিত, একটা ঐতিহাসিক সত্য এবং ওদের হাসি ঠাট্টার চেয়েও হাস্যাস্পদ।

ঐ গুহার বিকট শব্দ, ভয়ালপুরের টিন পেটানোর কানফাটা আওয়াজ আর এই ব্যঙ্গনগরের ঢোল ঢাকের হট্টগোল—পৌছে গেল চণ্ডগ্রামে। ও গ্রামের লোকরা আবার মহা-ঝগড়ুটে। সর্বদাই যেন খড়্গহস্ত। এই বিকট শব্দ কানে যাওয়া মাত্র তারা পাথব ছুঁড়তে আরম্ভ করল।

(সূত্রধাব মঞ্চ থেকে বেবিযে গেল। প্রবেশ কবল চণ্ডগ্রামেব বাসিন্দা নানান বকম মাবধবেব মূক অভিনয কবতে কবতে। এসে, একে একে তাবা দাঁড়াল লাইন কবে—হাতে ঢাল তলোযাব। বাইবে থেকে হুকুম শোনা গেল 'ফট'। সঙ্গে সঙ্গে সাবিবন্দী গ্রামবাসীবা দাঁড়াল সৈনিক কাযদায সোজা হযে)

অধিনায়ক : (মঞ্চে প্রবেশ কবে) আমি বুঝেছি। কিন্তু তোমরা কি বুঝেছ? ওদেব ঐ ঢাক ঢোল হল যুদ্ধের আহ্বান!

সবাই : বুঝেছি।

অধিনায়ক : সবাই ঠিক ঠিক মতন বুঝেছ?

সবাই : বুঝেছি।

অধিনায়ক : আমরা ওদের উচিৎ মত শিক্ষা দেব—যা ওবা কখনও জীবনে ভুলবে না! সোজা দাঁড়াও! অস্ত্র আগে! পাথব পিঠে! (মিলিটাবি কাযদায) হাট-ফাট!!

সবাই : হাট ফাট!

(গ্রামবাসীবা কুচকাওযাজ কবতে কবতে মঞ্চ প্রদক্ষিণ কবল, থেকে থেকেই 'হাট ফাট' চিৎকাব কবল, পাথব ছোঁডাব মূক অভিনয কবল এবং মঞ্চ থেকে বেবিযে গেল। প্রবেশ কবল দূত)

দূত : এই ধরনের বেপরোয়া যুদ্ধে উদ্দেশ্য কিছু থাকে না। খালি হুকুম থাকে—মারো, মারো, মারো ...এই ধরনেব যুদ্ধ শুরু হল ভয়ালপুর, ব্যঙ্গনগর আর চণ্ডগ্রামের মধ্যে।

(দূত বেবিযে গেল। প্রবেশ করল সূত্রধাব)

সূত্রধার : ভয়ালপুরের বাসিন্দারা ভুলেই গেল যে ব্যাপারটা শুরু হল কি করে? গুহার শব্দটা কোনভাবে বন্ধ করাব চেষ্টা না করে, ওরা পাথর ছুঁড়তে শুরু করল ব্যঙ্গনগরে। ব্যঙ্গনগরের লোকেরা ভুলে গেল ঢাক ঢোল পিটিয়েছিল কেন। তারা পাথর ছুঁড়তে আরম্ভ করল দুদিকে— এদিকে ভয়ালপুরে আর ওদিকে চণ্ডগ্রামে। আর চণ্ডগ্রামের রগ্‌চটা মানুষগুলো সুযোগ পেয়ে পাথর ছুঁড়ল এদিকে, ওদিকে, সেদিকে—মানে যেদিকে ইচ্ছে।

আগেই বলেছি যে, এদিকে আর এক গ্রাম হল আনন্দধাম। তার বাসিন্দারা জ্ঞানী এবং বুদ্ধিমান বলেই পরিচিত। এই তিন গ্রামের বেপরোয়া পাথর লড়ায়ের একটা পাথর, খুব বড় নয়, গিয়ে লাগল আনন্দধামের পণ্ডিতমশায়ের মাথায়। তিনি তখন বাড়ী ফিরছিলেন ছাত্র পড়িয়ে।

(পণ্ডিতমশাযেব আর্তনাদ এবং সঙ্গে অন্যান্য শব্দ শোনা গেল। সূত্রধাব মঞ্চেব এক কোণে গিযে, নির্দ্ধাবিত মুখোশ পবে হযে গেল আনন্দধামেব গ্রামবাসী)

গ্রামবাসী ১ : (যাঁবা পণ্ডিতমশাইকে নিযে প্রবেশ কবল তাঁদেব) এই যে— এইখানে...এইখানে শুইযে দিন।

গ্রামবাসী ২ : একটা পবিষ্কাব কাপড চাই। চট কবে।

(গ্রামবাসী ৫ বেবিযে গেল দৌড়ে কাপড আনতে)

গ্রামবাসী ৩ : হুঁম মাথাটা কাপড দিযে জড়িযে ফেলা দবকাব।

গ্রামবাসী ২ : দেখুন, দেখুন মনে হচ্ছে জ্ঞান ফিবছে।

গ্রামবাসী ১ : পণ্ডিতমশাই ...ও পণ্ডিতমশাই শুনতে পাচ্ছেন?

পণ্ডিত : পাচ্ছি। আমি কোথায?

গ্রামবাসী ২ : এই যে এইখানে...আমাদের কাছে ...মানে আপনি অজ্ঞান...

পণ্ডিত : হুঁম...মাথায় আঘাত লেগেছিল। বোধহয পাথব।

গ্রামবাসী ৪ : হ্যাঁ পণ্ডিতমশাই...পাথব...আমি দেখেছি...কাছেই ছিলাম।

গ্রামবাসী ২ : পাথর?

গ্রামবাসী ৫ : (দৌড়ে প্রবেশ কবে) এই যে কাপড (ওটা পণ্ডিতেব মাথায জড়িযে দেওযাব পব) জ্ঞান ফিবেছে?...কি দমাদম পাথর পডছে—ঐ চণ্ডগ্রাম থেকে!

সবাই : চণ্ডগ্রাম থেকে?

গ্রামবাসী ৫ : হ্যাঁ। ওরাই ফেলছে! আমরাও ছুঁডবার ব্যবস্থা করছি! ওদেব উচিৎ শিক্ষা দেওয়া দরকার!

পণ্ডিত : না! না!...কখনো নয়।

গ্রামবাসী ৫ : বাঃ, নয় কেন? ওরা তো বেধড়ক ছুঁড়ছে!

পণ্ডিত : (হাতেব ওপব ভব দিযে, একটু উঁচু হযে) ধৈর্য ধর...ধৈর্য...

গ্রামবাসী ৫ : ধৈর্য? ...তার মানে আপনি বলতে চান পণ্ডিতমশাই যে আমরা হাত পা গুটিয়ে বসে পাথব খাই?

পণ্ডিত : তোমাব উৎসাহ আর সাহস প্রশংসনীয ঠিকই কিন্তু ভেবে চিন্তে কাজে লাগানো উচিৎ। আমরা ওদের পাথর, তীর ধনুক দিয়ে আক্রমণ অবশ্যই কবতে পাবি কিন্তু সেটা হবে শক্তির অপব্যয। আমি তো আগেই বলেছি, যুদ্ধ যদি ন্যায়ের জন্য হয় তাহলে প্রাণপণ করে এগিয়ে যাওযাই বীরের ধর্ম। ওদেব অন্যান্য বহু অকাজের মতন এই অযথা আর অকারণে পাথর ছোঁডাটাও নিন্দনীয়।

আমি বলছি না যে সতর্ক হযো না, একথাও বলছি না যে লডাই কোর না তবে অকারণে যুদ্ধ করা অন্যায, মনুষ্যত্বের অপমান। আগে জানতে হবে কেন লডছি, কি উদ্দেশ্য নিযে লডছি। উদ্দেশ্যটা সৎ কি অসৎ, ন্যায না অন্যায? সেটা জানাব পব সিদ্ধান্ত। বল ঠিক কি না?

অনেকে : ঠিক কথা!

গ্রামবাসী ৫ : কিন্তু...

পণ্ডিত : কিন্তু কি??

গ্রামবাসী ৫ : অযথা এবং অসমযে ধৈর্য ধবা অর্থহীন।

পণ্ডিত : কখ্খনো নয। আমবা কোন অন্যায কবব না। আমবা ওদেব মতন বর্বর কিছুতেই হব না। আমবা একদল লোক পাঠিযে জানতে চাইব কি ওদেব উদ্দেশ্য? ইতিমধ্যে আমি সব্বাইকে সতর্ক কবে দেব যে ভবিষ্যতেব জন্য তৈবী থাক—এবং ধৈর্য ধবে থাক, অনুসন্ধানী দল না ফেবা পর্যন্ত। আছ তোমবা কেউ যাওযাব জন্য প্রস্তুত?

সবাই : (আপোষে দৃষ্টি বিনিমযেব পব) আমবা সবাই আছি!

পণ্ডিত : সবাই নয। কিছু এখানে থাকবে।

(দুজন গ্রামবাসী প্রণাম জানিযে বেবিযে গেল। গ্রামবাসী ৫ সমেত তিনজন হাঁটু গেড়ে বসল পণ্ডিতমশাযেব সামনে)

তিনজন গ্রামবাসী : বলুন তো পণ্ডিতমশাই, কাবণটা কি কবে জানা যায?

পণ্ডিত : এমন গাছ কি কখনও দেখেছ যার শিকড নেই?

তিনজন গ্রামবাসী : সে কি করে হয পণ্ডিতমশাই। দাঁতেবই শিকড আছে, গাছের তো থাকবেই।

পণ্ডিত : ঠিক সেই ভাবে প্রত্যেক ঘটনার পেছনে কিছু কাবণ থাকে—যেমন দাঁত নষ্ট হওয়া বা গাছের পাতা হলদে হযে যাওযাব পেছনেও কাবণ কিছু থাকে।

তিনজন গ্রামবাসী : সেই কারণ কি কবে ঠিক জানা যায?

পণ্ডিত : ধৈর্য ধরে, চিন্তা করে এবং ঘটনাব প্রত্যেকটি দিক বিচাব কবে। প্রথমে খুঁজে দেখ পারস্পরিক সম্পর্ক। তারপর বিচাব এবং বিশ্লেষণ কর 'ঘটনা'। অর্থাৎ, চণ্ডগ্রামবাসীবা পাথব কেন ছুঁডল। এবাব তোমবা রওনা হও। শুধু হাতে কিন্তু ফিরো না!

(পণ্ডিতকে অভিবাদন কবে তিনজনে উঠে দাঁড়ায। পণ্ডিতমশাই চলে যান। ওবা তিনজন মঞ্চে ঘুবতে থাকে। হঠাৎ কিছু শব্দ শুনে ওবা কৌতূহলী দৃষ্টিতে তাকায। তখন চণ্ডগ্রামেব তিনজন পাথব ছোঁড়াব মূক অভিনয এবং 'হাট ফাট' চিৎকাব কবতে কবতে মঞ্চে প্রবেশ কবে।)

তিনজন আনন্দধামবাসী : (দর্শকদেব উদ্দেশ্য কবে) চণ্ডগ্রামেব বহু লোক আহত হয়েছে এবং দেখা যাচ্ছে ওবা অগ্নিশর্মা হয়ে আছে। এবার ওদেব প্রশ্ন কবা যাক। (চণ্ডগ্রামবাসীদেব) আপনাবা এতো উত্তেজিত কেন? ঠিক কি হযেছিল বলুন তো?

চণ্ডগ্রাম অধিনায়ক: একটা শব্দ শোনা গেল। বোঝা গেল ব্যঙ্গনগরের অধিবাসীবা ঢাক ঢোল বাজাচ্ছে। সেটা তো যুদ্ধেব ডাক। উচিৎ শিক্ষা দিযে ঐ বণবাদ্যি বন্ধ করাব জন্য আমরা পাথর ছুঁডতে আরম্ভ করলাম। তখন ওবাও কবল (পাথব ছুঁড়ে)।

তিনজন আনন্দধামবাসী : ওবা কি ঐ ঢাক ঢোল বাজিযে সত্যিই যুদ্ধ ঘোষণা কবেছিল?

অধিনায়ক: তা কে জানে ...আমবা জানি না...চল হে আমবা আমাদেব বিপদ সামলাই।

আনন্দধামবাসী: একটু দাঁড়ান। আপনাবা তো আমাদেব প্রতিবেশী। জানেন কি যে আপনাদের একটা পাথর লেগে আমাদেব এক আনন্দধামবাসীব মাথা ফেটে গেছে? জানেন?

চণ্ডগ্রামবাসীরা: (আশ্চর্য হযে এবং মুখোশ খুলে ফেলে) আনন্দধামবাসীব?

আনন্দধামবাসী: তবে আব বলছি কি?

(চণ্ডগ্রামবাসীবা 'আনন্দধামবাসী! আনন্দধামবাসী!' বলতে বলতে প্রস্থান কবল)

আনন্দধামবাসী: লিখে বাখা যাক যে চণ্ডগ্রামের লোকেরা কেউ জানে না যে কেন তারা আমাদের সঙ্গে লডাই করছে।

(ওবা আবাব মঞ্চে ঘুবতে আবম্ভ কবল আব সেই সঙ্গে শব্দও কিছু তীব্র হল। ঢাক ঢোল বাজাতে বাজাতে আব পাথব ছোঁডাব অভিনয কবতে কবতে মঞ্চে প্রবেশ কবল ব্যঙ্গনগববাসী)

আনন্দধামবাসী: (দর্শকদেব) আমবা এসে গেছি ব্যঙ্গনগবে। ওবা আমাদেব প্রতিবেশী না হলেও কাছাকাছি তো বটেই। এবার ওদের কিছু প্রশ্ন করি। (ব্যঙ্গনগববাসীদেব) আচ্ছা বলুন তো, আপনাবা ঢাক ঢোল বাজাতে আবম্ভ কবলেন কেন? এই যুদ্ধে আপনারা সামিল হলেন কি কবে? কারণটা কি?

একজন ব্যঙ্গনগরবাসী : ভয়ালপুর থেকে বেশ কিছু আওয়াজ এল। আমরা চিৎকার করে বারণ করতে যাব এমন সময় মনে পড়ে গেল ঢাক ঢোল বাজিয়ে গ্রামবাসীদের সতর্ক করে দেওযার চিরাচবিত প্রথা। তাই ঢাক ঢোল বাজিয়ে ভয়ালপুরবাসীদের বলতে চাইলাম গোলমাল করা বন্ধ কব !

আনন্দধামবাসী : সবাই কি আপনাদের এই প্রথা জানে ? আপনারা কি জানেন যে চণ্ডগ্রামের লোকেরা ভাবল যে ঢাক ঢোল বাজিযে আপনারা যুদ্ধ ঘোষণা করছেন !

ব্যঙ্গনগরবাসীরা : যুদ্ধ ঘোষণা ?

একজন ব্যঙ্গনগরবাসী : সে কি ? যুদ্ধ ঘোষণা ? আমরা তো চেয়েছিলাম ভয়ালপুরবাসীদের বোঝাতে যে ওদের গণ্ডগোলে আমাদের অসুবিধা হচ্ছে। ...এতে যুদ্ধ ঘোষণার কি হল ?

(ব্যঙ্গনগরবাসীবা মুখোশ খুলে 'যুদ্ধ ঘোষণা!' 'যুদ্ধ ঘোষণা' বলতে বলতে মঞ্চ থেকে বেবিয়ে গেল)

আনন্দধামবাসীরা : এইবার বোঝা যাচ্ছে। লিখে বাখা যাক যে সবল-মতি লোকেবা আগে কাজ কবে তারপব ভাবে। আগে কাজ করে ফেলে তাবপর সিদ্ধান্তের কথা ভাবতে বসে। আগে শত্রুতা করে তারপব নিজেদের যাচাই করার চেষ্টা করে।

একজন আনন্দধামবাসী : ভাই, আমার তো মনে হয় যুদ্ধেব ব্যাপারটা বেশ পরিষ্কার ভাবেই বোঝা গেছে। যুদ্ধটা অযৌক্তিক, অনর্থক এবং অকারণ।

দুজন আনন্দধামবাসী : না ভাই ওতে হবে না। আমাদেব তো ভয়ালপুরও যাওয়া উচিৎ ! ব্যঙ্গনগরের বাসিন্দাবা যে হট্টগোলের কথা বলছিল, সেটা কি এবং কেন তাও জানা দরকার।

(এ বিষযে তিনজনই একমত হওযাব পব, ওবা দর্শকদেব উদ্দেশ্য কবে বলে)

তিনজন আনন্দধামবাসী : আমবা যাত্রী। এক জাযগা থেকে আব এক জাযগায যেতে যেতে কত কিছু দেখা যায়, শোনা যায আব ভাবলে শেখাও যায। আমাদের পণ্ডিতমশাই বার বার বলেন 'ভ্রমণে মনের প্রসার বাড়ে'। উনি বলেন যে জীবনের প্রতি পর্বকে যদি আমরা যাত্রা বলে মনে কবি, যেমন সকালে ঘুম থেকে ওঠার পর রাত্রে শোওয়া পর্যন্ত দৈনন্দিন যাত্রা ; জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত—জীবনযাত্রা, তাহলে যাত্রীভাবে জীবনটাকে জানার বিচিত্র অভিজ্ঞতায় নিজের যেমন অনাবিল আনন্দ, অন্যদের তেমনি অশেষ উপকার !

একজন আনন্দধামবাসী : কি রকম একটা অদ্ভুত ধরণের শব্দ না? (ওবা কৌতূহলী দৃষ্টি নিয়ে এদিক ওদিক দেখছে। হঠাৎ মঞ্চে প্রবেশ কবল তিনজন ভয়ালপুববাসী) এই যে আপনারা...আমাদেব দূবেব প্রতিবেশী, আপনাবা এত মন মরা কেন? গায়ে বক্তেব দাগ? কি ব্যাপাব ? কি হয়েছে?

মোড়ল : (ইশাবায় পাথব ছোঁড়াব নির্দেশ দিতে দিতে) আমবা লড়াই করছি। ভয়ানক বিপদ!

আনন্দধামবাসী : কেন কি হয়েছে? ঐ আওযাজটা কোত্থেকে আসছে?

ভয়ালপুরবাসী : ঐ পাহাড় থেকে।

আনন্দধামবাসী : পাহাড থেকে?

একজন ভয়ালপুরবাসী : হ্যাঁ, পাহাড়ের গুহা থেকে। গুহায় এক দানব আছে —বিরাট দানব। তার আওয়াজ।

মোড়ল : হ্যাঁ, আমাদেব এক বিবাট দানব আছে।...ঘুমে অচেতন। আমাদেব বাপ ঠাকুবদাও কখন তাকে জাগ্রত অবস্থায় দেখেননি! আর এমন ভাবে তাঁব নাকও আগে কখনও ডাকেনি!

একজন ভয়ালপুরবাসী : নাক ডাকাই শুধু নয। আকাশেব দিকে পাথবও ছুঁড়ছিলেন। তখন আমাদেব এই মোড়লমশাই—এঁর মতন দার্শনিক, জ্ঞানী আব গুণী তো এ তল্লাটে কেউ নেই—ইনি বললেন, গুহাব মুখে দবজা লাগাতে।

আনন্দধামবাসীরা : আপনাবা লাগালেন?

তিনজন ভয়ালপুরবাসী : হুম! লাগালাম।

আনন্দধামবাসী : তখন কি হল?

একজন ভয়ালপুরবাসী : আওয়াজ আরও বেড়ে গেল। খুব বেড়ে গেল। তখন মোড়লমশাই বললেন, থালা বাসন টিন বাজিয়ে ওব ঘুম ভাঙিয়ে দাও!

তিনজন আনন্দধামবাসী : (আপোষে) তাহ'লেই বোঝা যাচ্ছে যে মোড়ল হুকুম কবলেই সবাই হুকুম তামিল করে। সন্দেহ তো করেই না, ফলাফল ভাবে না। চল, আমবা গুহা পর্যন্ত ঘুরে আসি।

(ওবা তিনজন গুহাব উদ্দেশ্যে বওনা হয। ভযালপুববাসীবা ওদেব বিবত কবতে চেষ্টা কবে)

ভয়ালপুরবাসী : যাবেন না, আপনাবা যাবেন না! জীবনের ভয আছে!

আনন্দধামবাসীরা : থাক জীবনের ভয। আমবা তিনটে গ্রামের লড়াই পেবিয়ে এসেছি—আব এটাও তো একটা লড়াই! এটা সত্যেব অনুসন্ধান আব সমস্যা সমাধানেব লড়াই। যন্ত্রণা থেকে মুক্তির লড়াই!

(ওরা তিনজন মঞ্চ থেকে বেবিযে গেল আব ভযালপুববাসীবা পাথব ছুঁড়তে লাগল)

মোড়ল : মাবো! আবও পাথর মাবো! মেবে ওদেব ভূত ভাগিয়ে দাও!

(কিছুক্ষণ পব হঠাৎ শব্দ বন্ধ হযে গেল)

ভয়ালপুরবাসীরা : এই...এই...বন্ধ হযে গেছে। দানবেব আওযাজ বন্ধ! (ওবা হতবাক)

(তিনজন আনন্দধামবাসী মঞ্চে প্রবেশ কবল)

একজন আনন্দধামবাসী : তোমাদেব মধ্যে কেউ কখন ঐ গুহায় গেছ?

ভয়ালপুরবাসীরা : গুহায়? নাঃ কখ্খনো না।

একজন আনন্দধামবাসী : তোমবা কি জানতে যে গুহাব মধ্যে দিযে প্রচণ্ড জোরে বাতাস বইছিল?

ভয়ালপুরবাসী : বাতাস? না। জানতাম না।

একজন আনন্দধামবাসী : তোমরা কি জানতে যে একটা পাথব—বড নয়—এই পাথরটা (আগে ভযালপুববাসীদেব তাবপব দর্শকদেব দেখিযে) ঐ হাওয়ার পথ আটকাচ্ছিল বলে ঐ রকম তীব্র আওয়াজ হচ্ছিল—গুহাব মধ্যে প্রতিধ্বনিত হযে!

তিনজন ভয়ালপুরবাসী : (হাতে হাতে পাথবটা দেখতে দেখতে) হাওয়া? ...পাথব??...ব্যস্???...তাহলে ঐ দানব?

তিনজন আনন্দধামবাসী : দানব? কী দানব??

(আশ্চর্য হযে তিনজন আনন্দধামবাসী দর্শকদেব দিকে মুখ কবে দাঁড়ায। প্রায একই সঙ্গে তিনজন ভযালপুববাসীবাও মুখোশ খুলে মঞ্চেব মাঝখানে বেখে লাইন কবে দাঁডিযে পড়ে—ঠিক নাটক আবম্ভ হওযাব সময যেমন ওবা দাঁডিযেছিল)

সবাই : দানব? (হো হো কবে হেসে ওঠে সকলে)

সূত্রধার : (লাইন থেকে দর্শকদেব দিকে দু চাব পা এগিযে এসে)

শোন শোন দর্শকবৃন্দ শোন দিয়া মন
আনন্দধামের গুণ কবি যে বর্ণন॥
দেখে শুনে প্রশ্ন কবে সমস্যাব মূল
বাহিব কবিল তাবা ঘুচে গেল ভুল॥
মুখে মুখে সেই বার্তা ভুবনে ছডাল,
যুদ্ধ হল শেষ, তবে শিক্ষা আবও ভাল॥
ভেবে চিন্তে কব কাজ, কবে ভাবা ভুল,
এ হেন জ্ঞানেব কিছু নেই সমতুল॥

চোখ কান খোলা বেখে মুখ বুঁজে চল
বলিবে তখনই কথা, যবে বলা ভাল।।
প্রতিটি কাজের আছে সঠিক সময়,
পরম গুরুর কথা, মনে যেন রয়।।

(সূত্রধাব পেছিয়ে গিয়ে দলে যোগ দিল সকলেব মিলিত কণ্ঠে গান)

আনন্দেরই স্বচ্ছ্-ধারায়
ভরুক বসুন্ধবা।
ভালবাসার আলোয় ভরো
মনের অন্ধ কাবা।
সবার মনেই শান্তি আছে
বিপদ বাধায় মোড়লবা যে
তারাই হল সর্বনেশে
বিষের ধোঁওযা ভবা।
আনন্দেবই স্বচ্ছ্ ধাবায় ভরুক বসুন্ধবা।

যবনিকা

ছবি : বেহজাদ গবীবপুব

পোষাক
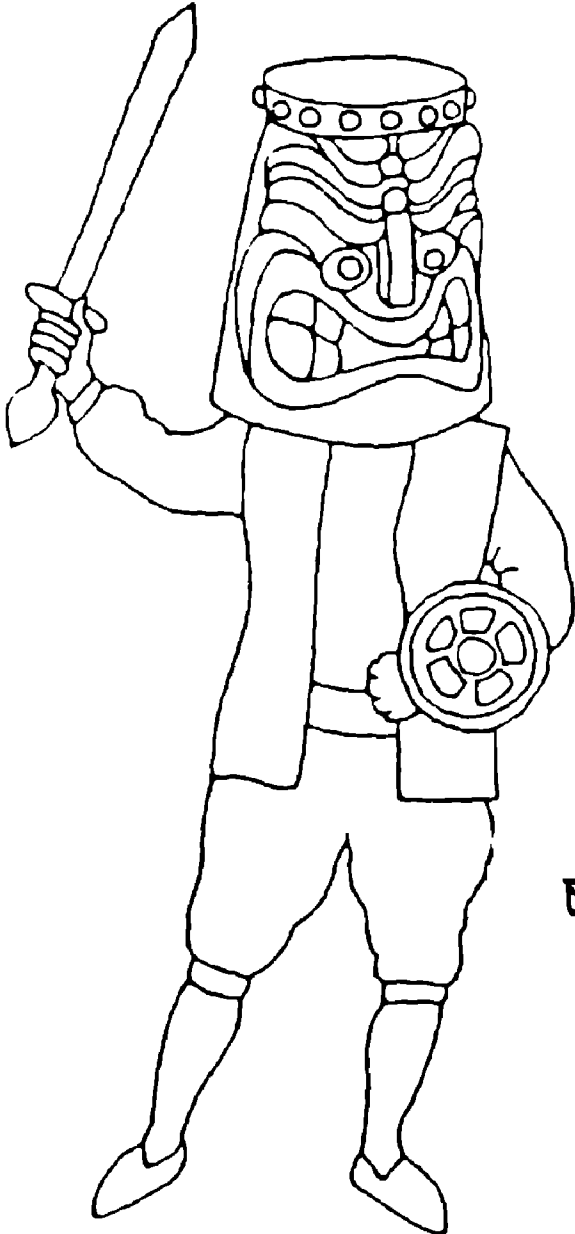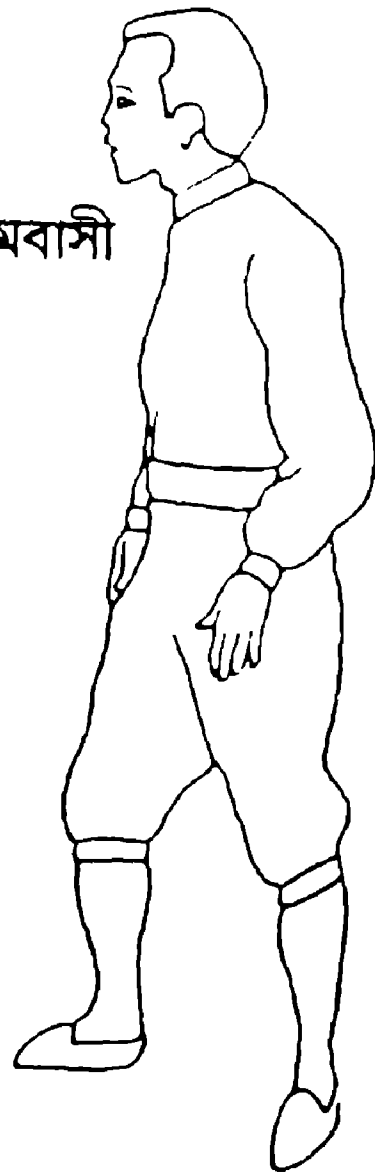
মঞ্চ সাজানো
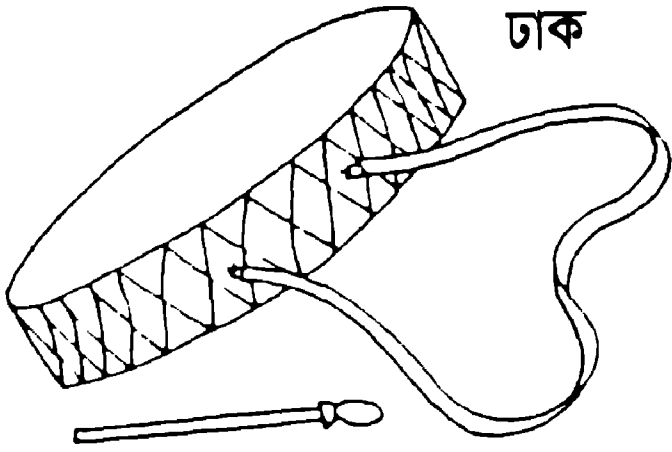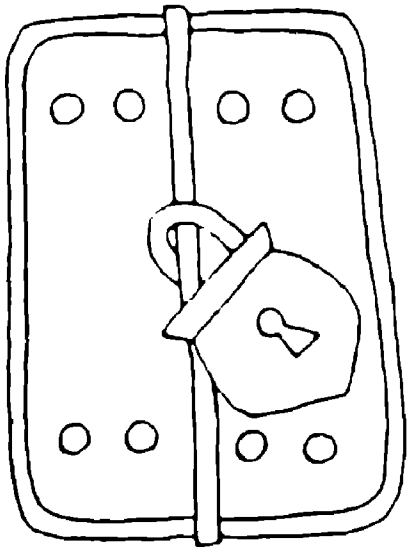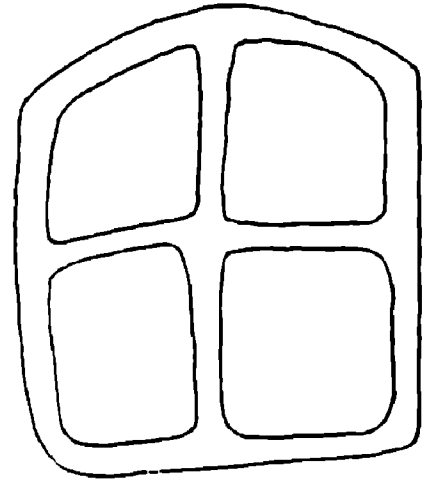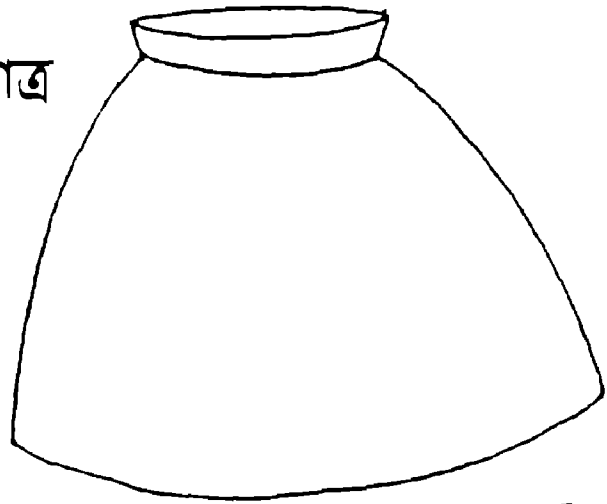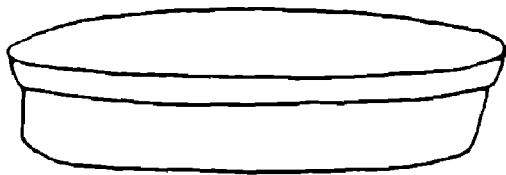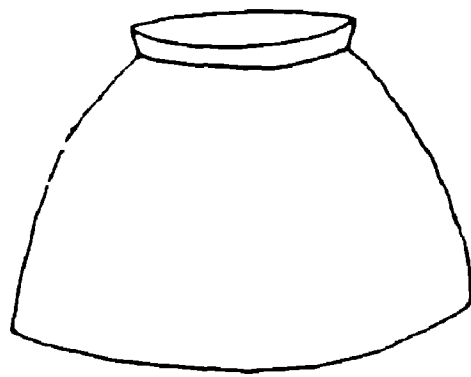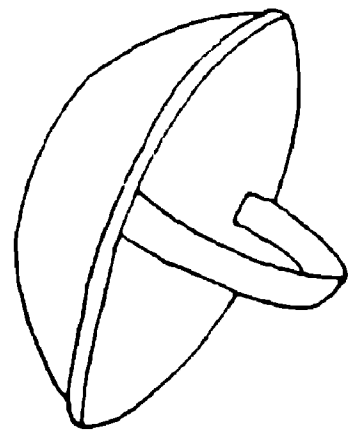
মঞ্চ বিন্যাস

(প্রথম দৃশ্য)
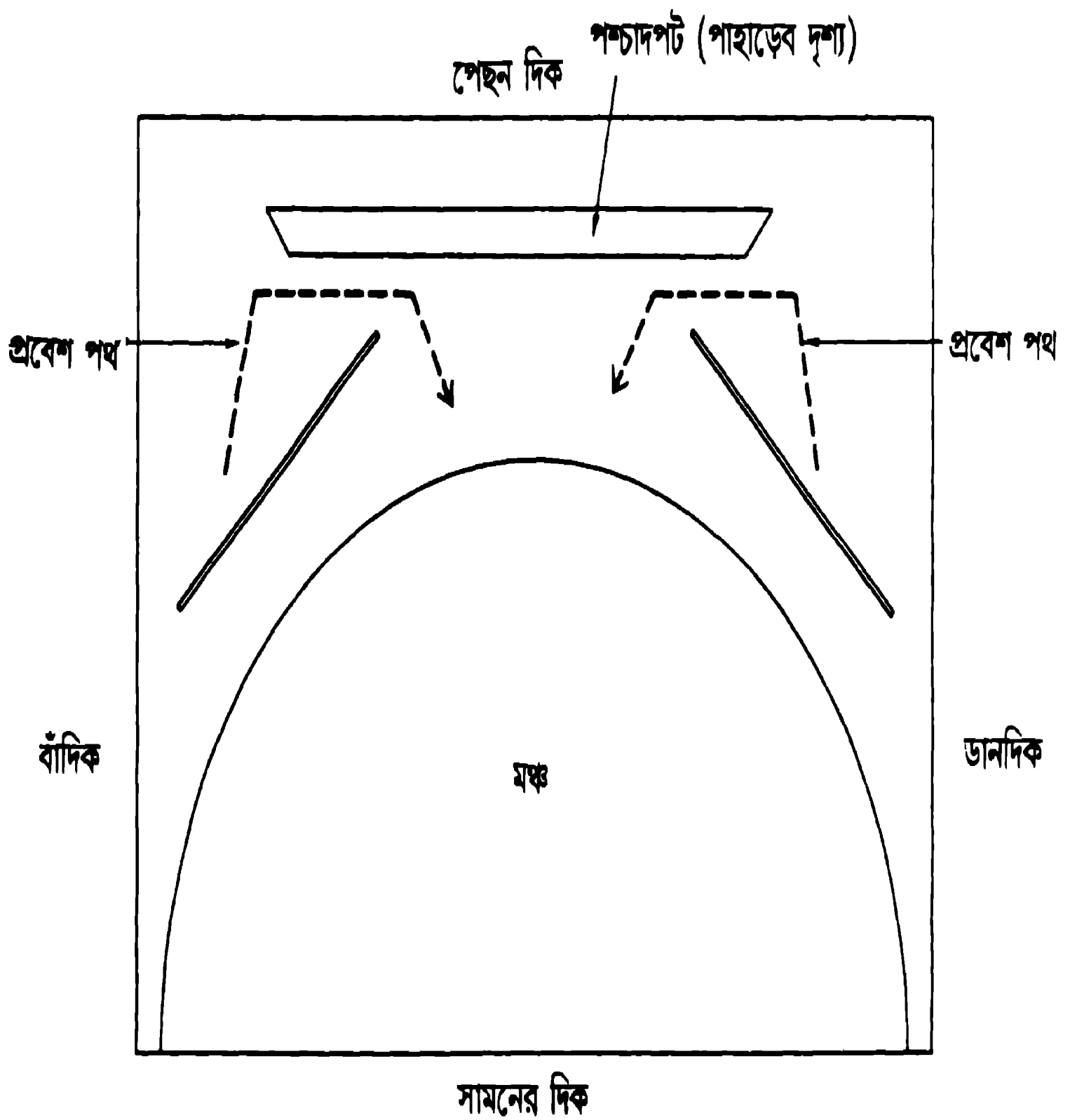
দর্শক

কেমন জব্দ!

জাপান

কেমন জব্দ!

মিচিও কাতো

● চরিত্রলিপি—

ছোট্ট নকুলে	চালাক চতুর কিন্তু বোকা বনে যায়
প্রথম বালক	সর্বদা এগিয়ে চলে
দ্বিতীয় বালক	তারো ; ছেলেটা ভাল
তৃতীয় বালক	প্রথম বালকের বন্ধু
চতুর্থ বালক	প্রথম বালকেব বন্ধু

(আনুষঙ্গিক ঃআবহসঙ্গীত। প্রথম বালক মঞ্চে প্রবেশ করল বাঁদিক দিয়ে। তারই পেছনে পেছনে এল ছোট্ট নকুলে, প্রথম বালকের হাঁটা হুবহু নকল করতে করতে)

প্রথম বালক : (হঠাৎ থেমে এবং ঘুরে) এই, কি হচ্ছে কি?

ছোট্ট নকুলে : (প্রথম বালককে নকল করে) এই, কি হচ্ছে কি?

প্রথম বালক : কি ছেলেরে বাবা!

ছোট্ট নকুলে : কি ছেলেরে বাবা!

(একটু বিরতি)

প্রথম বালক : (আবার হাঁটতে শুরু করে) কর তোর যা ইচ্ছে!

ছোট্ট নকুলে : (ওর পেছন পেছন হাঁটতে হাঁটতে) কর তোর যা ইচ্ছে!

প্রথম বালক : সব্বাইকে নকল করাই কি তোর কাজ?

ছোট্ট নকুলে : সব্বাইকে নকল করাই কি তোর কাজ?

প্রথম বালক : তোর চাই কি বল তো?

ছোট্ট নকুলে : তোর চাই কি বল তো?

প্রথম বালক : আমি কিন্তু চটছি!

ছোট্ট নকুলে : আমি কিন্তু চটছি!

প্রথম বালক : মারব এক ঘুঁষি বলে দিচ্ছি!

ছোট্ট নকুলে : মারব এক ঘুঁষি বলে দিচ্ছি!

প্রথম বালক : তাই নাকি? মেরে দেখ!

ছোট্ট নকুলে : তাই নাকি? মেরে দেখ!

(প্রথম বালক মারল ছোট্ট নকুলের মাথায় গাঁট্টা। ছোট্ট নকুলেও মারল—একটু বেশী জোরেই। প্রথম বালক কাঁদতে শুরু করল)

প্রথম বালক : অ্যাঁ...অ্যাঁ...(কাঁদতে কাঁদতে মঞ্চের ডান দিক দিয়ে বেরিয়ে গেল)

ছোট্ট নকুলে : (হাসতে হাসতে) মজা মন্দ নয়! ছিঁচকাঁদুনেটা কেঁদেই ফেলল! আজ এই নিয়ে পাঁচটা হল। ভারি মজা! আচ্ছা, এই নকল করা দেখলে লোকে মজা পায় কেন? (দর্শকদের দিকে ঘুরে) এ পাড়ায় আমায় সবাই 'ছোট্ট নকুলে' বলে বেশ ভাল করেই

জানে! আগে অনেক কিছুই কবেছি কিন্তু কিছুই জমল না, বুঝলেন। যা কিছু কবতে গেছি কেমন যেন ফসকে গেছে, আব তাই দেখে সবাই হেসেছে। খুব বাজে লাগতো, মন খাবাপ হতো। কিন্তু এখন আব আমায পায কে! যেদিন থেকে এই নকল কবতে আবম্ভ কবেছি, আনন্দে আছি। যত বিচ্ছু ছেলেই হোক না কেন, এই বান্দা যদি একবাব নকল কবতে আবম্ভ কবে না, তো বাছাধন শেষ পর্যন্ত কেঁদে কূল পায না। কাঁদিয়ে ছেড়ে দি।

তবে, বুঝলেন, ঐ কান্নাব নকল আমি কবি না। কান্নাটা বড বাজে জিনিষ। সব আনন্দ মাটি কবে দেয।

ভাববেন না যে, নকল কবাটা খুব সহজ। ব্যাপাবটা শক্ত। যাব নকল কবছি তাব কথায চটলে কিন্তু চলবে না—তাহ'লেই সব গুবলেট্। আমি যখন নকল কবি—তখন—যাব নকল কবি সে ভুলেই যায যে আমি তাব নকল কবছি! সে চটে টং হযে গেলেও আমাব মেজাজ আমি ঠিক বাখি আব শেষ পর্যন্ত চালিযেও যাই। এইটাই সব চেযে বড কথা, বুঝেছেন, নিজে বাগলে চলবে না। তাহ'লেই সব মাটি। ...যতক্ষণ না নকল কবাব নতুন খদ্দেব পাই...একটু মনেব আনন্দে গান গাওযা যাক...

(ছোট্ট নকুলে পকেট থেকে দুটো দেশলাইযেব খোল বেব কবে। দুই আঙুলে ঢুকিযে তালে তালে গান গাইতে গাইতে নাচতে লাগল মঞ্চে ঘুবে ঘুবে)

আমি নকল কবাব বাজা বে ভাই
নকল কবাব বাজা।
কেউ বা হেসে লুটিযে পড়ে
কেউ দিতে চায সাজা।
আমি নকল কবাব রাজা বে ভাই
নকল কবার বাজা।

(মঞ্চেব ডান দিক থেকে ডাক আসে 'চীনে বাদাম! চীনে বাদাম' —হাঁকছে তাবো, দ্বিতীয বালক)

ছোট্ট নকুলে: ওয়া!ওয়া! ঐ তো আসছে আমার নেকসট্ খদ্দের। চট করে লুকিয়ে পড়ি...এলেই পেছনে লাগব।

(ছোট্ট নকুলে মঞ্চেব শেষ প্রান্তে গিযে বসে পড়ে। দ্বিতীয বালক 'চীনে বাদাম' হাঁকতে হাঁকতে মঞ্চেব ডান দিক দিয়ে প্রবেশ কবে)

দ্বিতীয় বালক: চীনে বাদাম চাই, চীনে বাদাম!

ছোট্ট নকুলে: (পেছনে এসে) চীনে বাদাম চাই চীনে বাদাম!

দ্বিতীয় বালক: (ঘুরে দাঁড়িয়ে) এই, এটা কি হচ্ছে?

ছোট্ট নকুলে: এই এটা কি হচ্ছে?

দ্বিতীয় বালক: কিনবে নাকি চীনে বাদাম?

ছোট্ট নকুলে: কিনবে নাকি চীনে বাদাম?

দ্বিতীয় বালক: খামোখা ভ্যাঙাচ্ছ কেন?

ছোট্ট নকুলে: খামোখা ভ্যাঙাচ্ছ কেন?

দ্বিতীয় বালক: ভেবেছ কি আমায় গাধা বানাবে?

ছোট্ট নকুলে: ভেবেছ কি আমায় গাধা বানাবে?

দ্বিতীয় বালক: আচ্ছা বেয়াদব তো!

ছোট্ট নকুলে: আচ্ছা বেয়াদব তো!

দ্বিতীয় বালক: চুপ্!!

ছোট্ট নকুলে: চুপ্!!

(দ্বিতীয় বালক মঞ্চের বাঁদিকে গেল। ছোট্ট নকুলে পিছু নিল)

দ্বিতীয় বালক: চীনে বাদাম চাই। চীনে বাদাম...

ছোট্ট নকুলে: চীনে বাদাম চাই চীনে বাদাম...

দ্বিতীয় বালক: তাজা গরম চীনে বাদাম...

ছোট্ট নকুলে: তাজা গরম চীনে বাদাম...

(দুজনেই মঞ্চ থেকে বেরিয়ে গেল কিন্তু ওদের কণ্ঠস্বর চলতে থাকবে কিছুক্ষণ। মঞ্চে প্রবেশ করল প্রথম, তৃতীয় এবং চতুর্থ বালক)

তৃতীয় বালক: আর বলিস্ না! ঐ নকুলেটা হাড় জ্বালিয়ে খেল।

চতুর্থ বালক: এক কাজ করা যাক। আমরা এক জোট হয়ে ওকে একটু শিক্ষা দেওয়া যাক! দিবি?

তৃতীয় বালক: দি আইডিয়া! চ...

প্রথম বালক: অমনি চ...আরে, কি করে শিক্ষাটা দেব সেটা তো ঠিক কর!

চতুর্থ বালক: চট করে তাহলে কিছু একটা উপায় ভেবে নেওয়া যাক!

তৃতীয় বালক: আমি বলি কি, ও তো নকল ছাড়া কিছু করে না, কাজেই নিজে থেকে কিছু করতে পারবে না।

চতুর্থ বালক: ঠিক বলেছিস্! তাহলে আমরা এমন কিছু করব যা ও নকল করতে পারবে না!

প্রথম বালক: হ্যাঁ! এই প্ল্যানটা ভাল!

তৃতীয় বালক: ব্যাপারটা তাহ'লে একটু বসে ভেবে নেওয়া যাক।

চতুর্থ বালক: সে আর বলতে!

(মুখোমুখি হয়ে তিনজন মঞ্চের ঠিক মাঝখানে বসে পড়ল)

তৃতীয় বালক: কি এমন করা যায় বল তো যা ও নকল কবতে পারবে না?

চতুর্থ বালক: (প্রথম বালককে) এই হাঁদা...তুই কিছু বল না...এমন কিছু যা ও নকল করতে পাববে না!

প্রথম বালক: আমি একটু শীর্ষাসন হ্তে পারি।

তৃতীয় বালক: ও আর কি এমন শক্ত। ঠিক নকল করে ফেলবে!

চতুর্থ বালক: আচ্ছা, করে দেখা তো, দেখি কেমন হয়।

(প্রথম বালক একটু এগিযে এসে কবল বটে কিন্তু উলটে গেল প্রায সঙ্গে সঙ্গেই। তখন মুখ কাঁচুমাচু কবে আবাব নিজেব জাযগায গিযে বসল)

তৃতীয় বালক: দুর, চলবে না।

চতুর্থ বালক: একদম না!

তৃতীয় বালক: তুই? তুই কিছু করতে পারিস?

চতুর্থ বালক: আমি? (একটু ভেবে) ফার্স্ট ক্লাস—ভাঁড় নৃত্য!

তৃতীয় বালক: সে আবার কি রে বাবা? দেখি হয়ে যাক...

(চতুর্থ বালক মঞ্চেব মাঝখানে গিযে গান গেযে নাচতে শুরু কবে দিল)

চতুর্থ বালক: ইকড়ে মিকড়ে চাম চিকড়ে
পেনালটিতে গোল
ছেঁচকি খেয়ে হেঁচকি তোলে
পেট ফুলে হয় ঢোল!

প্রথম বালক: দুর দুর - এ চলবে না!

চতুর্থ বালক: (চটে উঠে) কেন? কেন চলবে না?

প্রথম বালক: ঐ ছেলেটা যা নাচে না, দারুণ, সকালে যখন আমার কাছে এল, দেশলাইয়ের খাপ বাজিয়ে নাচছিল!

তৃতীয় বালক: তাই বুঝি?

চতুর্থ বালক: (ফিবে এসে নিজেব জাযগায বসে) তাহলে তো হল না!

প্রথম বালক: (তৃতীয বালককে) তুই কিছু কবতে পারিস না?

তৃতীয় বালক: আমি...(হেসে) আমি তিন বকম মাতালের অ্যাকটিং করতে পারি। চলবে?

চতুর্থ বালক: আগে দেখা তবে তো বলব।

প্রথম বালক: হয়ে যাক দেখি!

(তৃতীয বালক মঞ্চেব মাঝখানে এসে)

তৃতীয় বালক: প্রথমে দেখ হাসিমুখো মাতাল—মানে যাবা মদের নেশায হাসতে শুরু করে, (একটা লম্বা নি:শ্বাস নেওযাব পব ওব গম্ভীব মুখ হাসি হাসি কবে) আ...আমি...মা...ত...তাল। মদ খেল... খেলে... সব...মজা... মজা...হাসি... না হেসে...পা... পাবি...না... (হাসতে আবম্ভ কবল) হা...হা...হি...হি... হু...হু...

(অন্য বালকেবাও প্রথমে আস্তে এবং পবে প্রাণ খুলে হাসতে শুরু কবল। এবই মধ্যে মঞ্চেব ডান দিক থেকে ভেসে এল কান্নাব সুব)

দ্বিতীয় বালক: (মঞ্চেব বাইবে থেকে) অ্যাঁ...অ্যাঁ...

প্রথম বালক: (তৃতীয বালককে) কি রে এবাব কি কাঁদুনে মাতালেব অ্যাকটিং করছিস্?

চতুর্থ বালক: এই...ঐ দেখ...ওটা তো তারো কাঁদছে...ঐ যে, যে ছেলেটা চীনে বাদাম বিক্রী করে বাপ-মার সেবা করে।

(দ্বিতীয বালক মঞ্চে প্রবেশ কবল ডান দিক থেকে, কাঁদতে কাঁদতে। তিনটি বালক উঠে দাঁড়িযে ওব দিকে গেল)

তৃতীয় বালক: কি হয়েছে বে তারো?

দ্বিতীয় বালক: (কাঁদতে থাকে)

চতুর্থ বালক: কি হয়েছে কি তোর? কেউ কি তোকে জ্বালাতন কবেছে?

দ্বিতীয় বালক: (কাঁদতে কাঁদতে) হুঁ...

প্রথম বালক: কে? ঐ ছোট্ট নকুলেটা?

দ্বিতীয় বালক: হুঁ...

তৃতীয় বালক: সত্যি, ওকে শিক্ষা না দিলেই নয়।

চতুর্থ বালক: নো ছাড়ান ছুড়ন! তারোর মতন একটা নিরীহ ছেলে, যে বেচারা চীনে বাদাম বিক্রী করে মা বাবার সেবা করে —তাকে! আমি ওর নকুলেগিরি ঘুচিয়ে দেব!

প্রথম বালক: ঠিক!

তৃতীয় বালক: আয়, ব্যাপারটা একটু ভেবে ঠিক কবে ফেলা যাক।

(ওবা সবাই বসে পড়ল)

প্রথম বালক: এই প্রথম তোকে কাঁদাল বুঝি?

দ্বিতীয় বালক: (কাঁদতে কাঁদতে) হুম্...

তৃতীয় বালক: কি কবল, বল তো।

চতুর্থ বালক: কি আবাব! বাজি বেখে বলতে পারি, মেবেছে। তাই না তাবো?

দ্বিতীয় বালক: হ্যাঁ। তোবা তো জানিস ও নকল করে। আমি যখন বললাম 'মারব কিন্তু' ওও বলল "মারব কিন্তু"। আমি তখন বললাম 'থাকে সাহস তো মাবো দেখি!' ওও তাই বলল। তখন আমি দিলাম এক ঘুঁষি। ওও দিল—কিন্তু অনেক বেশী জোরে। (আবাব কাঁদতে শুক কবল)

প্রথম বালক: আমাব সঙ্গেও ঠিক এইই হযেছিল।

তৃতীয় বালক: আব কাঁদিস্ না তাবো। এটা এখন কাঁদাব সময নয।

চতুর্থ বালক: আমি বলি কি, চাবজনই যাই চল, ওকে শিক্ষা দিযে আসি।

প্রথম বালক: চুপ কর না তাবো। তুই তো দেখছি মেয়েবও হদ্দ!

(এইবাব তাবো চুপ কবল)

তৃতীয় বালক: কিন্তু ও যে সবই নকল কবে। শিক্ষাটা দেব কি কবে?

চতুর্থ বালক: কিছু একটা ভাবা যাক।

তৃতীয় বালক: ঐ মাতালের অ্যাকটিং ফ্যাকটিং চলবে না।

প্রথম বালক: ইজি নকল করে ফেলবে।

চতুর্থ বালক: তাহলে আব কিছু ভাবা যাক!

তৃতীয় বালক: কেঁচে গণ্ডুস্! গোড়া থেকে ভাবা যাক!

দ্বিতীয় বালক: (হাততালি দিযে) হযেছে! হযেছে! আমাব একটা বুদ্ধি এসেছে।

প্রথম, তৃতীয়, চতুর্থ বালক: কি? কি? বল না! তাড়াতাড়ি বলে ফেল!

দ্বিতীয় বালক: বিশেষ কিছু নয, বুঝলি। এক জাযগায আমবা চুপ কবে দাঁড়িযে থাকব। তাবপব হঠাৎ আকাশেব দিকে আঙুল দেখিযে

বলব 'আহ...' তখন নকুলেটা নিশ্চয় কিছু একটা বলবে। আর যখন বলবে তখন বাছাধন কট্! আমরা সবাই মিলে ওর নকল করতে শুরু করে দেব!

তৃতীয় বালক: আরে ফাদার! দারুণ আইডিয়া!

প্রথম বালক: খেলতে নেমেই সেনচুরি!

চতুর্থ বালক: সত্যি! অনেক আগেই ভাবা...

দ্বিতীয় বালক: এই...এই...ঐ যে আসছে!

(ছোট্ট নকুলেব গান ভেসে এল)

ছোট্ট নকুলে: আমি নকল কবার রাজা রে ভাই
নকল করার রাজা
কেউ বা হেসে লুটিয়ে পড়ে
কেউ দিতে চায় সাজা!
আমি নকল করার রাজা রে ভাই
নকল করার রাজা।।

দ্বিতীয় বালক: (তিন এবং চাবকে) মনে আছে যা প্ল্যান কবেছি? ঠিক তাক্ বুঝে আমি আকাশের দিকে আঙুল দেখিয়ে বলব 'আহ', আর তোরাও তাই করবি! বুঝেছিস্? ...চুপ, চুপ।

(প্রথম এবং দ্বিতীয় বালক মঞ্চেব শেষ প্রান্তে গিয়ে গুটিসুটি হয়ে বসে পড়ল। তৃতীয় এবং চতুর্থ বালক, মুখোমুখো দাঁড়িয়ে বইল ঠোঁটে আঙুল চেপে। ছোট্ট নকুলে মঞ্চে প্রবেশ কবল বাঁদিক দিয়ে)

ছোট্ট নকুলে: (স্বগত) এখন দেখছি ওরা চারজন এক সঙ্গে। চারজনকে একসঙ্গে নকল করাটা একটু গণ্ডগোলের ব্যাপার আর মুস্কিলও বটে —তবে চারটেই তো ছোটখাটো হনুমান। ওদের তো তুড়িতে উড়িয়ে দেব!

(ছোট্ট নকুলে তৃতীয় এবং চতুর্থ বালকেব কাছে গেল। তিনজন নির্বাক পবস্পবকে লক্ষ্য কবল। তাবপব তৃতীয় এবং চতুর্থ বালক নম্রভাবে অভিবাদন জানাল। ছোট্ট নকুলেও তাই করল। তৃতীয় এবং চতুর্থ বালক ওব দিকে চেযে হাসল। ছোট্ট নকুলেও হাসল)

তৃতীয় বালক: আহা!

ছোট্ট নকুলে: আহা!

চতুর্থ বালক: ওহো! উহুঁ! আহাঁ!

ছোট্ট নকুলে: ওহো! উহুঁ! আহাঁ!

(তৃতীয় এবং চতুর্থ বালক আবার অত্যন্ত নম্রভাবে অভিবাদন করল। ছোট্ট নকুলে ওদের হুবহু অনুকরণ করল। অল্প বিরতি)

দ্বিতীয় বালক: (হঠাৎ আকাশের দিকে তাকিয়ে) আহা!

চতুর্থ বালক: (আকাশের দিকে আঙুল দেখিয়ে) আহা!

ছোট্ট নকুলে: (নকল করাব কথা ভুলে গিয়ে এবং আকাশের দিকে তাকিয়ে) কি? কি দেখছ আকাশে?

তৃতীয় ও চতুর্থ বালক : (সঙ্গে সঙ্গে) কি? কি দেখছ আকাশে?

ছোট্ট নকুলে: ও! আমাকে জব্দ করার চেষ্টা?

(প্রথম এবং দ্বিতীয় বালক, পেছন থেকে লাফিয়ে এল)

প্রথম এবং দ্বিতীয় বালক: ও! আমাকে জব্দ করার চেষ্টা!

ছোট্ট নকুলে: ও! সব বাঁদর এক সঙ্গে জুটেছ আমায় নকল করবে বলে?

চার বালক: ও! সব বাঁদর এক সঙ্গে জুটেছ আমায় নকল করবে বলে?

ছোট্ট নকুলে: সব এক একটা হাঁদারাম মাইতি!

চার বালক: সব এক একটা হাঁদারাম মাইতি!
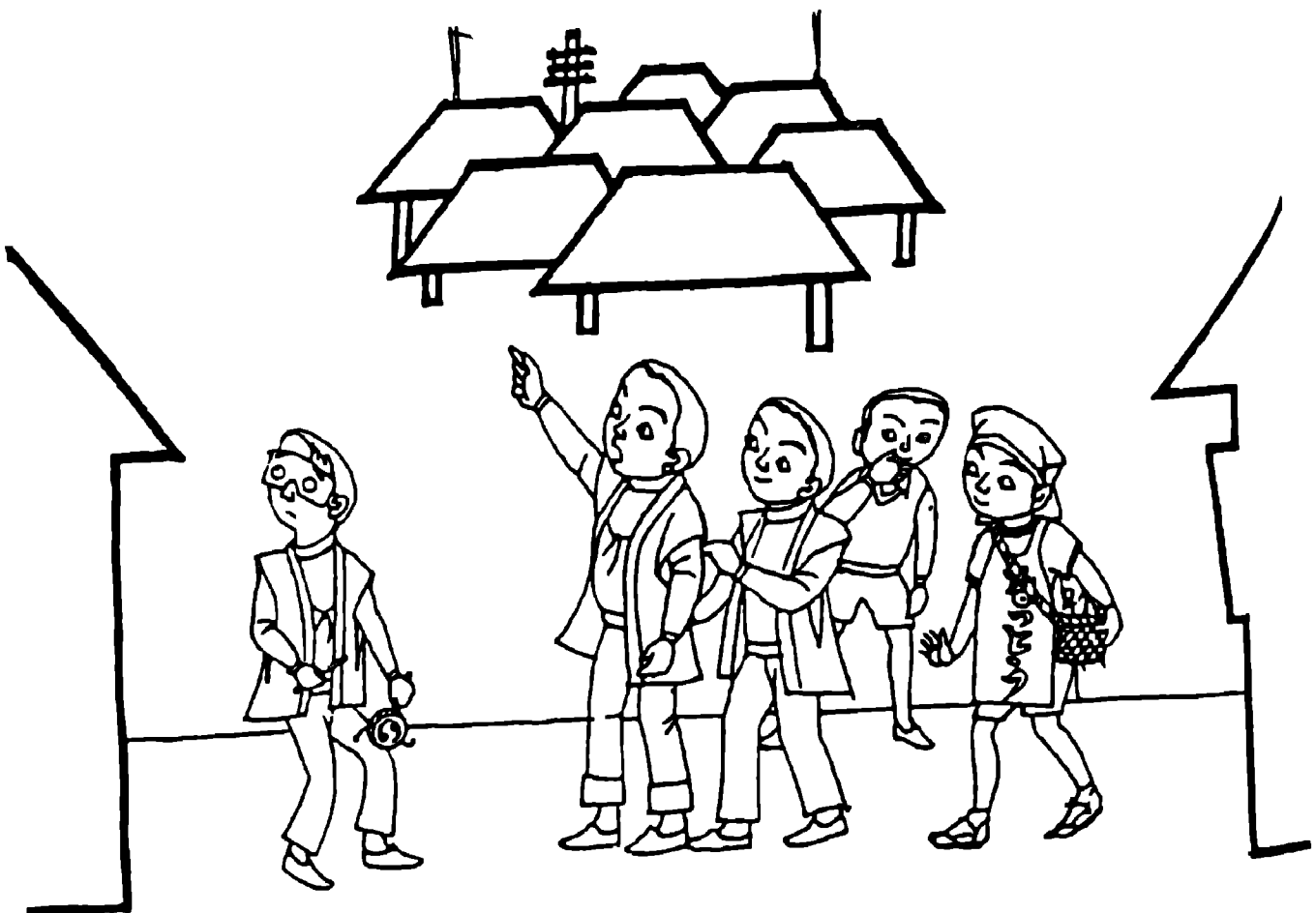
ছোট্ট নকুলে: (হঠাৎ গা ঝাড়া দিয়ে নাচতে আবম্ভ করল)

আমি নকল করার রাজা রে ভাই

নকল করার রাজা!

সব বালকরা: (ওকে ঘিবে আব নকল করে নাচতে নাচতে)

আমি নকল করার রাজা রে ভাই

নকল করার রাজা...

ছোট্ট নকুলে: যেমনি নাচ তেমনি তালের জ্ঞান!

সব বালক: যেমনি নাচ তেমনি তালের জ্ঞান!

ছোট্ট নকুলে: বাজে বোক'না। বুঝেছ?

সব বালক: বাজে বোক'না। বুঝেছ?

ছোট্ট নকুলে: (মুখ ভ্যাঙচিয়ে) ইয়্যা...

(ওবা সবাই এবাব ওকে ধবে বিকট ভাবে মুখ ভ্যাঙচাতে লাগল)

ছোট্ট নকুলে: এই বাঁদরেব দল! হচ্ছে কি?

সব বালক: এই বাঁদরের দল! হচ্ছে কি?

ছোট্ট নকুলে: হুঁ নকল হচ্ছে!

সব বালক: হুঁ নকল হচ্ছে!

ছোট্ট নকুলে: পারবে আমার মতন? জান আমি কে?

সব বালক: পাববে আমার মতন? জান আমি কে?

ছোট্ট নকুলে: আমি হলাম ফেমাস্ ছোট্ট নকুলে!

সব বালক: আমি হলাম ফেমাস্ ছোট্ট নকুলে!

ছোট্ট নকুলে: চুপ! চুপ রও! সট্ আপ্!

সব বালক: চুপ! চুপ রও! সট্ আপ্!

ছোট্ট নকুলে: এবার কিন্তু আমি চটছি!

সব বালক: এবার কিন্তু আমি চটছি!

ছোট্ট নকুলে: এক ঘুঁষিতে দাঁত ভেঙে দেব!

সব বালক: এক ঘুঁষিতে দাঁত ভেঙে দেব!

ছোট্ট নকুলে: (আঙুল তুলে শাসিয়ে) আমি...

সব বালক: (আঙুল তুলে শাসিয়ে) আমি...

ছোট্ট নকুলে: (মুখেব সামনে চাবটে আঙুল দেখে, সাহস হাবিয়ে কাঁদতে আরম্ভ করল) ও মাগো...ও বাবারে...

সব বালক: (কান্নাব নকল কবে) ও মাগো...ও বাবারে...

(ছোট্ট নকুলে চিৎকার কবে কাঁদতে কাঁদতে মঞ্চ থেকে বেরিয়ে গেল বাঁদিক দিয়ে। সব বালকই ওব পেছন পেছন গেল নকল কবতে কবতে)

ছোট্ট নকুলে: ওমা...দেখ এরা কি করছে!

সব বালক: ওমা...দেখ এরা কি করছে!

ছোট্ট নকুলে: (হাউ হাউ করে কান্না)

সব বালক: (কান্নার নকল এবং পবে) আর কখন ঐ বাঁদরামো কোর না! বুঝেছ!

ছোট্ট নকুলে: (হাউ হাউ কবে কান্না)

সব বালক: কেমন জব্দ বাছাধন! কেমন জব্দ!

যবনিকা

ছবি : সাবুবো নিশিয়ামা

পোষাক
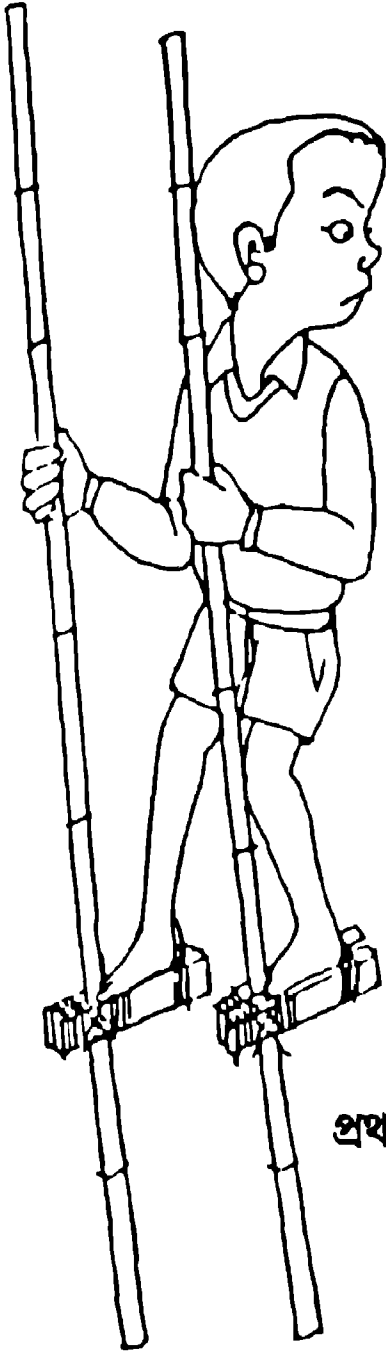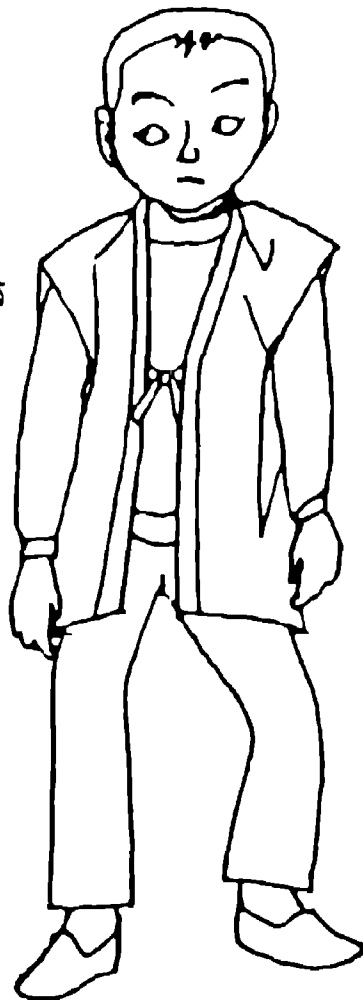
মঞ্চ সামগ্রী
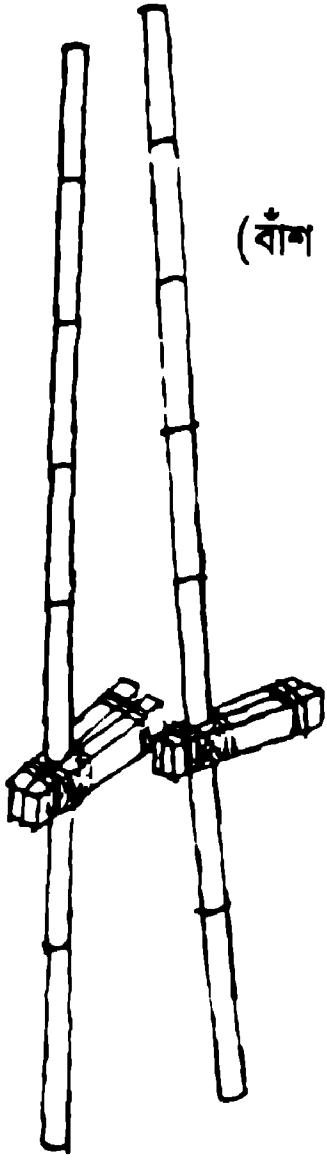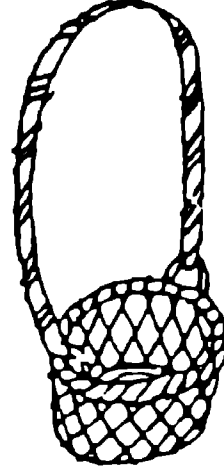
(বাঁশ দিয়ে তৈরী)
বাঁশের তৈরী সাজি
খড়ে মোড়া সোয়াবীন বাদাম
ডুগডুগি
ছোট্ট নকুলের মুখাশ
ফতুয়া
হাত কাটা
শক্ত কাগজের তৈরী
দ্বিতীয় বালকের পোষাক
(জাপানী ভাষায় লেখা
বাদাম)
পেছন দিকের নক্সা
দ্বিতীয়
বালকের টুপি
তৃতীয় বালক
চতুর্থ বালক
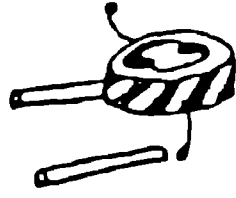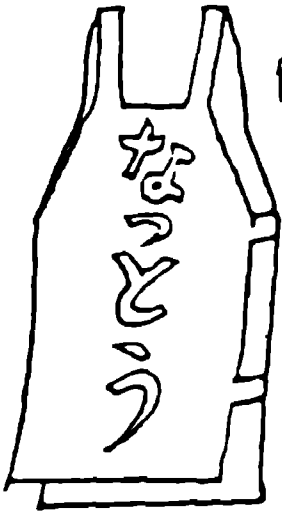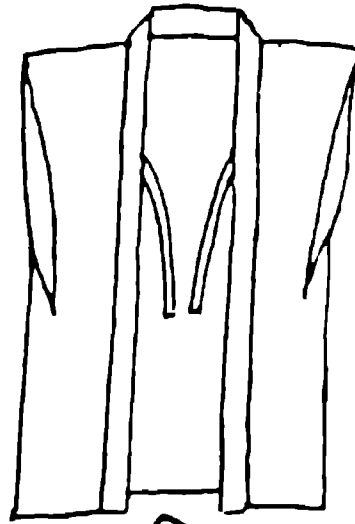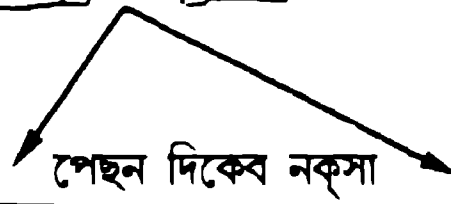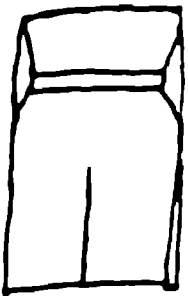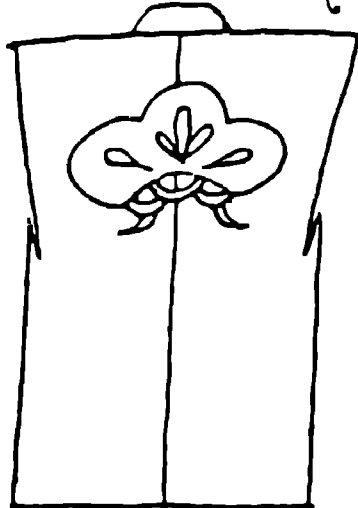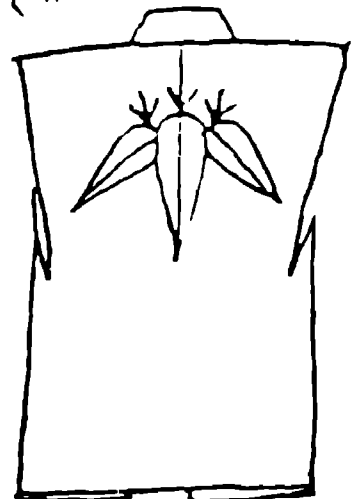
একটি কচ্ছপ ও তার বাঁশী

—মালয়েশিয়া—
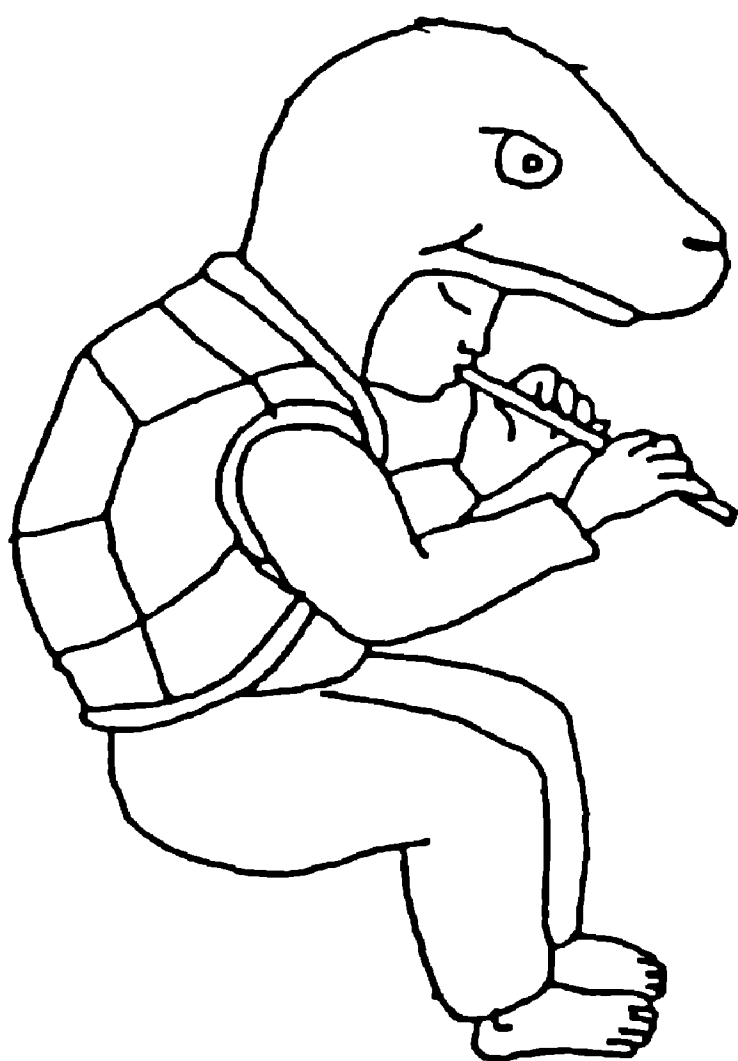
একটি কচ্ছপ ও তার বাঁশী

হেরাণী ইসমাইল সুকী

চরিত্রলিপি

কচ্ছপ	সঙ্গীতজ্ঞ
শিয়াল	কচ্ছপের বন্ধু
মোরগ	কচ্ছপের বন্ধু
ছাগল	কচ্ছপের বন্ধু
শামুক	কচ্ছপের বন্ধু
হাঁস	কচ্ছপের বন্ধু
ব্যাঙ	কচ্ছপের বন্ধু
শশক	কচ্ছপের বন্ধু
বানর	লোভী বৃদ্ধ বাঁদর
বানর শিশু	বাঁদরের ছোট্ট শিশু
হরিণ	কচ্ছপের বন্ধু
কাঁকড়া	কচ্ছপের বন্ধু

(দুপুর বেলা। গ্রামেব শেষ প্রান্ত। বাঁশী বাজাতে বাজাতে কচ্ছপ মঞ্চে প্রবেশ কবল। কিছুক্ষণ এদিক ওদিক ঘোবাব পব বসে পড়ল গাছের গুঁড়ির ওপর। শিযাল মঞ্চে প্রবেশ কবে ওব ডান দিকে দাঁড়িযে মোহিত হযে বাঁশী শুনল তাবপব তাড়াতাড়ি মঞ্চ থেকে বেবিয়ে গিযে মোবগকে ডেকে নিযে এল)

শিয়াল: শোন মোরগ ভাই শোন! বাঁশীর আওয়াজ ভারি মিষ্টি, তাই না? অপূর্ব। কি মধুর সুর। আহা...

মোরগ: সত্যিই সুন্দর, শিয়াল ভাই। আমারও খুব ভাল লাগছে। কচ্ছপ ভায়ার হাত বড্ড মিষ্টি। কি সুন্দব বাজায়।

শিয়াল: হুম...এস আমরা তালে তালে নাচি।

মোরগ: (লজ্জায) না।

শিয়াল : না কেন? আমার সঙ্গে নাচতে আব বুঝি ভাল লাগে না?

মোরগ: না না, তা নয়।...আমাব লজ্জা কবে।

শিয়াল: ও মা, কাকে দেখে লজ্জা? আব, আমাদের জানাশোনা তো বহুকালেব।

মোরগ : কচ্ছপ ভাই তো দেখবে। ও ঠিক মাকে বলে দেবে!

শিয়াল: না না। ও তেমন লোকই নয়। তাছাড়া চোখ তো বন্ধ, দেখবে কি করে? এস।

(ওবা দুজন মহানন্দে নাচে। বাঁদিক দিযে মঞ্চে প্রবেশ কবল ছাগল। বাঁশী শুনে সেও মুগ্ধ। শিযাল আব মোবগকে নাচতে দেখে ছাগল হাসল এবং ডাকল শামুককে)

ছাগল: ও শামুক ভায়া, শিগ্গীর এস। দেখে যাও! পেয়েছি! পেয়েছি!

শামুক: (মঞ্চেব বাইবে থেকে) কি? কি পেয়েছ? কোথায়?

(শামুক মঞ্চে প্রবেশ কবল হাঁপাতে হাঁপাতে)

শামুক: ও মা! কি মিষ্টি বাঁশীর সুর! (শিযাল এবং মোবগকে নাচতে দেখে একটু ব্যঙ্গ ভবে হেসে) দেখ, দেখ, শিয়াল মোরগের নাচ! (হাসল)

ছাগল: কথাটা বলেছ মন্দ নয! তবে বাঁশীতে কচ্ছপ ভায়ার হাত বড মিষ্টি। আমি তো ভাবছি ওর কাছে শিখব। ভেড়ারা তাহলে আব আমায তাচ্ছিল্যেব চোখে দেখবে না!

শামুক: থাক, থাক, ঐ সব স্বপ্ন দেখে আর কাজ নেই! ভেড়ারা তোমাকে পাত্তাও দেবে না। তুমি এমন কুঁড়ে যে, জীবনে স্নান করো না!

ছাগল: কি বললে?

শামুক: আহা চটছ কেন? তোমায় ক্ষ্যাপাচ্ছিলাম। আরে তোমায় কে না পছন্দ করে? তুমি যেমন ফিটফাট, তেমনি সুন্দর আর কেতাদুরস্ত! (নিজের মনে) শুধু যদি জানতে ভায়া যে তোমরা গায়ে কি ভীষণ বোঁটকা গন্ধ!

ছাগল: কি বললে?

শামুক: হুম? ...নাঃ কিচ্ছু না।

(কচ্ছপ বাঁশী বাজান বন্ধ করল। শিয়াল, শামুক, মোবগ আব ছাগল ওকে ঘিরে ধরল)

শিয়াল: থামলে কেন ভাই, বাজাও না! মোরগের সঙ্গে আর একটু নেচেনি! এমন সুযোগ তো চট করে মেলে না!

মোরগ: সত্যি ভাই কচ্ছপ! তোমার হাত দারুণ মিষ্টি! খুব ভাল লাগছিল। হঠাৎ থামলে কেন? প্লিজ! আরও বাজাও...প্লিজ!

ছাগল: হ্যাঁ, হ্যাঁ, বাজাও! আমারও ভাল লাগছিল। অন্ততঃ আর একটা সুর শুনিয়ে দাও!

কচ্ছপ: থকে গেছি ভাই। ঐ একই সুর বাজিয়ে বাজিয়ে এবার একঘেয়ে লাগছে। ভাল লাগছে না। আর অন্য কিছু মনেও আসছে না। আজ থাক, আর একদিন হবে'খন!

অন্য সবাই: আচ্ছা...একটা...স্রেফ একটা। তারপর আর তোমায় বিরক্ত করব না।

কচ্ছপ: সত্যি বলছি—আর কোন কিছু আমার মনে পড়ছে না! আর ঐ একই সুর বার বার সারাদিন বাজিয়ে ফেড্ আপ্ হয়ে গেছি।

শিয়াল: আমি একটা নতুন গান জানি যা নিশ্চয় তুমি শোননি। শুনবে?

কচ্ছপ: কি গান? আচ্ছা, গাও, যদি ভাল হয় আমিও বাঁশীতে বাজিয়ে শুনিয়ে দেব।

শিয়াল: সত্যিই ভাল! ছুঁয়ে বল তুমি বাজাবে!

কচ্ছপ: এই দেখ! আরে বলছি তো, গানটা গাও। আগে শুনি তবে তো বাজাব। আর তোমরাও সবাই মিলে গাইবে। রাজি?

মোরগ: আমরা সেই সঙ্গে নাচতে পারি?

কচ্ছপ: নিশ্চয়ই!

শিয়াল: গানটার নাম হল হস্তীনৃত্য—হাতির নাচ। আর গানটা হল:

বনে যবে ফোটে ফুল
হাতি শুঁড় তুলে,
নাচে আর গান গায়
খাওয়া দাওয়া ভুলে॥

কচ্ছপ: (বাঁশীতে সুবটা বাজিয়ে) কেমন লাগল?

শিয়াল: চমৎকার!

কচ্ছপ: আচ্ছা! এবার তাহলে সবাই গাও আর নাচো! রেডি? স্টার্ট!

(ওবা সবাই গায। শিযাল আগে আবম্ভ কবে তাবপব অন্যবা ধবে। ইতিমধ্যে হাঁস, ব্যাং এবং শশকও মঞ্চে প্রবেশ কবে এবং তাবাও নাচে আব গানে যোগ দেয। অল্পক্ষণ পবে কচ্ছপ উঠে দাঁড়ায এবং সবাই ওব পেছন পেছন নাচতে নাচতে মঞ্চ থেকে বেবিযে যায়—বাঁ দিক দিযে।)

দ্বিতীয় দৃশ্য

(সবে সন্ধ্যা। এক গাছের ডালে বসে বুড়ো বানব আব শিশু বানব খাওয়া দাওয়া সেবে ঝিমুচ্ছে। শিশু বানব ঘুমিযে আছে এক ডালে হেলান দিযে আর বুড়ো বানর ঐ গাছেরই একটা ডাল হাতে নিযে হাওযা খাচ্ছে! দূর থেকে বাঁশীর সুর ভেসে এল। বুড়ো বানর সচকিত হ্যে এদিক ওদিক দেখল আওযাজটা কোথা থেকে আসছে)

বুড়ো বানর: বাঁশীর আওয়াজ মনে হচ্ছে!...কি মিষ্টি আওয়াজ!... কে বাজাচ্ছে কে জানে! (এমন সময কণ্ঠস্বব শোনা গেল) ও বাবা, ওটা আবার কি? কোন পালা পাব্বণ আছে না কি? থাকলে তো ঠকে গেলাম! (পেটে হাত বুলিযে) পেট একেবারে টইটুম্বুর ভর্তি! (ছেলেকে জাগিয়ে) এই ওঠ...ওঠ...শুনতে পাচ্ছিস্?

শিশু বানর: (ধড়ফড় কবে উঠে বসে) কি বলছ বাবা? কে আসছে?

বুড়ো বানর: এই দেখ্! আরে, আমি বলছি আওয়াজটা শুনতে পাচ্ছিস?

শিশু বানর: আওয়াজ তো শুনছি, কিন্তু কিসের আওয়াজ বাবা? ...আগে তো কখন শুনিনি! ভূতের আওয়াজের মতন। তাই না বাবা?

বুড়ো বানর: দুর বোকা! ওটা হল বাঁশী! কে বাজাচ্ছে কে জানে! ভারি মিষ্টি!

শিশু বানর: বাবা, তুমি বাঁশী বাজাতে পারো?

বুড়ো বানর: পারি মানে? জানিস না যে, আমি হলাম এই তল্লাটের সব চেয়ে বেস্ট বাঁশুরীয়া?

শিশু বানর: কৈ? তুমি তো কখন বাজাও না!

বুড়ো বানর: (গলা ভারি কবে) অনেকদিন হল ছেড়ে দিয়েছি। তোমার মা মারা যাওয়ার পর থেকে আর বাজাই না।

(কচ্ছপ আর নাচ গানেব দল, গান গেয়ে নাচতে নাচতে মঞ্চে প্রবেশ কবে, মঞ্চেব মাঝামাঝি এসে থেমে গেল, নাচ, গান শেষ। সবাই বেশ ক্লান্ত।)

বুড়ো বানর: কি হে কচ্ছপ ভায়া, আছ কেমন? বহুদিন দেখা সাক্ষাৎ নেই। বলি, এতদিন কোথায় লুকিয়ে ছিলে ভায়া?

কচ্ছপ: ভালই আছি। তা তুমি আছ কেমন? আমি তো এ পাড়ায় আজকাল আর থাকি না।

বুড়ো বানর: সেইজন্যই বহুকাল দেখা হয়নি। তা হরিণ ভায়া কোথায়? তাকে তো দেখছি না?

কচ্ছপ: এই এক্ষুণি আসছে। এল বলে।

বুড়ো বানর: এক্ষুণি বাঁশী শুনছিলাম। তুমি বাজাচ্ছিলে বুঝি?

কচ্ছপ: হ্যাঁ।

বুড়ো বানর: (গাছেব ওপবে বসে। স্বগত) বাঁশীটা তাহলে কচ্ছপ ভায়ার। বাগাতে হচ্ছে।(গাছ থেকে নামতে শুরু কবল)

শিশু বানর: বাবা, কোথায় যাচ্ছ?

বুড়ো বানর: চুপ করে বসে থাক! আমি একটু নিচে যাচ্ছি।

শিশু বানর: বাবা, সাবধান!

(বুড়ো বানব নিচে নেমে এল কচ্ছপ এবং তাব দলেব মধ্যে)

কচ্ছপ: এস এস। কি ব্যাপার?

বুড়ো বানর: তুমি তো খাসা বাজাও ভায়া! তা এতে কি যাদু আছে?

কচ্ছপ: ওমা, যাদু থাকবে কেন? এটা আমি নিজে হাতে বানিয়েছি!

বুড়ো বানর: তাই বুঝি? সত্যি, তোমার তুলনা হয় না! তোমার বন্ধু হওয়ায় গর্বের কথা! তা বলছিলাম কি, এই বাঁশীটা আমায় দেবে? তার বদলে, এই বাগানেব আম, জাম, কাঁঠাল যা চাও, যত ইচ্ছে চাও আমি দেব!

কচ্ছপ: না ভাই! এ বাঁশী আমার বড় প্রিয়! আর, বার বার কি আব এর মতন বানানো যায়?

বুড়ো বানর: এই দেখ! আরে ভায়া এ বাগানেব ফল একেবারে ফার্স্ট ক্লাস! ঐ দেখ! ঐ ওপরে! আমগুলো পাকা টস্‌টসে আর বসে ভবপুব। একটা খেলে জীবনে ভুলবে না! যদি একটু খবর দিতে যে তোমবা আসছ, তো গাছ উজাড় কবে পেড়ে বাখতাম! তা, ঠিক আছে, কাল পেড়ে বাখব—সক্কলকাব জন্যে! খাও তো সবাই?

(সবাই 'হ্যাঁ হ্যাঁ' কবে উঠল মহা উৎসাহে)

কচ্ছপ: না বানর ভাই, ও আম টাম আমাব দবকাব নেই!

বুড়ো বানর: ঠিক বলছ? সত্যিই আম চাই না?

কচ্ছপ: না, সত্যিই চাই না।

বুড়ো বানর: বাকি সকলের তো দেখছি খুবই পছন্দ! বল তো কয়েকটা পেড়ে এনে এঁদের দি?

কচ্ছপ: বন্ধু হিসেবে দাও তো আলাদা কথা!

বুড়ো বানর: না ভাই তা হয় না। বাঁশী না দিলে আম পাবে না!

কচ্ছপ: তাহ'লে দরকার নেই।

বুড়ো বানর: তার মানে বাঁশীটা আমায় তুমি দেবে না?

কচ্ছপ: না ভাই। পারব না। তুমি কিছু মনে কোর না।

বুড়ো বানর: ঠিক আছে! তা না হয়, একবার বাজাতে তো দাও! একবার!

কচ্ছপ: (ইতস্তত কবে) ঠকাবে না তো?

বুড়ো বানর: এই দেখ? ঠকাবো? তোমায়? আমবা বলে কতকালেব বন্ধু হলায় গলায়..

(কচ্ছপ বাঁশীটা বুড়ো বানবকে দিল। সে অত্যন্ত মনোযোগ সহকাবে ওটা দেখল)

বুড়ো বানর: (হঠাৎ বাঁ দিকে দেখিযে) দেখ তো কে যেন আসছে!

(কচ্ছপ এবং অন্যান্য সকলে সচকিত হযে তাকাল। সেই সুযোগে বাঁশীটা নিযে বুডো বানব উঠে গেল গাছেব ওপব। এই ভাবে ঠকে গিযে সবাই ক্ষুব্ধ, বাগান্বিত। কচ্ছপ তো হতাশ হযে বসেই পড়ল কথা না বলে। একদম মর্মাহত)

শিয়াল: আমাদেব ঠকাল!...এই বুড়ো বাঁদব, শিগ্গীব বাঁশীটা ফেবৎ দে!

সকলে একসঙ্গে: এই জোচ্চোর বাঁদব! কচ্ছপ ভায়াব বাঁশীটা দেবে কি না?

বুড়ো বানর: (গাছেব ওপব থেকে, হেসে) এইবার বোঝ বাছাধনেবা! হেঁ হেঁ হেঁ... কাল এস তখন দেখা যাবে! (ছেলেকে) এই নে খোকা, শোন তোর বাবা বাঁশী বাজাচ্ছে! শোন মন দিযে!

শিশু বানর: ও হো! আমার বাবার বাঁশী! কি সুন্দর বাঁশী!

(বুড়ো বানব বাঁশী বাজাতে আবম্ভ কবল। একদম বেসুবো)

শিশু বানর: কৈ বাবা! কচ্ছপকাকু কত সুন্দর বাজায়। তুমি কিচ্ছু পারো না!

বুড়ো বানর: (বেগে) চুপ! তুই বাঁশীর কি বুঝিস? (বাজাতে থাকে)

(নিচে কচ্ছপ এবং বন্ধুবা পবামর্শ কবে কি কবে বাঁশীটা পাওয়া যায়।)

মোরগ: দাঁড়াও, আমি চেষ্টা করে দেখি। উড়ে যদি একটা ডালে বসতে পারি তো ঠিক কেড়ে আনতে পারব!

শিয়াল: না না, তুমি থাক মোরগ ভায়া। আমি উঠছি। তুমি তো জান আমরা গাছে উঠতে অভ্যস্ত!

বাকি সকলে: হ্যাঁ, হ্যাঁ, সেই ভাল। শিয়াল ভায়াই উঠুক! ও বেশ বড় সড আছে। বাঁদরটা ওকে দেখলেই ভয় পাবে।

(শিয়াল গাছে উঠতে চেষ্টা কবে কিন্তু পাবে না। একটু ওঠে কিন্তু পিছলে যায়। দু চাববাব চেষ্টা কবাব পব যদি বা একটু উঠল, দেখা গেল বানবটা আবও অনেক ওপবে। বিফল হযে শেষ পর্যন্ত ফিবে এল)

বাকি সকলে: (উৎসাহ সহকাবে) শিয়াল ভাযা, দেখ না আব একবার চেষ্টা করে! তুমি ঠিক পারবে! আব একবাব দেখ না চেষ্টা করে।

শিয়াল: (বিফল মনোবথে) না ভাই। ও আমাব কম্ম নয়। ও যে ডালে আছে সেটা অনেক ওপরে।

ব্যাঙ: তাহলে মোরগ ভায়া চেষ্টা করুক! কে বলতে পারে হযত ওই পারবে।

শামুক, শশক, ছাগল ও হাঁস: হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ! মোরগ ভায়া তো উড়তেও পারে। দেখাই যাক না!

মোরগ: ঠিক হ্যায়! তোমরা সব সবে একটু জাযগা করে দাও। আমি উডব!

(সবাই সবে গিযে মোবগেব জন্য জাযগা কবে দিল। মোবগ তৈবী হযে পাখনা ঝাড়া দিযে, দৌড়ে গেল, কিন্তু উডতেই পাবল না। পড়েই গেল)

ছাগল: (ওব দিকে এগিযে) ও মোরগ ভাই ঠিক আছ তো?

মোরগ: হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠিক আছি। সব সরে যাও, আমি আর একবাব চেষ্টা করে দেখি।

(এবার ফল কিছু ভাল হল কিন্তু ডান দিকেব ডানাটা গাছেব ডালে লেগে গেল এবং আবার গেল পড়ে)

মোরগ: (ব্যথায ছটফট কবতে কবতে) ওরে বাবা আমার ডানা...উঃ কি যন্ত্রণা!

সবাই ওকে ঘিরে: আহা! বেচারা! বড্ড কষ্ট হচ্ছে? ডানা ভাঙেনি তো? কোথায় লাগছে?

কচ্ছপ: যাক গে! ঐ বাঁশী নিয়ে আর ভেবে কাজ নেই। আজ না হয় কাল পাওয়াই যাবে! হরিণ ভায়া আসুক, দেখা যাবে!

(ওবা সবাই হতাশ হযে গাছেব তলায় বসে পডল। মোবগ বেচাবা ব্যথায় কাঁদতে লাগল আর তাই দেখে শিয়াল এসে ওব ডানায হাত বোলাতে লাগল। ইতিমধ্যে মঞ্চে প্রবেশ কবল হবিণ আব কাঁকড়া)

হরিণ: আরে এই তো আমাদের কচ্ছপ ভায়া আর বন্ধুরা। (ওদেব কাছে গিযে) ও কচ্ছপ ভায়া, পথে কাঁকডা বাবুর সঙ্গে দেখা হল আর ধরে আনলাম। (কচ্ছপ কোন জবাব দিল না) এই, তোমাদেব সব কি হয়েছে বল তো? ব্যাপার কি? (কচ্ছপ তবু চুপ) আরে, কিছু তো বল। কি হয়েছে কি? ছাগল ভাই? ও মোবগ ভাযা? শিয়াল ভায়া, বল তো কি হয়েছে?

শিয়াল: ঐ বুড়ো বাঁদরটা কচ্ছপ ভায়ার বাঁশী চুরি করেছে!

হরিণ: চোর! গেল কোথায? দেখাচ্ছি মজা ওটাকে!

শিয়াল: ঐ তো গাছের ওপর বসে (আঙুল দিযে দেখিযে দিল)

হরিণ: (হতাশাব সুবে) ওরে বাবা!

কাঁকড়া: ঘাবড়ো না ব্রাদার, আমি আছি!

কচ্ছপ: সত্যি? সত্যি সাহায্য করবে?

কাঁকড়া: বিপদে সাহায্য না করলে বন্ধু কিসেব? আমি এনে দিচ্ছি তোমার বাঁশী! (বুড়ো বানবকে) এই বুড়ো বাঁদর...আসছি দাঁড়াও!

কচ্ছপ: সত্যি ভাই। তুমি এত ভাল!

কাঁকড়া: দাঁড়াও! দাঁড়াও! আগে বাঁশীটা উদ্ধার করি। (একটু ভাবল) কি কবে করা যায়? (জোবে) চিম্‌টি কাটা ছাড়া বাস্তা নেই!

(কাঁকড়া গাছেব দিকে এগিযে যায। বুডো বানব তখন বাঁশী বাজাচ্ছে আপন আনন্দে। কোন দিকে তাব ভ্রূক্ষেপ নেই)।

হরিণ: ও কাঁকডা বাবু! (কাছে গিযে) আমার একটা বুদ্ধি নেবেন?

কাঁকড়া: বলুন?

হরিণ: চুপি! চুপি! (কাছে টেনে কানে কানে কিছু বলল। কাঁকডা হাসল এবং মাথা নাডল খুশী মনে)

(গাছের ওপর বুড়ো বানর মনের আনন্দে তার ছেলেকে বাঁশী শোনাচ্ছে। বাঁশীতে সে এমনই বিভোর যে কাঁকড়া যে গাছে উঠেছে সে লক্ষ্যই করেনি। কাঁকড়াকে লক্ষ্য করল শিশু বানর)

শিশু বানর: বাবা! বাবা! তোমার পেছনে ওটা কি?

বুড়ো বানর: চুপ! বলেছি না বিরক্ত করবি না! দেখছিস্ আমি বাঁশী বাজাচ্ছি!

(বাঁশী বাজিয়েই চলে)

শিশু বানর: বাবা!

বুড়ো বানর: চুপ!

(আস্তে আস্তে উঠে এসে কাঁকড়া কাটল এক প্রচণ্ড চিমটি! চিৎকাব কবে উঠে বাঁশী হাতেই বুড়ো বানব পড়ে গেল গাছ থেকে)

বুড়ো বানর: ওরে বাবা রে! মরে গেলাম রে! বাঁচাও! তোমরা বাঁচাও!

(শিশু বানর গাছ থেকে চটপট নেমে ছুটে গেল বাপেব কাছে। সে তখন প্রাণপণে কাতবাচ্ছে)

হরিণ: এবার কি? বুড়ো বাঁদর?

শিয়াল: কি হে জোচ্চোর? কাঁকড়ার চিমটি কেমন লাগল? (বন্ধুদের) এস, দি এই বেইমানটাকে ঠাণ্ডা করে!

(সবাই দৌড়ে গেল বুড়ো বানবের দিকে 'মারো!' 'মারো!' 'দাও বস্তা বানিয়ে' ইত্যাদি চিৎকার করতে করতে)

বুড়ো বানর: দোহাই তোমাদের আমাকে মেরো না।...আমি অন্যায় করেছি—মাফ চাইছি! কচ্ছপ ভাই আমায় ক্ষমা কর! আর কখন এমন অন্যায় করব না!...ওরে বাবা রে, আমার পিঠ গেল!...

কচ্ছপ: ছেড়ে দাও ভাই ছেড়ে দাও! ওর যথেষ্ট শিক্ষা হয়ে গেছে আর ক্ষমাও চেয়ে নিয়েছে!...কিন্তু মনে রেখ! আর কখন করবে না!

বুড়ো বানর: এই কান মলছি। আর কখ্খনো নয়।

ছাগল: ঠিক? ঠিক তো?

বুড়ো বানর: একদম ঠিক।

কচ্ছপ: মনে থাকে যেন। চল ভাই এবার যাই। অন্ধকার হয়ে আসছে। কি হে বাঁদর ভায়া আসবে নাকি আমাদের সঙ্গে?

বুড়ো বানর: আজ পারব না ভাই! ব্যথায় নড়তেই পারছি না! আজ থাক আর একদিন হবে।

কচ্ছপ: আচ্ছা! আমরা তাহলে চলি এবার, কি বল?

বুড়ো বানর: আবার এস কিন্তু! আম, জাম, যা খেতে চাও, সোজা আমার কাছে চলে এস! শরীরটা একটু ঠিক হোক, ব্যথাটা কমুক, সব্বাইকে পেট ভরে খাইয়ে দেব!

(সবাই মহা উৎসাহে 'ঠিক আছে' 'নিশ্চয় আসব' ইত্যাদি বলতে থাকে। কচ্ছপ বাঁশী বাজায এবং সবাই মহা সমারোহে 'হাতিব নাচ' গান ধবে এবং দল বেঁধে নাচতে শুরু কবে—তাবপব কচ্ছপেব পেছন পেছন মঞ্চ থেকে বেরিযে যায)

যবনিকা

ছবি : জানাইনুদ্দিন বিন জামিল

পোষাক
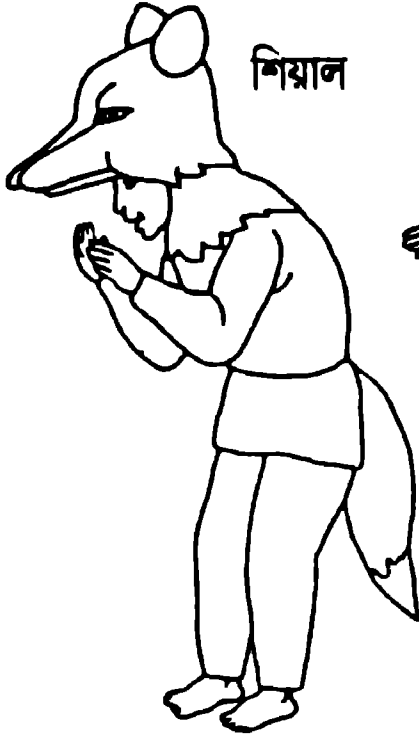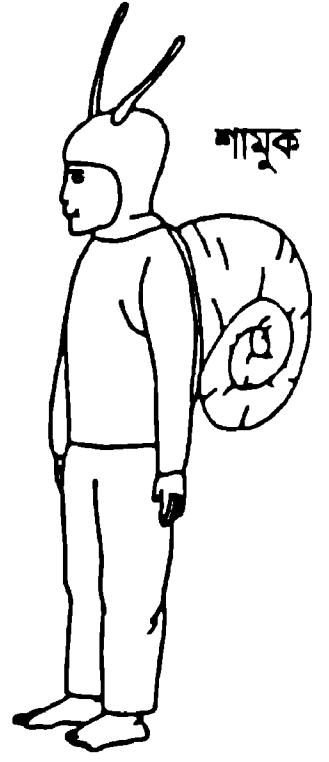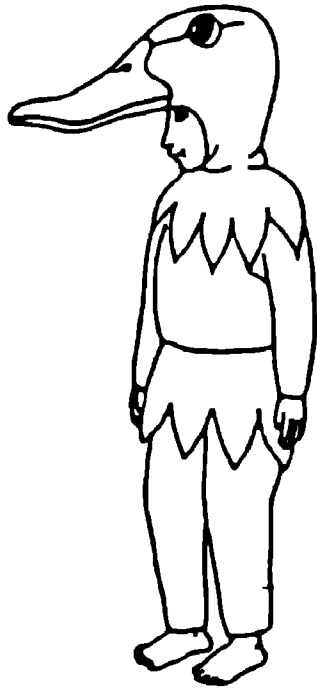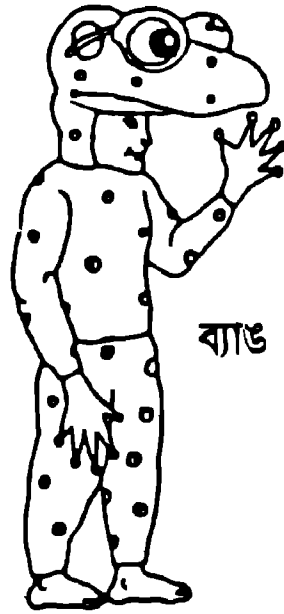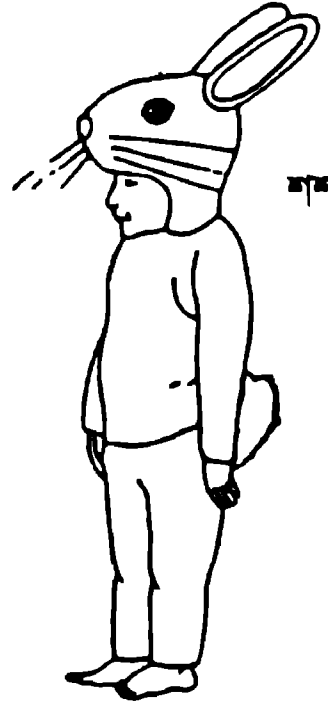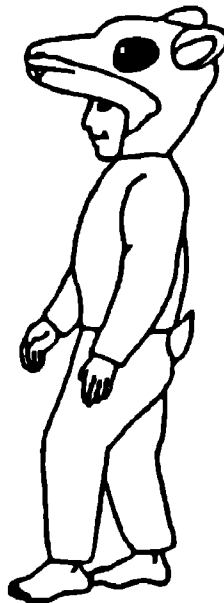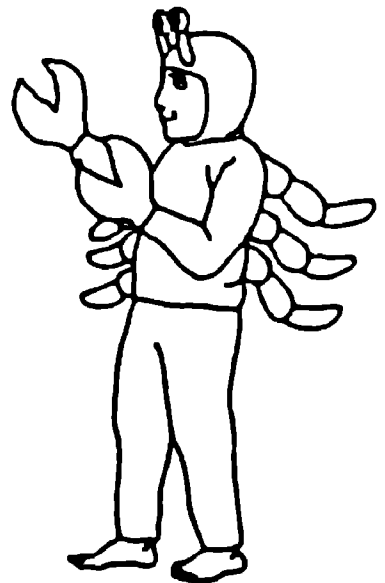
মঞ্চ বিন্যাস

প্রথম দৃশ্য
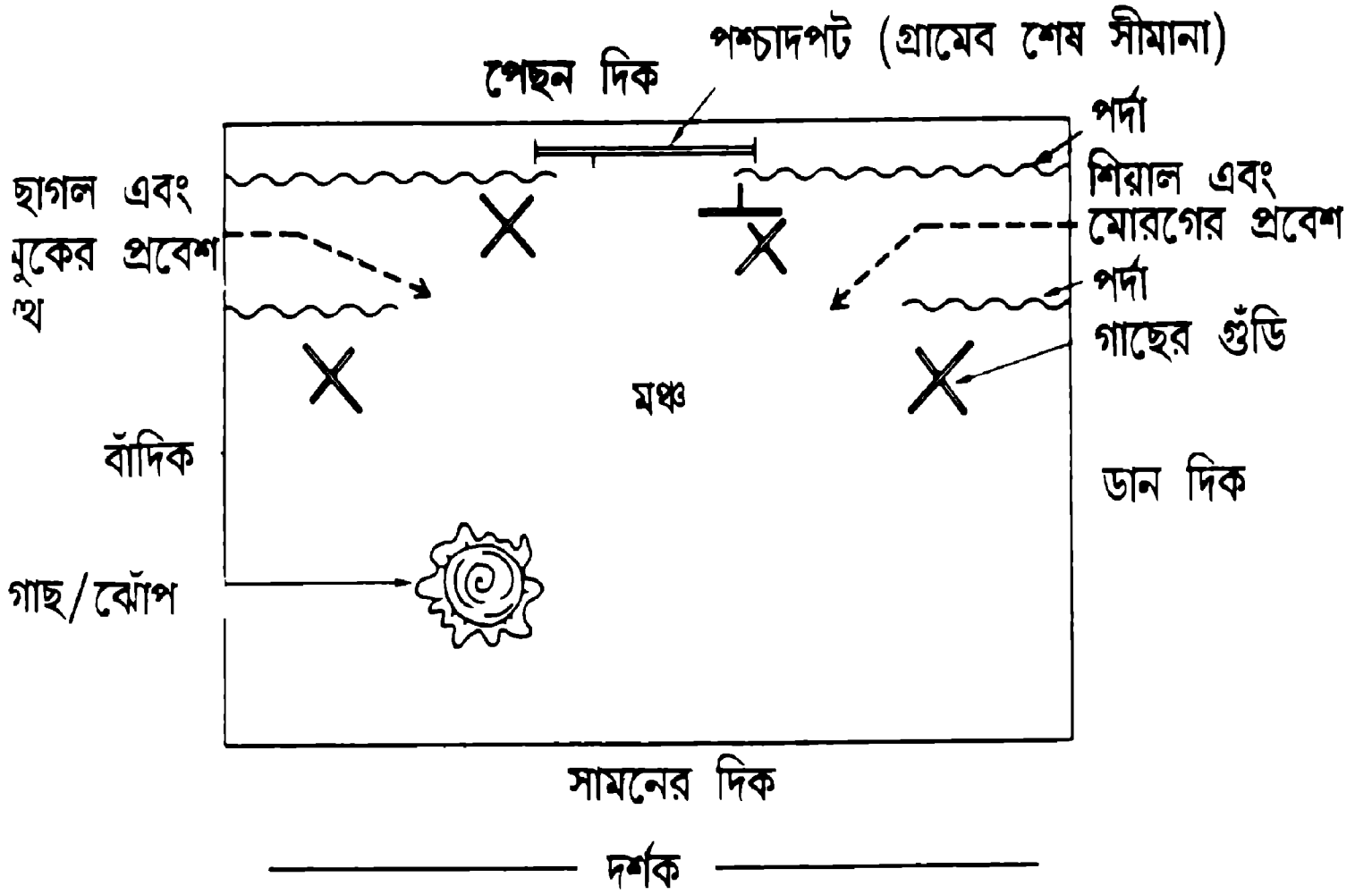
দ্বিতীয় দৃশ্য: পশ্চাদপট বাদ দিয়ে আবও কিছু গাছ মঞ্চে সাজিয়ে দিতে হবে।

হাতি নাচ

পা া গা মা | পা পা পা র্সা | না া ধাঃ ধঃ | পা -া -া -া |

পা গা রা মা | গা -া রা রা | বা া বা বা | সা -া -া পা |

পা -া গা মা | পা -া -া র্সা | না -া ধা ধা | পা -া মা ধা |

পা -া গা পা | মা -া রা মা | গা -া বা -া | সা -া -া -া

স্বরলিপি : ভি বল্‌সারা

কিশোর সিদ্ধার্থ

নেপাল

কিশোর সিদ্ধার্থ

শিব অধিকারী

● চরিত্রলিপি—

সিদ্ধার্থ	কপিলাবস্তুব রাজপুত্র, যিনি পরে ভগবান শ্রীগৌতম বুদ্ধ নামে পরিচিত হন
ছন্দক	রাজপ্রাসাদের বিশ্বস্ত পরিচর্যাকারী
দেবদত্ত	ক্ষত্রিয় জাতির শিকারী এবং সিদ্ধার্থের বন্ধু
শুদ্ধোধন	কপিলাবস্তুর রাজা এবং সিদ্ধার্থের পিতা
মহামাত্য	রাজা শুদ্ধোধনের মহামাত্য

(মধ্যদিন। বাজপ্রাসাদেব নিকটবর্তী উদ্যানে যুববাজ সিদ্ধার্থ এবং ছন্দক ভ্রমণ কবছেন)

সিদ্ধার্থ: চল ছন্দক, আমরা ঐ জলাশয়ের দিকে যাই। নিশ্চয ওখানে এখন হাঁসেদেব মেলা বসেছে! দেখ, দেখ কি সুন্দব...

ছন্দক: (কাছে গিযে) যুববাজ, এখানে এলেই আপনি কেমন জানি উত্তেজিত হযে পড়েন। দৃষ্টিতে স্বপ্নেব আবেশ, কেমন যেন চিন্তায মগ্ন। কেন যুববাজ ?

সিদ্ধার্থ: প্রাকৃতিক পরিবেশে আমি আনন্দে আত্মহারা হযে যাই। বলতে পাব ছন্দক, এই পৃথিবীতে এমন কি কেউ আছে যে এই সব গাছ পালা, ফুল, লতাপাতা, জল দেখলে আনন্দিত হয় না ?

ছন্দক : কিন্তু যুববাজ, আপনার মতন রাজবংশে যাঁদেব জন্ম, এই সব সামান্য জিনিষে মুগ্ধ হওযা তাঁদেব কিছুতেই শোভা পায না। মাননীযা রানীমা আমায নির্দেশ দিযেছেন আপনাকে স্মরণ করিয়ে দিতে যে, জীবন অতি কঠিন বাস্তব। এই সব সামান্য জিনিষে মনোনিবেশ কবা অনর্থক।

সিদ্ধার্থ: (বিমোহিত) দেখ, দেখ ছন্দক...ঐ নীল আকাশেব গাযে...এখন স্পষ্টই দেখা যায বলাকাব দল, সুন্দব সাবি বেঁধে উড়ে আসছে আমাদেবই দিকে! আহা কি অপূর্ব দৃশ্য। নীল আকাশে ছাড়া ছাড়া মেঘেব মধ্যে যেন শ্বেত পদ্মেব মালা!

ছন্দক: এ আব এমন কি অস্বাভাবিক দৃশ্য যুববাজ? ওগুলো তো খুবই সাধারণ পাখী যা সব সময়েই আকাশে উড়ছে!

সিদ্ধার্থ: না, ছন্দক না! নীল নভস্তলে ওদেব এই যে সারি বেঁধে উড়ে যাওয়াব অপরূপ সৌন্দর্য এটা মানুষেব পক্ষে কল্পনাতীত। প্রকৃতিই শুধু পাবে এই অসীম সৌন্দর্য অকপটে সৃষ্টি কবে বিশ্বময ছড়িযে দিতে! কি পবিত্র। নির্মল সৌন্দর্য! দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায, প্রাণ আনন্দে নেচে ওঠে!

ছন্দক: যুবরাজ, ঘুরে ফিবে সেই একই কথা আপনি বাব বাব বলছেন। আসলে, আপনাব প্রকৃতিগত প্রাণ। মহারাজাধিবাজ, আপনাব পিতাশ্রীও সেদিন বলছিলেন যে আপনি গত জন্মে নিশ্চয় কোন যোগী অথবা কবি ছিলেন তাই এ জীবনে আপনার মন প্রাণ প্রকৃতিগত এবং আন্তরিকভাবে আপনি প্রকৃতির পূজারী।

সিদ্ধার্থ: (হেসে) ঠিকই তাই। কোন এক অতীত জীবনে আমি নিশ্চয কোন যোগী ছিলাম, ছন্দক, যাব জন্যে এ জীবনটাও আমি যোগীব মতনই কাটাতে চাই।

ছন্দক: (শংকিত কণ্ঠে) না না, না যুববাজ। এমন কথা বলবেন না। আপনি আমাদেব ভবিষ্যত মহারাজাধিবাজ। এই বিশাল রাজ্যভার আপনাকে গ্রহণ কবতে হবে, ন্যায়েব নিক্তিতে শাসন কবতে হবে, প্রজাপালন করতে হবে। এই সব দুরূহ দাযিত্বের কথা ভেবে, আপনাব মুখে ঐ সব কথা অশোভনীয, বাজকুমাব।

সিদ্ধার্থ: ছন্দক, কেন জানি না, তবে প্রাসাদে বাস করে বাজা হতে আমাব মন যেন কিছুতেই বাজি নয। (হঠাৎ সচকিত হযে) ছন্দক, ঐ দেখ একটা হাঁস সাবি থেকে ছিটকে মাটির দিকে পডছে! চল ছন্দক, শিগগীর চল...

(দু পা যাওযাব পবই হাঁসটা ওদেব পাযেব কাছে পড়ে এবং সিদ্ধার্থ সেটাকে বুকে তুলে ধবে)

ছন্দক: যুবরাজ হাত দেবেন না। দাঁড়ান যুববাজ, দাঁড়ান। ওটা বিষাক্ত হতে পারে। ইস্, কি বক্ত!

সিদ্ধার্থ: (আহত হাঁস ছাডা পাওযাব জন্যে ছটফট কবে) এ নিশ্চয কোন ব্যাধেব অপকীর্তি। কেউ...কোন পাষণ্ড একে ইচ্ছা কবে তীব বিদ্ধ কবেছে। এই নিরীহ পাখী, কাব কাছে কি অপবাধ করেছিল?

ছন্দক: ছেড়ে দিন প্রভু ছেড়ে দিন! এ কোন ব্যাধেব শিকাব। কেন আপনি মিছিমিছি কষ্ট পাচ্ছেন? প্রতিদিন কত পাখীই এইভাবে শিকাব হয।

সিদ্ধার্থ: (অসন্তুষ্ট) ছন্দক, কোন নিবীহ প্রাণীব মৃত্যু দেখলে তোমাব মাযা হয় না? (সিদ্ধার্থ সস্নেহে এবং সাদবে চেষ্টা কবে বক্ত পবিষ্কাব কবতে। হাঁস ছাড়া পাওযাব জন্য ছটফট কবতেই থাকে।) দেখ ছন্দক, দেখ, আহা, বেচারার ডানার ধাবে কত বড আঘাত!

ছন্দক: (আঘাত দেখে) সত্যিই গুরুতর আঘাত সন্দেহ নেই। এ সাবানো অসম্ভব। যুবরাজ, এই আহত পাখীব যত্ন কবে কোন লাভ নেই!

সিদ্ধার্থ: ছন্দক, তুমি এত নির্দয়? একটা নিবীহ এবং আহত প্রাণী আমাদেব কাছে এসেছে। মানুষ হিসেবে আমাদেব কি উচিৎ নয সেই অসহাযকে পরিচর্যা করা, সাহায্য করা?...শীঘ্র যাও এবং বাজ চিকিৎসকেব কাছ থেকে ওষুধ চেয়ে নিয়ে এস। বল, আমি চাইছি। দেখছ না, অসহ্য যন্ত্রণায় বেচারা কি বকম ছটফট করছে!

ছন্দক: (যেতে যেতে) যুবরাজ...আপনি অসীম দযালু!
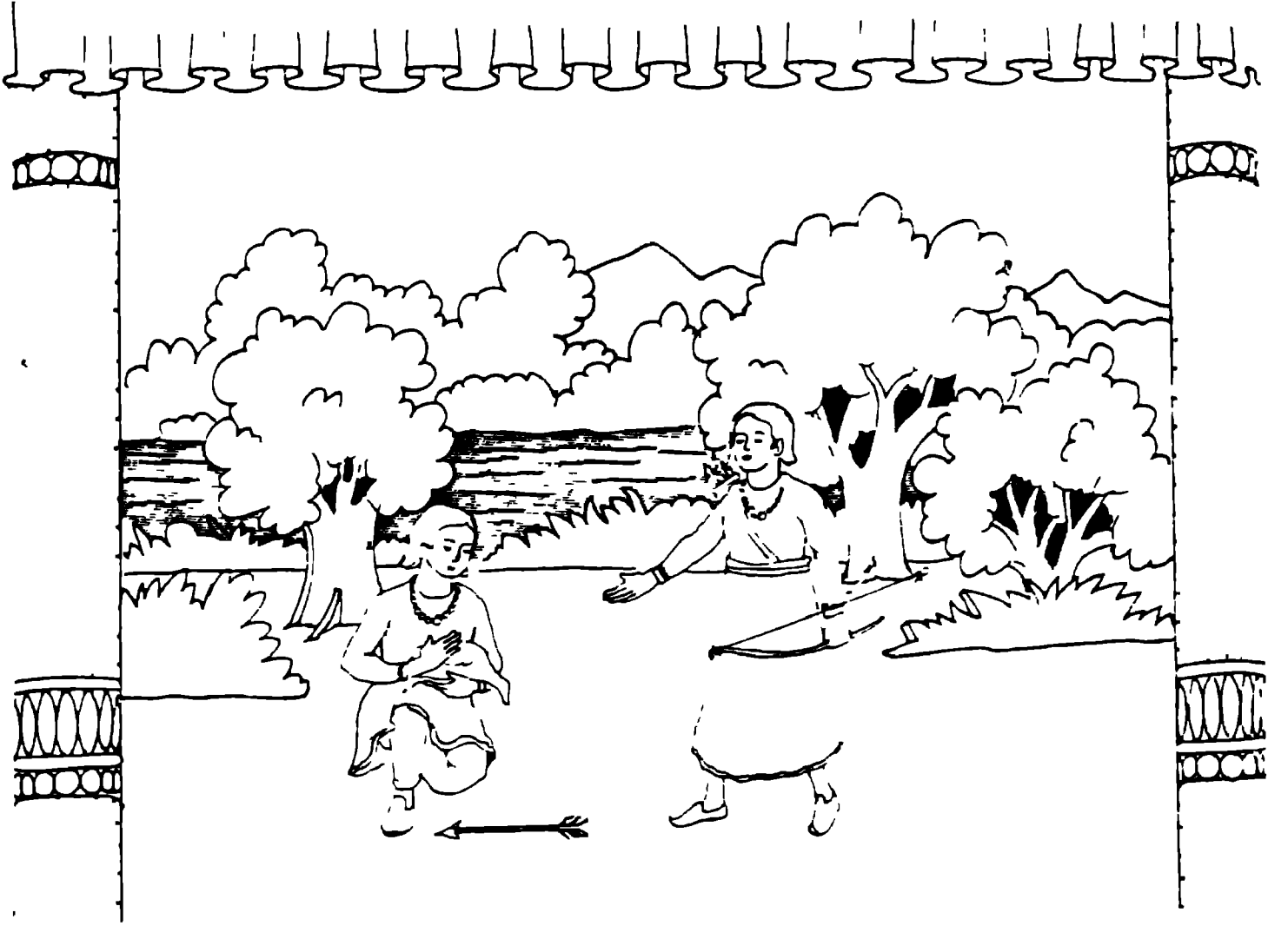
সিদ্ধার্থ: (স্বগত) এ নিতান্তই নিবীহ জীব! কাব কাছে এ কি অপবাধ কবেছে? হে ভগবান! দুর্বলেব সৃষ্টি কি সবলেব অত্যাচার সহ্য কবাব জন্য ?

(এই সময মঞ্চে প্রবেশ কবল দেবদত্ত, যে পাখীকে মেবেছে)

দেবদত্ত: যুববাজ সিদ্ধার্থ, ও হাঁসটা আমাব। দযা করে আমায দিযে দিন।

সিদ্ধার্থ: তোমাব? কেন?

দেবদত্ত: আমার— কারণ—আমিই ওকে তীববিদ্ধ কবেছি!

সিদ্ধার্থ: আচ্ছা! এই ঘৃণ্য অপবাধ তাহলে তুমিই কবেছ? পাপী,বলতে পারো, এ তোমাব কি অপকাব কবেছিল? তোমাব লজ্জা কবে না, অন্যের জীবন বিনষ্ট করতে?

দেবদত্ত: হে দয়ালু বাজকুমাব, ক্ষত্রিয়ের ধর্ম হল বীরের মতন শিকাব কবা। আমি ক্ষত্রিয় সন্তান, শিকার আমার ধর্ম, ঐ হাঁস আমি শিকাব করেছি। অতএব ওটা আমার। দয়া কবে দিয়ে দিন, রাজকুমার।

সিদ্ধার্থ: কখনই নয়। এই নিরীহ আহত পাখী আমি কিছুতেই তোমায় দেব না। এ আমার কাছে এসেছে আশ্রয়প্রার্থী হয়ে। শরণার্থীকে সাহায্য না করা মহাপাপ!

দেবদত্ত: ঠিক আছে যুবরাজ! আমি ক্ষত্রিয় এবং শিকারী। যে কোন উপায়েই হক, আমার ন্যায্য প্রাপ্য আমি নিয়েই নেব। আপনি দেখে নেবেন!

(ছন্দক এল)

সিদ্ধার্থ: জান ছন্দক, দেবদত্ত বলছে যে এই আহত হাঁস নাকি ওব এবং নিয়ে যেতে চায়। আমি কিছুতেই দেব না—মরে গেলেও না!

(ছন্দক ক্ষতেব ওপব মলম লাগায। হাঁসটা আবও ছটফট কবে, ডাক ছাডতেও আরম্ভ কবে)

দেবদত্ত: (বাগে গজগজ কবে যেতে যেতে) তুমি তাহ'লে আমার হাঁস আমায় কিছুতেই দেবে না?...বেশ, আমিও দেখে নেব!

সিদ্ধার্থ: (পালকে এবং ডানায হাত বোলাতে বোলাতে) ওরে আমার! বেচাবা হাঁস...তুই কত সুন্দর! ছন্দক, মানুষ কি অসম্ভব রকম নিষ্ঠুব যে, এই রকম একটা নিরীহ প্রাণী, যে কখন কারো ক্ষতি করেনি, তাকে মারতেও দ্বিধা করে না!

ছন্দক: যুবরাজ, এবার আমাদের ফেরার সময় হল। চলুন, একেও না হয সঙ্গে নিয়ে চলুন।

সিদ্ধার্থ: দাঁডাও ছন্দক, একটু অপেক্ষা কর। বেচাবা হাঁস, একটু বিশ্রাম কবে নিক, তারপর যাওয়া যাবে।

(এক বাজভৃত্য প্রবেশ কবে এবং ছন্দককে কিছু বলে)

ছন্দক: যুবরাজ, প্রাসাদ থেকে সংবাদ এসেছে মহামান্য রাজাধিবাজ আপনাকে স্মরণ করেছেন। চলুন যুবরাজ।

দ্বিতীয় দৃশ্য

(আহত হাঁস বুকে নিয়ে এবং অনুগামী ছন্দকেব সঙ্গে যুববাজ সিদ্ধার্থ বাজ সভায় প্রবেশ কবলেন। বাজা শুদ্ধোধন সিংহাসনে উপবিষ্ট। তাঁব পার্শ্বচব এবং অমাত্যবর্গ দুপাশে এবং দেবদত্ত তাঁব সামনে)

শুদ্ধোধন: যুবরাজ সিদ্ধার্থ! তোমার বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ যে তুমি নাকি ক্ষত্রিযেব ন্যায়সঙ্গত শিকাব ছিনিয়ে নিযেছ। এই অভিযোগ কি সত্য?

সিদ্ধার্থ: হ্যাঁ মহারাজ, তবে আমি ছিনিয়ে নিইনি, আশ্রয় দিযেছি। একটি তীববিদ্ধ হাঁস গুরুতবভাবে আহত হযে আমাব সামনে এসে পডেছিল এবং তখনই আমাব মনে হযেছিল যে যন্ত্রণায় কাতর নিরীহ হাঁসটিকে বাঁচানো আমার কর্তব্য। মহারাজ, এই সেই হাঁস (দেখিযে দিল)।

শুদ্ধোধন: এইভাবে অন্যেব শিকার ছিনিয়ে নেওয়া কি ন্যাযসঙ্গত?

সিদ্ধার্থ: মহারাজ, এই পৃথিবীতে প্রত্যেক প্রাণীরই বাঁচাব অধিকার সমান। এক প্রাণীকে হত্যা করার অধিকাব অন্য প্রাণীব নেই। প্রাণী হত্যা মহাপাপ এবং শরণার্থীকে আশ্রয় দেওয়া প্রত্যেকের কর্তব্য। আমি মনে করি যে, এই নিরীহ পাখীকে আশ্রয় দিয়ে আমি কোন অন্যায় করিনি।

শুদ্ধোধন: (দেবদত্তকে) দেবদত্ত, তুমি কি মনে কর যে সিদ্ধার্থ যথার্থ বলছে?

দেবদত্ত: না, মহাবাজ না। ওটা আমার ন্যায়সঙ্গত শিকাব যেটা যুববাজ অন্যায় ভাবে ধরে ফেলেছেন। কোন ক্ষত্রিয় কখনো তার ন্যায্য শিকার ছেড়ে দেয় না। আমার ধর্ম হল, প্রযোজন হলে বীবেব মতন যুদ্ধ করে নিজের ন্যায়সঙ্গত দাবী প্রতিষ্ঠা কবা। আমি লডাই কবে আমাব শিকার নিতে প্রস্তুত।

শুদ্ধোধন: 'ক্ষান্ত হও দেবদত্ত। আমার এই বাজ্যে ন্যায বিচাবেব পদ্ধতি আছে যা প্রত্যেক দেশবাসীকে সসম্মানে পালন কবতে হয। যুদ্ধে মীমাংসার দাবী বর্বরোচিত!

সিদ্ধার্থ: এ বিষয়ে আপনার সঙ্গে আমি এক মত মহারাজ।

শুদ্ধোধন: (মহামাত্যকে) মহামাত্য, আপনিই সুবিচাবের ব্যবস্থা করুন যাতে দুই পক্ষই ন্যায্য বিচার পায়।

মহামাত্য : (কিছুক্ষণ গভীব চিন্তাব পব, আহত হাঁসটিকে হাতে নিযে, দেবদত্তকে দেখিযে) দেবদত্ত, আগে তুমি হাঁসটিকে তোমার কাছে যাওয়ার আহ্বান জানাও!

দেবদত্ত : (হাত বাডিযে) আয়, আয হাঁস, আমাব কাছে আয...আয...

(হাঁস চিৎকাব কবে এবং উডে যাওযাব চেষ্টা কবে)

মহামাত্য : তোমাব পালা শেষ। এবাব যুববাজেব পালা। যুববাজ সিদ্ধার্থ এবাব আপনি একে ডাকুন তো।

সিদ্ধার্থ : (সাদবে, সস্নেহে) আয়...আমার কাছে আয়...আমি আদবে তোকে আশ্রয দেব...আনন্দে তোব সেবা কবব...আয...আয!

(যুববাজেব কণ্ঠস্বব শোনামাত্র, হাঁসটি তাঁব দিকে যায)

সিদ্ধার্থ: (হাঁসটিকে আদব কবে) ভালবাসাব ডাকে সাড়া দিয়ে বুঝিযে দিলে যে আশ্রয়দাতাকে চিনে নেওয়ার ক্ষমতা তোমার আছে। আমি তোমায় ভাল করে দেব—ঠিক কবে দেব। তুমি দেখে নিও।

মহামাত্য: (মহাবাজকে) মহারাজ, আমাদেব যুবরাজই জয় লাভ কবেছেন। জীবনটা পালনের জিনিষ, ধ্বংস কবাব নয। অতএব, আহত এই হাঁস, যুবরাজেরই প্রাপ্য। আমাদের চোখের সামনে পাখীটি নিজেই তা প্রমাণ করেছে।

(মাথা নিচু কবে দেবদত্ত বেবিযে যায। তাব পেছন পেছন যায ছন্দক)

শুদ্ধোধন: (খুশী হযে) মহামাত্য, আপনি অত্যন্ত বিজ্ঞেব মতন সুবিচার করেছেন। ধন্যবাদ। (সিদ্ধার্থকে) জীবেব প্রতি তোমাব দয়া এবং ভালবাসা প্রশংসনীয এবং প্রণিধানযোগ্য। ভগবান তোমাব মঙ্গল করুন।

(ছন্দক বাজসভায ফিবে আসে দেবদত্তকে নিযে এবং দুজনেই বসে সিদ্ধার্থেব কাছে)

সিদ্ধার্থ: দেখ দেখ ছন্দক, আমার স্নেহ ভালবাসা দেখে বেচাবা এবাব খাবার চাইছে। এখন আমার প্রতি এব পূর্ণ বিশ্বাস। নির্ভযে বেঁচে থাকাব সম্পূর্ণ অধিকার সব জীবেবই আছে!

ছন্দক: যুবরাজ, সম্পূর্ণ সুস্থ হওয়াব পব জলাশয়ে ছেড়ে দিলে এ ওর সঙ্গী সাথীদেব সঙ্গে আনন্দে বিচবণ কববে।

সিদ্ধার্থ: ঠিক বলেছ ছন্দক, সেখানে ও শান্তি পাবে, সুখে থাকবে।

ছন্দক: যুবরাজ, একে আমায় দিন। আমি এর পবিচর্যা কবব আর সুস্থ হলেই ওকে জলাশযে ছেড়ে দিয়ে আসব।

(ছন্দক হাঁসটাকে নেওযাব চেষ্টা কবে কিন্তু হাঁসটা চিৎকাব কবে ওঠে এবং ছাড়া পাওযাব চেষ্টা কবে)

সিদ্ধার্থ: থাক ছন্দক থাক। আমার কাছেই থাক। তুমি আমার অত্যন্ত বিশ্বস্ত সেবক ঠিকই, কিন্তু এর দেখাশোনা আমি নিজেই কবব। আহতদের সেবায় আছে অসীম আনন্দ। (সিদ্ধার্থ হাঁসটিকে তুলে নিযে পিতাব অনুমতি প্রার্থনা কবে বাজসভা ত্যাগ কবাব)

শুদ্ধোধন: সিদ্ধার্থ, তোমায নিয়ে আমার গর্বের সীমা নেই। আজ আমি স্থির বিশ্বাসে জেনেছি যে তোমার অন্তরে জীবের প্রতি দয়া, মাযা,

স্নেহ, ভালবাসা অসীম এবং অবিনশ্বর। আমি আশীর্বাদ করি তোমার এই মনোভাব অক্ষয় হোক এবং আশা করি যে ইতিমধ্যে রাজ্য শাসনও তুমি শিখে নেবে। এবার তুমি উদ্যানে যেতে পার। (দেবদত্তকে) দেবদত্ত, তুমি যাও সিদ্ধার্থের সঙ্গে এবং দুই বন্ধু আগে যেমন মিলে মিশে আনন্দ করতে তেমনি ভাবেই থাক।

আজকের সভা এইখানেই সমাপ্ত হল।

(সবাই উঠে পড়লেন। সভা ভঙ্গ হল।)

যবনিকা

ছবি : তেকবীব সুখিয়া
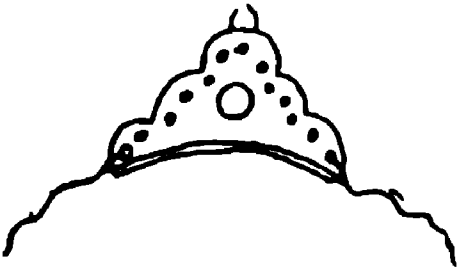
পোষাক

শুদ্ধোধন

সিদ্ধার্থ

দেবদত্ত

ছন্দক

মঞ্চ বিন্যাস

"দ্বিতীয় দৃশ্য"

পশ্চাদপট

গাছ

গাছ (ছোট)

প্রবেশ দ্বার

প্রবেশ দ্বার

গাছ (ছোট)

চাবা গাছ

বাঁদিক

ডান দিক

সামনেব দিক
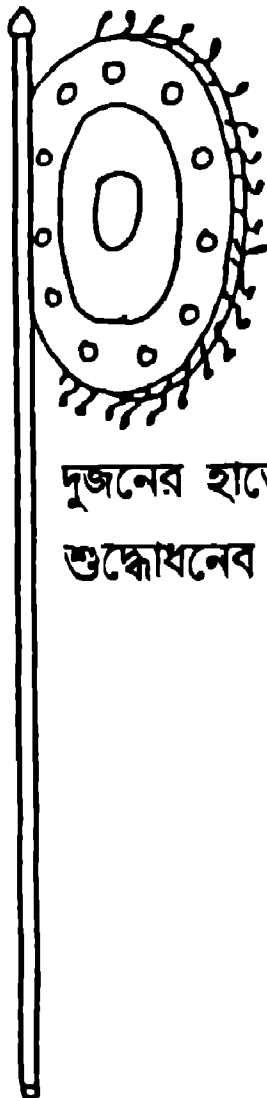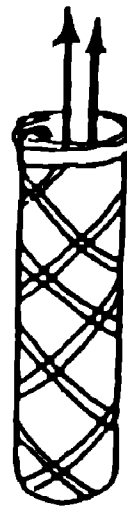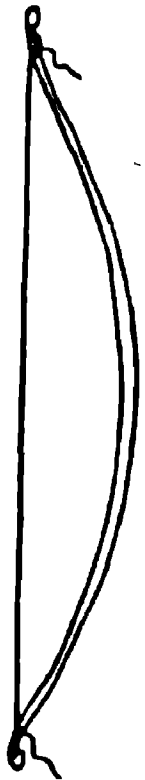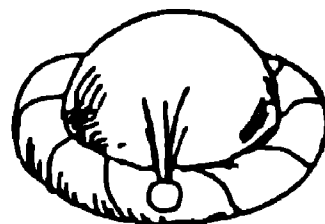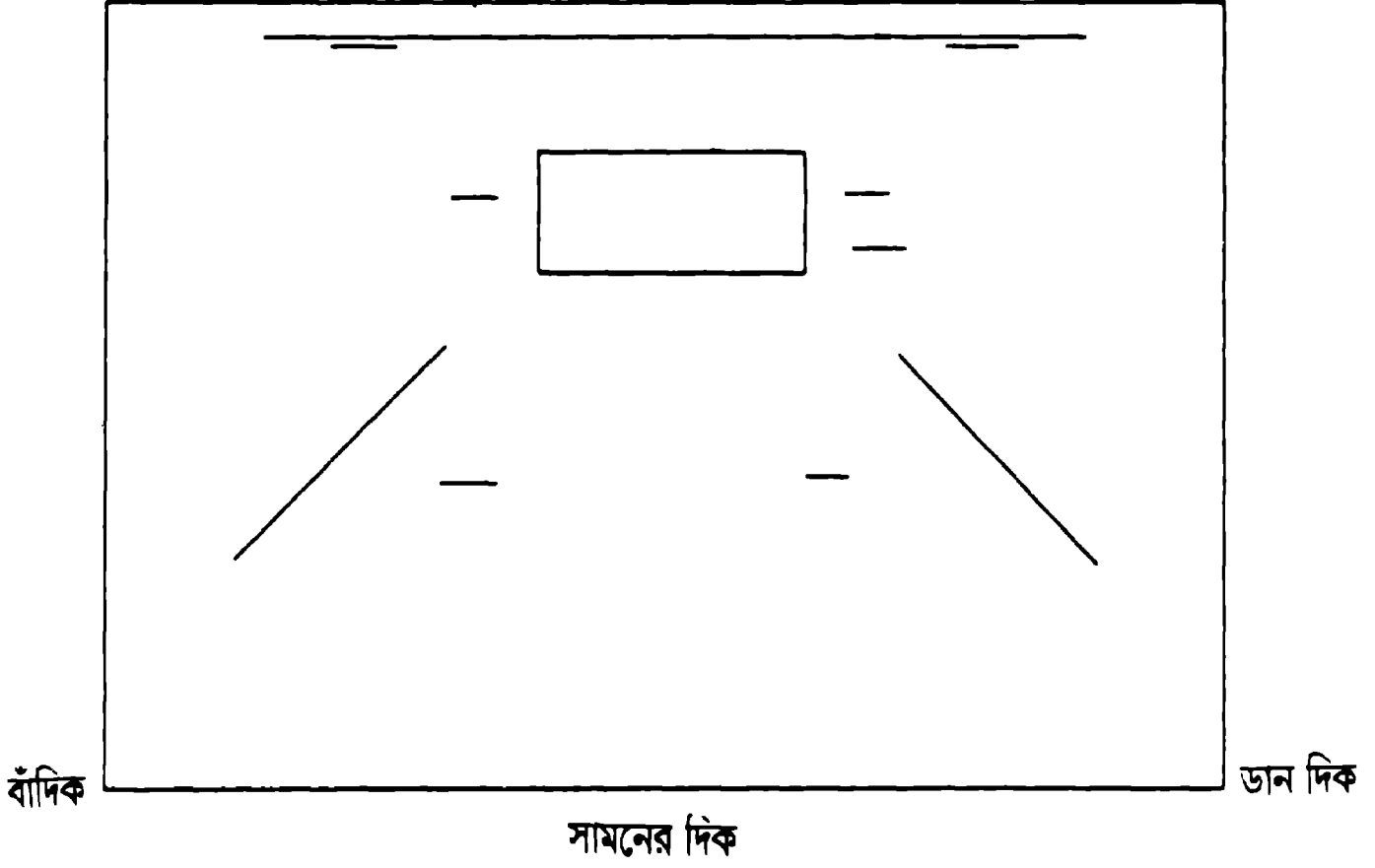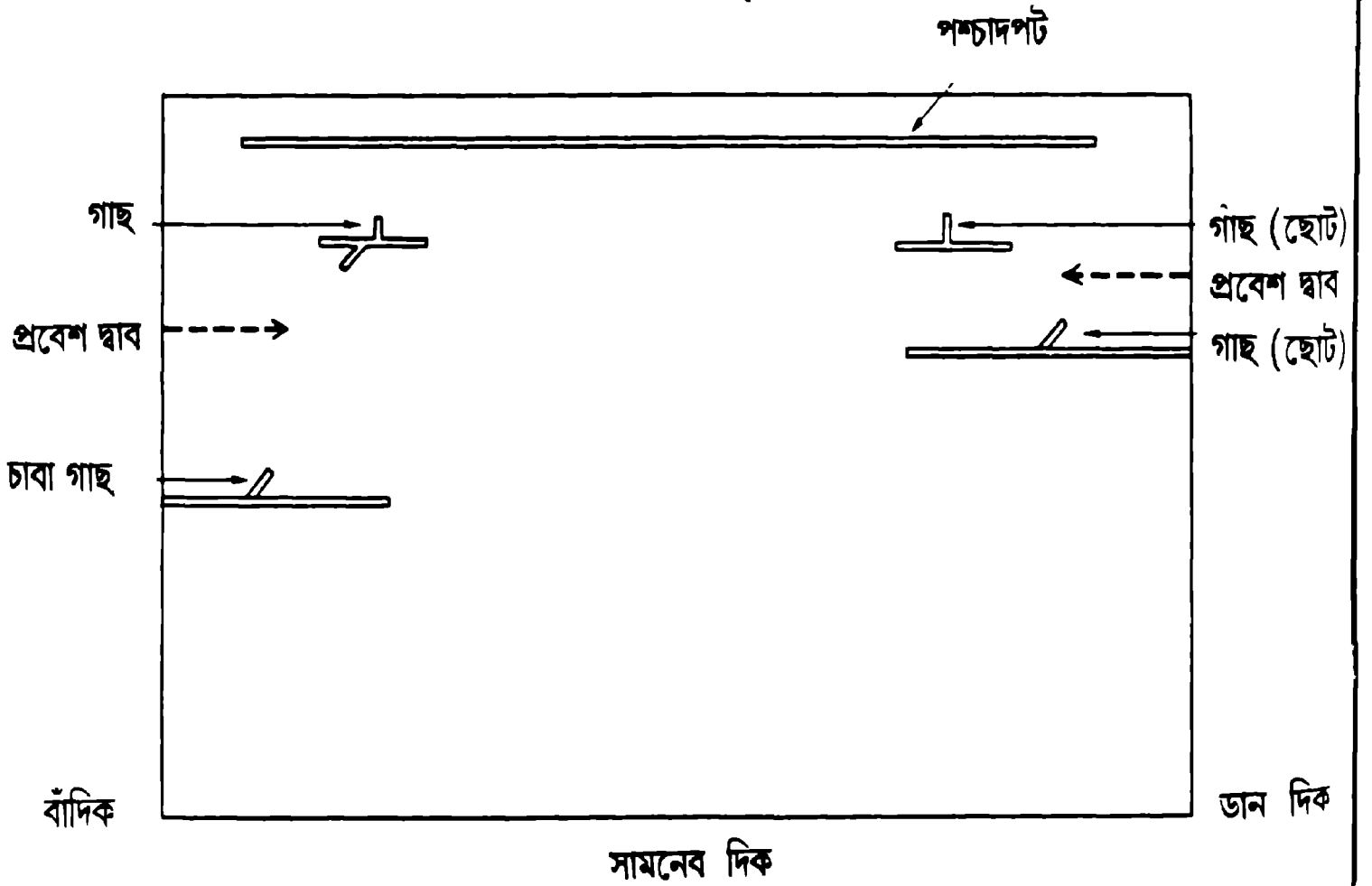
দুই ফড়িং

ফিলিপিন
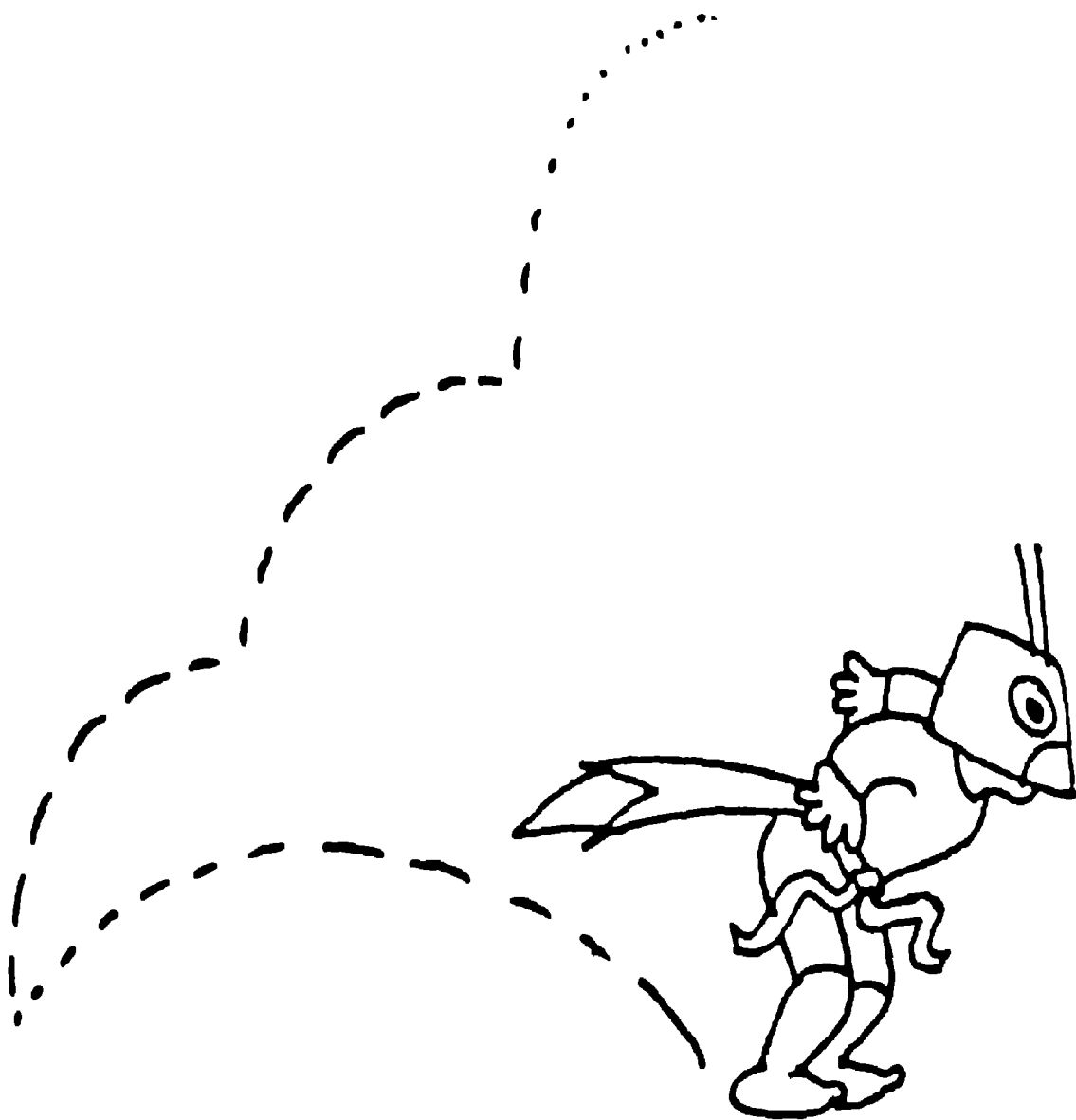
দুই ফড়িং

রেণে ও ভিলানুয়েভা

● চরিত্রলিপি

ছোট ফড়িং	কাজে উৎসুক, চালাক ফড়িং বালক
বড় ফড়িং	বয়সে অনেক বড়, আমুদে ফড়িং
মা মুর্গী	মহা উদ্বিগ্ন মা
চিকু (মুর্গী শাবক)	তাঁরই চালাক চতুর মেয়ে
বাজ বাবু	স্থানীয় হিংসাজীবী আতঙ্ক
পিঁপড়ে নেতা	পিঁপড়েদের দলপতি
পাঁচ পিঁপড়ে	কর্মীদল

(গ্রীষ্মকাল। গ্রামেব ধাবে খোলা মাঠ। ছোটখাট ঝোঁপ ঝাড় ছাড়া দবকাব শু
একটা কাঠেব টুল, মঞ্চেব মাঝামাঝি। বড় ফড়িং লাফাতে লাফাতে মঞ্চে প্রবে·
কবল এবং আনন্দে ঘুবতে ঘুবতেই হাঁক দিল)

বড় ফড়িং : এই ক্ষুদে...এসে দেখ কি চমৎকার রোদ উঠেছে! বাইবে আয়, একটু হাত পা ছড়িয়ে দুটো লাফ দে, শরীরটা ভাল হবে' আর ঐ ছোঁ মারা থেকে বাঁচতে শিখবি।...এলি?

ছোট ফড়িং : (ভেতব থেকেই) এই যে, আসছি...

বড় ফড়িং : (তিনটে লাফ দিয়ে গান ধবল)

তিড়িং তিড়িং ত্রূল!
সারা জীবন লাফিয়ে আমি পাকিয়ে দিলাম চুল।
দেখতে পার এসে, এই ফড়িং রাজাব দেশে
হেঁটে চলা বে-আইনি, লাফ মাবাটাই রুল
তিড়িং তিড়িং ত্রূল!

(থেমে, ভেতব দিকে তাকিয়ে আবাব হাঁক দিল)

এই বুনু বলি এত দেবী কিসেব?

ছোট ফড়িং : এই যে এলাম বলে! ধবে নাও এসেই গেছি!

(ছোট ফড়িং একটু খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়েই এসে টুলে বসে পড়ল)

বড় ফড়িং : আয়! আয়! লাফিয়ে বেড়াবার জন্যে আজ একেবাবে চমৎকাব দিন! চমৎকাব বোদ, বসন্তেব হাওয়া বইছে, ঘেঁটু ফুলে চাবিদিক ছেয়ে গেছে আর ঐ দেখ না—মৌমাছিগুলো—ফুলে ফুলে ঘুরছে আব ঘন ঘন মধু নিচ্ছে...আর দেখ, দেখ...ঐ প্রজাপতিটা...(হেসে) ফসকে গেল...লাল পোকাটা ধরতে গিয়েছিল, পোকাটা পালিয়েছে! যাক...আয...ওদেব সঙ্গে একটু খেলা কবি। চ...ওঠ!

ছোট ফড়িং : (নিজেব পা-টা চেপে ধবে) নাঃ, এই বসেই একটু দম নিয়ে নি!

বড় ফড়িং : কি বললি? বসে কি কববি?

ছোট ফড়িং : না, মানে পা-টা বড্ড ব্যথা করছে—ঐ যে কাল সাবাদিন তোমার সঙ্গে লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে...ইয়ে (পাযে হাত বোলায)।

বড় ফড়িং : ব্যস্! ঐটুকুতেই পাযে ব্যথা? বলিস্ কিরে? আমবা তো পাঁচ মাইলও লাফাই নি!.. আর বাড়ী থেকে তো এইটুকুই এসেছিস! এরই মধ্যে পায়ে ব্যথা?

ছোট ফড়িং : (পা দেখিয়ে) সত্যি বলছি! এই দেখ না...এই বুড়ো আঙুলটা...লাল হয়ে ফুলে উঠেছে!

বড় ফড়িং : আমি হলে না?... ডোণ্ট কেয়ার! পায়ের আঙুলের ব্যথা আবার ব্যথা নাকি?

ছোট ফড়িং : তা তুমি কি ভাবছ আমি বানিয়ে বলছি?

বড় ফড়িং : না না তা ভাবছি না, কিন্তু সারতে কতক্ষণ? একটু লাফা, একটু ঝাঁপা, একটু তিড়িং একটু ব্রুল...আর দেখবি, ব্যথা একেবারে পালাতে আর পথ পাবে না! নে।বুনু! চ, ওঠ!

ছোট ফড়িং : না।

বড় ফড়িং : এই দেখ, আবার বলে 'না'! আরে তোর মতন একটা বাহাদুর ফড়িংয়ের পক্ষে বাঁ পায়ের ব্যথা আবার ব্যথা নাকি? ওটা তো নস্যি রে!

ছোট ফড়িং : না! না! না!

বড় ফড়িং : বেশ, তবে তাই! তাহলে এবাব বল এই রকম ঝকঝকে দিনে তুই সারা দিন কববিটা কি?

ছোট ফড়িং : কী আবার! একটু বিশ্রাম কবব তাবপব মা যা বলেছেন তাই করব!

বড় ফড়িং : মা আবার কি বলেছে?

ছোট ফড়িং : (জোব গলায) খাবার খুঁজতে!

বড় ফড়িং : খাব...কি বললি? খাবার খুঁজতে? (হো হো কবে হেসে) মাঝে মাঝে আমার মনে হয তোর নাম হওয়া উচিৎ ছিল পেটকে ফড়িং! এমন চমৎকার দিনে খাবাব খোঁজা! এমন হাসিব কথা জীবনে শুনিনি!

ছোট ফড়িং : তা এতে হাসির কি আছে?

বড় ফড়িং : নেই? ওরে বুনু! এটা হল বসন্তকাল, বুঝলি বসন্তকাল!

ছোট ফড়িং : তাতে হলটা কি?

বড় ফড়িং : এই দেখ! তাও জানিস না! এটা হল লাফ ঝাঁপের সময!

ছোট ফড়িং : লাফ ঝাঁপের সময়?

বড ফড়িং : তবে আর বলছি কি? দেখ তাহলে! (লাফিযে নাচতে নাচতে)

তিড়িং তিড়িং ব্রুল্
আর যা করিস নেই কো ক্ষতি, করিস নে ভাই ভুল
বসন্তেরি উঠলে হাওয়া, ভুলে যা সব খাওয়া দাওয়া
লাফিয়ে চলে, ঝাঁপিযে পড়ে দেখ না কত ফুল!

ছোট ফড়িং : ও সব আমি পারব না!

বড় ফড়িং : পারবি! পারবি! খুব ইজি!...এই ভাবে পাখা মেলে ধব (নিজেব পাখা মেলল)...আর আমার মতন এমনি ভাবে পা ফেল (নেচে দেখিয়ে দিল) নে ওঠ, চেষ্টা কর!

(ছোট ফড়িং উঠে দাঁড়িযে পাখা মেলে ওব অনুকবণ কবল)

বড় ফড়িং : এই তো! ঠিক হচ্ছে! বললাম পাববি...বাঃ...

ছোট ফড়িং : (থেমে, বসে পড়ল) না। পারছি না!

বড় ফড়িং : এই দেখ! আবার বসে পডল! বেশ তো করছিলি...আমার চেয়ে অনেক ভাল করছিলি...

ছোট ফড়িং : তুমি বুঝছো না। আসল কথা সেটা নয়।

বড় ফড়িং : আসল কথাটা তাহ'লে কি?

ছোট ফড়িং : ঐ যে বললাম! খাবার খুঁজতে হবে। মা বলে দিযেছে!

বড় ফড়িং : তা না হয বলেছে, কিন্তু খেলতেও কি বারণ কবে দিয়েছে?

ছোট ফড়িং : না, তা বারণ-করেননি। তবে বলে দিযেছেন সঙ্গে সঙ্গে খাবারও খুঁজতে! এবার যাই। লাফ ঝাঁপ অনেক হযেছে!

(যাবে বলে উঠে দাঁড়াল)

বড় ফড়িং : ভুল করছিস বুনু, ভুল করছিস! ঐ লাফ ঝাঁপ,কোন ফডিংযেব পক্ষেই কখন যথেষ্ট নয়—কখন অনেক হয না!

ছোট ফড়িং : তুমি বলছ? আমি ভুল করছি!

বড় ফড়িং : আলবৎ করছিস! এমন সুন্দর বসন্তেব দিনে মস্ত বড ভুল!

ছোট ফড়িং : বুঝলাম না কী বলছ!

বড় ফড়িং : বুঝবি কি করে? মাথায় তো তোর গুবরে পোকার গোবব পোরা! নে চুপ করে বস, আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি! নেহাৎ তোর লাফ ঝাঁপটা খুব সুন্দর তাই বলছি, নাহলে...এমন সুন্দব দিন...

ছোট ফড়িং : ও দাদা! বল না কি বলবে বলছিলে!

বড় ফড়িং : (ছোট ফড়িংযের চাবদিকে ঘুবতে ঘুরতে) দাঁড়া, দাঁড়া, একটু ভেবেনি।

ছোট ফড়িং : (ওকে লক্ষ্য কবতে কবতে) কি বিষয?

(বড় ফডিং ঘুবতেই থাকে)

ছোট ফড়িং : কৈ বললে না? কি ভাবছ কি এত?

বড় ফড়িং : (থেমে) ভাবছি যে কি করে তোকে বোঝানো যায় যে এমন সুন্দর বসন্তের দিনে কোন ফড়িং খাবার খুঁজতে যায় না! ঐ তো!

ঐ কথাই তো বলতে চাইছিলাম! (বেশ জোব দিয়ে) এমন সুন্দর বসন্তের দিনে কোন ফড়িংই খাবার খুঁজতে যায় না!

(ছোট ফড়িং এক পলক ভেবে নিল)

ছোট ফড়িং : (হঠাৎ) কিন্তু কেন?

বড় ফড়িং : জানতাম! আমি ঠিক জানতাম যে তোর ঐ 'কেন' -র জ্বালায় তোর সঙ্গে কথা কখন শেষই হবে না! একটু মজা করতে হয়টা কি? একটু আনন্দ করে লাফাবি, ঝাঁপাবি, তা নয় খালি কেন, কেন কেন! ঐ 'কেন'-ই তোকে খাবে!

ছোট ফড়িং : তাহ'লেও আমি জানতে চাই, কেন?

বড় ফড়িং : (ছোটকে নকল কবে) 'তাহলেও আমি জানতে চাই, কেন?' সত্যিই জানতে চাস কেন? (লম্বা নিঃশ্বাস টেনে, প্রত্যেক কথাব পব ছোট ফড়িংকে স্যালুট কবে) কারণ, বসন্তকালে...খাবার সহজেই পাওয়া যায়...বসন্তকালে খাবার প্রচুব পাওয়া যায...সেই জন্যে!

(বড ফড়িং ধপ কবে বসে পড়ে ছোট ফড়িংযেব পাশে। কিছুক্ষণ দুজনেই চুপচাপ)

ছোট ফড়িং : বুঝলে...দাদা...এবার আমি ভাবছি।

বড় ফড়িং : ওবে বাবা! না!

ছোট ফড়িং : আরে শোনই না! শুনবে?

বড় ফড়িং : (কান দুটো হাত দিযে ঢেকে) বল। শুনছি।

ছোট ফড়িং : যেহেতু বসন্তকালে খাবার সহজেই পাওয়া যায়...

বড় ফড়িং : এবং প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায...

ছোট ফড়িং : সেইজন্যে আমাদেব উচিৎ এই বসন্তকালেই খাবার সংগ্রহ করে রাখা!

বড় ফড়িং : (উঠে দাঁড়াল) আমি শুনিনি। (ছোট ফড়িংকে দেখিযে) ও আমায় কিছু বলেনি! ...ও...ও...নেই...আমি স্বপ্ন দেখছি...

ছোট ফড়িং : আরে কথাটা তো শোন!

বড় ফড়িং : না। না। না!

ছোট ফড়িং : বল ঠিক কি না? খাবার সংগ্রহ করার পক্ষে এইটাই সব চেয়ে ভাল সময কি না, তুমিই বল! তুমিই তো বললে এই সময় খাবার প্রচুর পাওয়া যায়, বললে কি না? তাহ'লে এখনই জোগাড করে ফেলা উচিৎ...এরপর আসবে গ্রীষ্মের চড়া রোদ তারপর বর্ষা—একেবারে অসময়! বল ঠিক কি না?

বড় ফড়িং : বুঝলে ছোটু...তুমি না...তুমি গণ্ডমূর্খ!

(সবেগে প্রস্থান কবল)

ছোট ফড়িং : ও দাদা...শোন...একটু দাঁড়াও...একটু বলে যাও খাবার সংগ্রহ কী করে করতে হয়।

বড় ফড়িং : (মঞ্চেব বাইবে থেকে চিৎকাব কবে) তুমি একটি তৃতীয় শ্রেণীর গাধী!

(ছোট ফড়িং বসে পড়ল টুলেব ওপব)

ছোট ফড়িং : ঠিক আছে দাদা...কোন পরোয়া নেই! ও আমি নিজেই শিখে নেব! (পা-টা তুলে বগড়াতে বগডাতে) বাবাঃ...বড্ড ব্যথা।

(শোনা গেল—মঞ্চেব বাইবে মা মুর্গী আব বাচ্চা চিকুব তর্ক ও ঝগডা)

মা মুর্গী: (মঞ্চেব বাইবে) দাঁড়া...একবার হাতে পাই তখন দেখাব মজা!

চিকু (ছোট মুর্গী) : আমি ঐ খাঁচায় বন্দী হয়ে কিছুতেই থাকব না!

(ছোট ফডিং ভয পায এবং লুকোতে চেষ্টা কবে। এসে দাঁড়ায মঞ্চেব সামনে, বাঁদিক ঘেঁসে। মা মুর্গী এবং চিকু প্রবেশ কবে। মা মুর্গী বাচ্চা চিকুব পেছনে ছুটতে থাকে—ঐ টুলটাকে ঘিবে। গা ঢাকা দিযে আছে বলে ওবা কেউই ছোট্ট ফড়িংকে লক্ষ্যই কবে না। মা মুর্গী শেষ পর্যন্ত চিকুকে ধবে ফেলে)

মা মুর্গী: সাবধান কবে দিচ্ছি! আব কখনো এমন কাজ করবি না! এই বযসে কি দৌড়োতে পারি? আমার দম বন্ধ হয়ে যাওয়ার জোগাড় হযেছে!

চিকু : আমি চিবজীবন ঐ খাঁচায বন্দী হয়ে কিছুতেই থাকব না!

মা মুর্গী: চিব জীবন তোকে থাকতে হবে না—বুঝেছিস বুদ্ধিব নেংটি ইঁদুর? থাকতে হবে সাবা সকাল...অন্ততঃ যতক্ষণ না ঐ বাজপাখীর সকালের খাওযাটা শেষ হয!

চিকু : তাব তো এখনও অনেক দেরী, মা। তাছাডা আমি তো এখন বড হয়ে গেছি! এই দেখ, আমার পা কত বড—খুব শক্ত (দু চাববাব পা ছুঁড়ল) আব দৌড়োতেও পারি খুব!

(আবাব টুলেব চাবদিকে ছুটতে আবম্ভ কবে)

মা মুর্গী: (টুলেব ওপব বসে নিজেকে বাতাস কবে) হ্যাঁ! হ্যাঁ! এমন জোরে দৌড়োও যে এই বুড়ো মা-টাও এক মিনিটে ধরে ফেলল! বাজপাখীর তো কথাই নেই!

চিকু : তুমি ধরলে, না আমি ইচ্ছে করে ধরা দিলাম!

মা মুর্গী: আমার চিকু সোনা কথা খুব বলতে শিখেছে! দাঁড়া দেখাচ্ছি!

(মা মুর্গী ওকে ধাওযা কবে চট কবে ধবে ফেলে। চিকু নিজেকে ছাড়াতে চেষ্টা কবে)

মা মুর্গী: (ওকে ছেড়ে দিযে) চিকু সোনা! মার কথাটা একটু মন দিযে শোন...আসলে তুই কিচ্ছু না! ঐ বাজপাখীর কাছে তুই একটা কড়াই শুঁটির দানা—তাও নও, বুঝেছ? এক গ্রাসেই তোকে সেরে দেবে—বুঝেছিস মানিক আমার?

ছোট ফড়িং : আ...আমায় মাফ করবেন...

(মা মুর্গী আব চিকু ভযে লাফিযে ওঠে এবং ছুটতে আবম্ভ কবে এক সঙ্গে)

ছোট ফড়িং : দাঁড়ান...শুনছেন...ভয পাবেন না, আমি একটা ছোট্ট ফড়িং!

চিকু : ও! (হেসে) মা, একটা ফড়িং মা—ফড়িং।

মা মুর্গী: তাই ভাল, আমি ভাবলাম বুঝি বাজমশাই!

ছোট ফড়িং : বড্ড ভয় পেয়েছিলেন বুঝি?

মা মুর্গী: না পেয়ে কি আর উপায আছে? এটা যে তাঁব খাবার সময!

চিকু : এই সময় এই খোলা ময়দানে দাঁড়িয়ে তোমাব মতন একটা ক্ষুদে পোকার সঙ্গে কথা বলায় বিপদ আছে! বাজমশাই কখন যে তাঁর খাবারের সন্ধানে এসে ছোঁ মাববেন তাব কিচ্ছু ঠিক নেই!

ছোট ফড়িং : তাই বুঝি? তা তিনি কে?

চিকু : ঐ আকাশ দুনিয়ার একটা দৈত্য!

মা মুর্গী: প্রত্যেক সকালে তিনি খাবাব খোঁজেন! আব এমনই আমাব বরাত যে আমার এই ছোট্ট ছানাব মতন যাবা, তাবাই তাঁব কাছে সুখাদ্য!

ছোট ফড়িং : কি বললেন? খাবাব খোঁজেন?

চিকু : কি হে বাপু? তুমি কি কালা নাকি?

ছোট ফড়িং : না! না! আমি জানতে চাইছিলাম কথাটা ঠিক শুনেছি কিনা! ...এই যে বাজমশাই...তিনি জানেন যে কি করে খাবার খুঁজতে হয?

চিকু ; (চড়া গলায) আজ্ঞে হ্যাঁ...তা...বেশ ভালই জানেন!

মা মুর্গী: (ভযে ভযে) কি বলব ভাই, এই গত সাতদিনে সে পাঁচটা ছানা মুর্গী আর পঁচিশটা শিশু মুর্গী ধরে নিয়ে গেছে!

ছোট ফড়িং : বটে! খাবার জোগাড় করতে তাহলে তো বেশ ভালই পাবেন বলতে হবে!

চিকু : যতই ভাল পাকুন না কেন, আমায় ধরতে পারবেন না!

মা মুর্গী: তাহলে আগে পালাতে হয়! গিয়ে খাঁচায় ঢুকতে হবে। চল বেটি (চিকুর হাত ধরে টান দেয়)।

চিকু : না মা! ঐ স্যাঁতসেঁতে অন্ধকার ঘরে থাকার কোন মানেই হয় না।

মা মুর্গী: তাহ'লে তোমায় কোথায় লুকিয়ে রাখব বাছা?

চিকু : কোত্থাও নয়। আমরা এইখানেই থাকব!

মা মুর্গী: এইখানে?

ছোট ফড়িং : কি হে? তোমার কি ভয়ডর বলে কোন জিনিষ নেই?

চিকু : ভয়ডর থাকবে না কেন? তা বলে ঐ বাজমশাইকে সারা জীবন ভয় পেতে আমি রাজি নই! আর ঐ অন্ধকার স্যাঁতসেতে ঘরে বন্দী থাকতেও রাজি নই!

মা মুর্গী: তাহলে কি করতে চাও শুনি, বীর রমণী?

চিকু : লড়াই!

মা মুর্গী: লড়াই? বাজের সঙ্গে? মাথাটাথা খারাপ না কি? (হাত ধরে টেনে নিয়ে যেতে যেতে) ঐ সব বাজে স্বপ্ন ছেড়ে দিয়ে ভালোয় ভালোয় খাঁচায় চল তো বাছা!

চিকু : একটু দাঁড়াও না মা...আমার প্ল্যানটা তো শোন! বাছাধন পালাতে পথ পাবে না...হয়ত শেষই হয়ে যাবে!

(মঞ্চের বাইরে থেকে বাজের রীতিমত বাজখাঁযি কণ্ঠস্বর শোনা গেল আর তাই শুনে মা মুর্গী ভয়ে জড়সড়)

মা মুর্গী: ঐ...ঐ আসছে দৈত্যি...চ...চ...শিগ্গীর চ...খাঁচায় না ঢুকলে নিস্তার নেই...চ...

(মা মুর্গী চিকুকে ধরে মঞ্চের বাঁদিক দিয়ে বেরিয়ে যায় আর সঙ্গে সঙ্গে বাজ ঢোকে ডান দিক দিয়ে, একটু ছুটোছুটির পর বাজ চেপে ধরে ছোট ফড়িংকে)

বাজ : খোলা মাঠেই সকালের জল খাবার!...

ছোট ফড়িং : আমায় ছেড়ে দাও! আমায় ছেড়ে দাও...

বাজ : (ছেড়ে দিয়ে) একটা বাচ্চা ফড়িং! নাঃ বুড়ো হয়ে গেছি। আমার চোখটাও মনে হচ্ছে গেছে! এই দেখলাম এখানে তিনটে প্রাণী...আর এখন দেখছি একটা! তাও আবার ছোট্ট একটা ফড়িং!...এটাকে খাব

না! অব্বেস বদলাবো না! ছোট্ট মুর্গীব মতন সুখাদ্য সাবা দুনিয়ায় নেই!

ছোট ফড়িং : আমি ঐ কি বলে ছোট্ট মুর্গী নই! আপনি খুব ভুল কবেছিলেন! আর একটু হলে হাড়গোড় সব গুঁড়িয়ে যেত!

বাজ : তা তুমি এই খোলা মাঠে করছ কি হে? তোমাব তো লাফিযে বেড়ানোর কথা?

ছোট ফড়িং : তা তো কথা, কিন্তু কবি কি! মা যে বলল খাবাব খুঁজতে!

বাজ : আমারই অবস্থা?

ছোট ফড়িং : আমি শুনলাম, আপনি নাকি খাবাব জোগাড়ে খুব ওস্তাদ! আমায় একটু বলুন না, কি করে কবেন?

বাজ : কি হে ব্যাপার কি? কাগজে ছাপাবে নাকি?

ছোট ফড়িং : ঠাট্টা করবেন না বাজবাবু! সত্যি আমি জানতে চাই। বুঝলেন না, আমি খাবার জোগাড় করতে চাই কিন্তু তার জন্যে যে কি কাজ করতে হয় ঠিক জানি না!

বাজ : কাজ? কা...জ...?

ছোট ফড়িং : হ্যাঁ, কাজ। কেন, আপনি কবেন না?

বাজ : না।

ছোট ফড়িং : মানে, আপনি কাজই কবেন না?

বাজ : না। না। না!

ছোট ফড়িং : ও...তা হবে। তাহ'লে আমি বোধ হয় ভুল শুনেছি!

বাজ : কেন? কি শুনেছ? কেউ বুঝি আমায় নিয়ে আলোচনা কবছিল?

ছোট ফড়িং : না, মানে শুনলাম যে আপনি নাকি গত সপ্তাহে...

বাজ : গত সপ্তাহে কি? কি হয়েছে?

ছোট ফড়িং : (সাহস সংগ্রহ কবে) আপনি নাকি পাঁচটা ছানা মুর্গী আব পঁচিশটা শিশু মুর্গী খেয়েছেন! সত্যি খেয়েছেন?

বাজ : হুম্...তাহলে কেউ একজন আমার খাওয়াব হিসেব বাখছে? ভুল! ভুল! পাঁচটা নয় সাতটা মুর্গী শাবক আর সাতাশটা শিশু মুর্গী। বুঝেছ!

ছোট ফড়িং : তাই নাকি? তা ঐ কাজটা কি করে সারলেন?

বাজ : আবার বলে 'কাজ'। বলেছি না, আমি কাজ কবি না! কোন বাজ—কাজ করে না!

ছোট ফড়িং : তাহ'লে, কি করে...

বাজ : (উঠে দাঁড়িয়ে) থাক, থাক! আব কথার দরকার নেই! তুমি একটি বাক্যির ঝুড়ি, বুঝেছ হে ছুকরি! জেনে নাও! আমরা কাজ করি না, ছোঁ মারি।

ছোট ফড়িং : ছোঁ মাবেন? সেটা আবাব কি?

বাজ : তুমি বোকা, তাই জান না! বুঝলে, কাজে কষ্ট করতে হয কিন্তু ছোঁ মারা একটা মজার খেলা! খেলা, বুঝেছ, খেলা! দাঁড়াও, তোমায দেখাই তাহ'লে! আমরা চোখ খুলে আকাশে উডতে থাকি, বুঝলে...তারপর হঠাৎ দেখলাম নরম তুলতুলে ছোট্ট একটা হলদে পালকের গোলা...বুঝেছ! (পকেট থেকে বেব কবল একটা হলদে রুমাল এবং ফেলে দিল মঞ্চে) ...এই, এই রকম... তারপর হিসেব করি...কখন...কিভাবে...ব্যস্...তারপরই ছোঁ করে এসেই ব্যস্ গপ্ গপাৎ (ছোঁ মেবে কমালটা তুলল) সকালের জলখাবার!

ছোট ফড়িং : মুর্গী শাবক?

বাজ : ঐ শাবকই বল আর যাই বল...মচমচে হাড়, তুলতুলে মাংস বুঝলে! এই দেখ, খাবারের গল্প করে ক্ষিদে পেয়ে গেল! বেজায় ক্ষিদে...(নাক টেনে) মুর্গীর গন্ধ পাচ্ছি না!

(মা মুর্গী আব চিকু মঞ্চে প্রবেশ কবল একটা জাল নিযে এবং ছুঁড়ে দিল বাজেব ওপব। আটকে পড়ে বাজ ছটফট কবতে লাগল।)

বাজ : এটা কি? এই...ছাড়...ছেড়ে দাও...

চিকু : সেটা হবে না বাজবাবু!

মা মুর্গী : সাবাস মেয়ে! বুদ্ধি আছে তোব! ধরেছি শয়তানকে!

চিকু : (জাল সমেত বাজকে নিযে বেবিয়ে যেতে যেতে) আব নো ছাড়ান ছুড়ুন! আচ্ছা ফড়িং ভাই...আবার দেখা হবে!

মা মুর্গী : (ফড়িংকে) বেঁচে থাক ভাই বেঁচে থাক! তুমি ওকে কথায় ভুলিয়ে রাখলে বলেই ও আর জালটা লক্ষ্য করেনি!

বাজ : (জালেব মধ্যে যেতে যেতে) ছেড়ে দাও...প্লিজ ছেড়ে দাও! আমি দিব্যি করছি আর কখনো মুর্গীর ওপর ছোঁ মারব'না...না খেয়ে মরব সেও ভি আচ্ছা, তবু...

(ছোট ফড়িং ছাডা সবাই মঞ্চ থেকে বেবিযে যায)

ছোট ফড়িং : বেশ, বোঝা গেল যে, ছোঁ মারা ব্যাপারটা মোটেই কাজের নয়। বুঝতে পাবছি না ঠিক কার কাছে ঐ খাবার জোগাড়ের কাজটা শেখা যায়!

(মঞ্চেব বাইবে থেকে হর্ণ শোনা গেল, তাবপবই কণ্ঠস্বব)

পিঁপড়ে নেতা : (বেশ কযেকবাব হর্ণ বাজাবাব পব) লাইনে চল...লাইন সোজা কর...কাজ সহজ হবে...

[হর্ণ হাতে পিঁপড়ে নেতাব পেছন পেছন পাঁচটি পিঁপডেব প্রবেশ। লাইনেব শেষে একটা বড় ধরনেব রুটি (ফোমেব তৈবী)]

পিঁপড়ে নেতা : এই রুটিটা কি কবে নিযে যাওযা যায! আচ্ছা...দেখা যাক্...তোমরা একটা কাজ কব। একজন তুলে সামনেব কর্মীব হাতে দাও। সেও ঐ ভাবে তাব সামনেব কর্মীভাযেব হাতে দেবে। ঠিক আছে? বেডি...তোল ভাই, তুলে ধব...

সব পিঁপড়ে : (এক সঙ্গে) সামনে! সামনে!

(এইভাবে তিনজন যাওযা পব)

ছোট ফড়িং : শুনুন।

(ওব দিকে তাকাতেই রুটিটা তৃতীয কর্মীব হাত থেকে পডে গেল)

পিঁপড়ে নেতা : দিলেন তো সব কাজ পণ্ড কবে?

ছোট ফড়িং : রাগ করবেন না...আমি জানতে চাইছিলাম...

পিঁপড়ে নেতা : এখনও কম কবে দেডশ রুটি আমাদেব তুলে আনতে হবে। এখন আমাদের কথা বলাব সময নেই!

ছোট ফড়িং : না, না, আপনাদের সময় নষ্ট কবব না...কেবল একটা প্রশ্ন...শুধু একটা...

পিঁপড়ে নেতা : দেখছেন না, আমরা কাজ কবছি?

ছোট ফড়িং : দেখছি বলেই তো একটা কথা জানতে চাইছি...যদি দযা করে অনুমতি দেন...

পিঁপড়ে ১ এবং ২ : (নেতাকে) শোনাই যাক না ওঁব কথা।

পিঁপড়ে ৩, ৪, ও ৫ : হ্যাঁ, হ্যাঁ, সেই ভাল। আমাদের একটু বিশ্রামও হবে!

সব পিঁপড়ে : ঠিক, ঠিক। বিশ্রামও হবে,কথাও শোনা হবে!

(লাইনে যে যেখানে ছিল, সেইখানেই সবাই বসে পড়ল)

পিঁপড়ে নেতা : আচ্ছা বল, সময কিন্তু অল্প।

(নেতাও লাইনে বসে পড়ল)

ছোট ফড়িং : আমি জানতে চাই, আপনারা কেন কাজ কবছেন?

(সব পিঁপড়ে এক সঙ্গে এবং একই ভাবে মাথা চুলকায)

ছোট ফড়িং: এমন সুন্দব বসন্তেব দিন—এ তো খেলে বেড়াবাব দিন! (সব পিঁপড়ে এক সঙ্গে গাল চুলকায) লাফিয়ে, ঝাঁপিযে, আনন্দ করার দিন, তাই না? (সব পিঁপড়ে দীর্ঘ নি:শ্বাস ফেলল—একসঙ্গে)।

পিঁপড়ে নেতা: মানে, ব্যাপাবটা যদি একটু ভেবে দেখা যায়....

সব পিঁপড়ে: ঐ সব ভাবা টাবা বাদ দিন!

পিঁপড়ে ১ এবং ২: ওঁর প্রশ্ন তো সহজ আব সোজা।

পিঁপড়ে ৩,৪,৫: উত্তবটাও তাই হওযা উচিৎ!

সব পিঁপড়ে: ঠিক! ঠিক! সোজা প্রশ্নেব সোজা উত্তব!

পিঁপড়ে নেতা: হ্যাঁ, হ্যাঁ, তাই! (নাটকীয ভাবে) বুঝলেন ক্ষুদ্র ফড়িং লেডি...

সব পিঁপড়ে: ভনিতা বাদ!

পিঁপড়ে ৩, ৪, ৫: উত্তবটা সোজা এবং সহজ চাই!

পিঁপড়ে নেতা: আবে, তোমবা ঘ্যান ঘ্যান কবলে আমি বলি কি কবে?

ছোট ফড়িং: আপনি বলুন। আমি শুনছি।

পিঁপড়ে নেতা: বুঝলেন ফড়িং লেডি, আমবা জানি যে বসন্ত কালটা খুবই সুন্দব....

সব পিঁপড়ে: (একটু নড়ে বসে) আব আমবা আনন্দও কবি!

পিঁপড়ে নেতা: কিন্তু, সব সময নয।

সব পিঁপড়ে: কাবণ, সুন্দব হলেও, শেষ হ্যে যায।

পিঁপড়ে নেতা: তাই যখন পাবি, আমবা কাজ কবি।

সব পিঁপড়ে: আব যখন পাবি, খেলা কবি।

পিঁপড়ে নেতা: (হর্ণ বাজাল) বিশ্রামেব সময শেষ! কাজেব শুরু! রুটি তোল!

(সব পিঁপড়ে রুটি তোলাব কাজে লেগে পড়ে। ঠিক আগেব মতন লাইন কবে)

ছোট ফড়িং: একটু দাঁড়ান, আমাব আর একটা প্রশ্ন আছে।

পিঁপড়ে নেতা: কথা ছিল 'একটা' প্রশ্ন কববেন!

ছোট ফড়িং: কিছু মনে কববেন না, প্লিজ, এটাও খুবই জরুরী।

পিঁপড়ে নেতা: তাবপব আবার একটা আবও জরুবী...তাবপব আবার...

ছোট ফড়িং: না, সত্যি না। এইটাই শেষ, ব্যস্। প্লিজ...

সব পিঁপড়ে: তাহলে শোনাই যাক।

(বাধ্য হয়ে নেতা পিঁপড়েকে দলে যোগ দিতেই হল)

ছোট ফড়িং: আচ্ছা, এই কাজ কবাটা কি করে শেখা যায়?

(ওদের কাছে প্রশ্নটা নেহাৎই অবাস্তব বলে মনে হওয়ায় ওরা পরস্পরের দিকে তাকিয়ে ফড়িংয়ের দিকে একটু অবাক হয়েই তাকাল)

সব পিঁপড়ে: কাজ করা শিখতে চান?

পিঁপড়ে নেতা: খামোখা আমাদের সময় নষ্ট হচ্ছে।

ছোট ফড়িং: প্লিজ। কাজ কি ক'রে করে শিখিয়ে দিন না!

সব পিঁপড়ে: শিখতে চান?

পিঁপড়ে নেতা: তাই তো বলছেন উনি।

ছোট ফড়িং: হ্যাঁ, ঠিক তাই। শেখাবেন?

সব পিঁপড়ে: আপনি সত্যিই জানেন না যে কাজ কি করে করতে হয়?

ছোট ফড়িং: জানি না বলেই তো শিখতে চাইছি। আপনারা তো দেখতেই পাচ্ছেন যে আমি একটা ছোট্টখাট্টো ফড়িং। লাফাতেও ভাল করে পারি না (দেখাতে গিয়ে পায়ের ব্যথায় থেমে গেল) লাফাতে গিয়ে কাল লেগে গেছে। কাজ করতে শিখে নেব ঠিকই কিন্তু আমি চাইছি আজই শিখতে—এক্ষুণি। আমার মা বলেন ওটা যত তাড়াতাড়ি শেখা যায় ততই ভাল!

পিঁপড়ে নেতা: তোমরা কি বল ভাই?

(সব পিঁপড়েরা উঠে ছোট ফড়িংয়ের কাছে গিয়ে ওর পা এবং পাখা পরীক্ষা করে দেখে)

ছোট ফড়িং: এই দেখ, তোমরা আবার আমার পা আর পাখা নিয়ে টানাটানি শুরু করলে কেন?

(ওরা ওকে ছেড়ে দিল)

পিঁপড়ে ১: বড্ড ছোট!

পিঁপড়ে ২ এবং ৩: পা তো নয়, খ্যাংরা কাঠি!

পিঁপড়ে ৪ ও ৫: পাখাও তেমনি!

পিঁপড়ে নেতা: ও সব বাদ দিয়ে বল, শেখাব কি না?

ছোট ফড়িং: অসুবিধে আছে কিছু?

পিঁপড়ে নেতা: এ কাজ তো আমবা কবি না, মিছিমিছি আমাদেব সময নষ্ট হবে!

ছোট ফড়িং: না না সময় নষ্ট কবতে হবে না। ও আমি দেখিযে দিলেই শিখে নেব!

পিঁপড়ে নেতা: শুধু দেখলেই কাজ শেখা যায় না!

ছোট ফড়িং: তাহলে কি কবব বলে দিন।

পিঁপড়ে নেতা: যদি সত্যিই শিখতে চাও তাহলে এসে, এই কটিটা তুলে আমাদের সাহায্য কব।

ছোট ফড়িং: ঐটা? ওরে বাবা! ওটা তোলা আমাব একাব পক্ষে সম্ভব নয।

কর্মী পিঁপড়ে ১,৩,৫: ঐ জন্যেই তো আমবা এক সঙ্গে মিলে মিশে কাজ করি। কাজেব ওজনও কমে, কাজও সহজ হয।

পিঁপড়ে নেতা: (হর্ণ বাজায) চলে এস সব। কাজ শুরু!

(ওবা আবাব লাইন কবে দাঁড়ায আব সেই সঙ্গে মেঘেব ডাক শোনা যায। সব পিঁপড়ে একই সঙ্গে আকাশেব দিকে তাকায)

পিঁপড়ে নেতা: তাডাতাডি কর। বৃষ্টি আসছে!

(ছোট ফডিংও ওদেব লাইনে দাঁডিযে যায)

ছোট ফড়িং: আমিও করি!

পিঁপড়ে নেতা: মেযে, এটা খেলা নয়। মেঘ ডাকছে। তাড়াতাডি কবতে হবে! বৃষ্টি নামল বলে।

ছোট ফড়িং: প্লিজ! আমাকেও দলে নিন। আমিও করি।

সব পিঁপড়ে: আহা অত কবে বলছেন...

পিঁপড়ে নেতা: ঠিক আছে। নাও তবে...তালে তালে। বেডি? তোল ভাই তুলে ধব ....

সবাই: সামনে। সামনে।

(এইভাবে তালে তালে ওবা কটিটা হাতে হাতে এগিযে দেয এবং ফডিংযেব হাতে এসে পড়ে)

সব পিঁপড়ে: সামনে! সামনে!

(ছোট ফডিং নিল বটে কিন্তু তাল সামলাতে পেবে উঠছে না। অতি কষ্টে এবং কোন বকমে সামনেব পিঁপডেকে ওটা দিতে চেষ্টা কবছে)
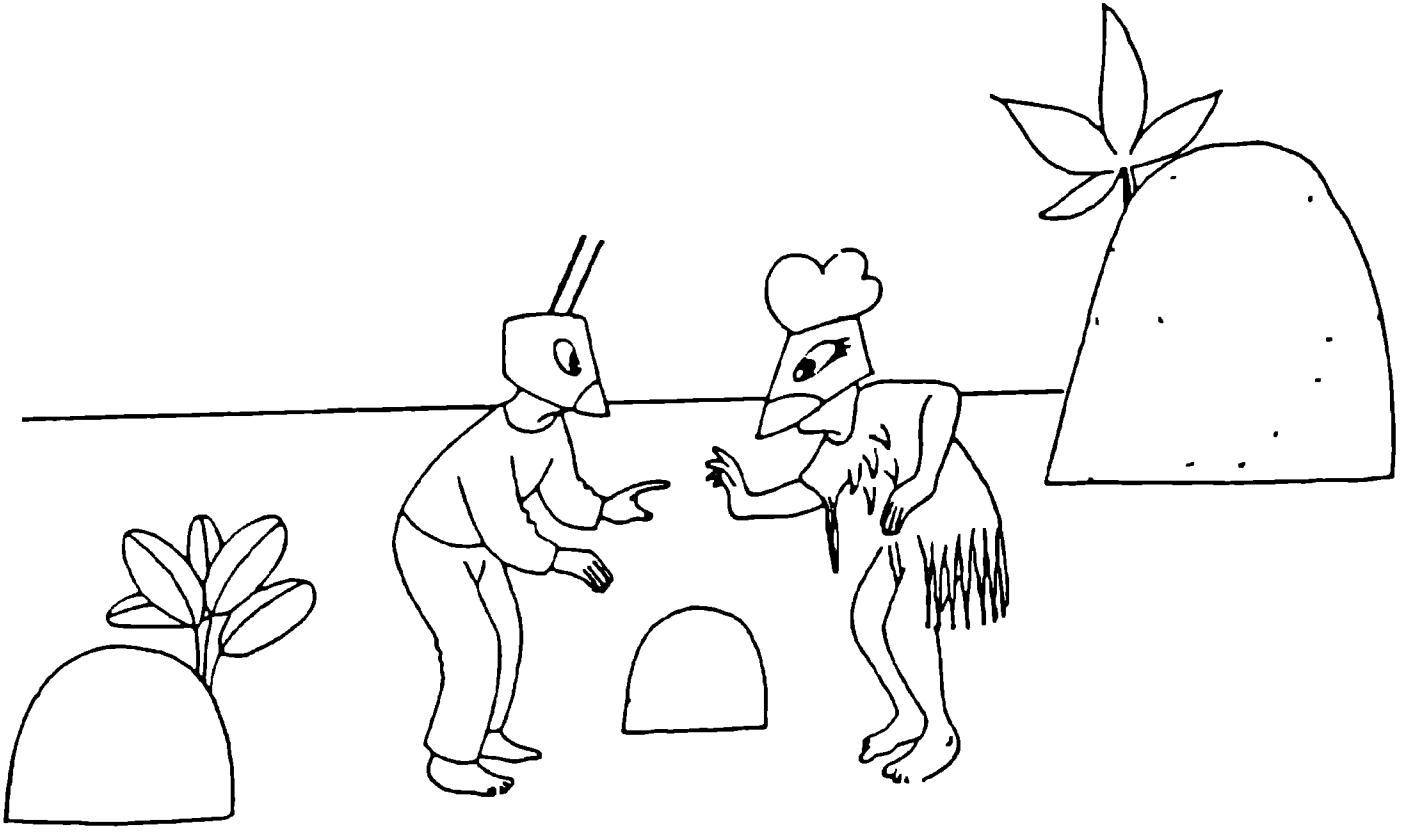
পিঁপড়ে নেতা : সাবাস ফড়িং ! চেষ্টা কব....

সব পিঁপড়ে : (তালে তালে) সামনে সামনে....

(শেষ পর্যন্ত ওটা দিযে দিল সামনেব পিঁপড়েকে। দেওযাব পবই দৌড়ে গিযে লাইনেব সামনে দাঁড়ায যাতে লাইন বজায থাকে আব হাতে হাতে ওটা সামনে চলতে থাকে। ফড়িং কিন্তু তা গেল না, গিযে বসল একটা পাথবেব ওপব। বেশ হাঁপাচ্ছে। পিঁপড়েবা আস্তে আস্তে মঞ্চ থেকে ঐ ভাবে রুটিটা নিযে বেরিযে গেল। বযে গেল শুধু ফড়িং আব পিঁপড়ে নেতা)

ছোট ফড়িং : বাব্বা! ওটা যা ভাবি! আমাব তো মনে হযেছিল কোমবটা ভাঙল বুঝি!

পিঁপড়ে নেতা : কিন্তু পারলে তো! তোমার সাহস আছে, শিখবাব ক্ষমতা আছে আর সব চেয়ে বেশী আছে মনেব জোর!

ছোট ফড়িং : ধন্যবাদ!

পিঁপড়ে নেতা : (পকেট থেকে একটা রুটিব টুকবো বেব কবে) এই নাও।

ছোট ফড়িং : রুটি ?

পিঁপড়ে নেতা : রুটি নয়। কলার বড়া! খুব মিষ্টি।

ছোট ফড়িং : ধন্যবাদ! কাজও শেখালেন আবাব খাবারও জুগিয়ে দিলেন! মা শুনলে খুব খুশী হবেন!

পিঁপড়ে নেতা : নিশ্চযই হবেন!....এটা কিন্তু পুবস্কাব নয। প্রাপ্য। প্রত্যেক কর্মীর প্রাপ্য! মনে থাকে যেন! পবিশ্রমের মূল্য!

ছোট ফড়িং : আমি তো কয়েক পা গেছি মাত্র!

পিঁপড়ে নেতা : সেই জন্যেই ঐ সামান্য পাবিশ্রমিক।

(বাইবে আবাব মেঘেব গর্জন শোনা গেল। দুজনেই আকাশেব দিকে তাকিয়ে দেখল। মঞ্চেব বাইবে থেকে এল পিঁপডেদেব চিৎকাব)

সব পিঁপড়ে : ও নেতাজী! কথা শেষ কবে তাডাতাডি আসুন! কাজ আগে!

পিঁপড়ে নেতা : আসছি রে বাপু, আসছি (হর্ণ বাজিযে বেবিযে যাওযাব আগে ফড়িংকে) সাবধান! বৃষ্টি এল বলে!

(ছোট ফড়িং কলাব বড়াটা ভাল কবে দেখল)

ছোট ফড়িং : কাজ শেখাটাই যথেষ্ট লাভ! এটা তো ইনাম। এটা মাকে দেব। খুব খুশী হবেন।

(বড় ফড়িং নাচতে নাচতে আব গাইতে গাইতে মঞ্চে প্রবেশ কবল। মাথায ওব এখন একটা ফুলেব মুকুট)

বসন্তেবই উঠলে হাওয়া, ভুলে যেও খাওযা দাওযা
লাফিযে চলে ঝাঁপিয়ে পড়ে পবো মাথায ফুল!
তিড়িং তিডিং ত্রুল॥

ছোট ফড়িং : এই যে বডদা যে!

বড় ফড়িং : একি, তুমি এখনও এখানে!

ছোট ফড়িং : এই যাচ্ছি দাদা! বৃষ্টি এল বলে!

বড় ফড়িং : বৃষ্টি? এই বসন্তেব দিনে? আব আমায হাসাসনি বাবা!

ছোট ফড়িং : যাক গে! আমি তো বাডী চললাম! ক্ষিদেটা জমিযে পেয়েছে আব এই কলাব বডাটা—মাব সঙ্গে ভাগ কবে খাব!

বড় ফড়িং : কলার বডা? বলিস কি বে?

ছোট ফড়িং : হ্যাঁ, পেলাম! অনেকদিন খাইনি! মা খুব খুশী হবে!

বড় ফড়িং : তা পেলি কোত্থেকে? আমি তো সাবাদিন ঘুরে একটা কণাও কিছু পেলাম না!

ছোট ফড়িং : কেন গো দাদা! এই যে বলছিলে এ সময় খাবার নাকি প্রচুব পাওয়া যায? চলি দাদা...বৃষ্টি আসছে কিন্তু। খুব সাবধান (লাফাতে লাফাতে চলে গেল)।

বড় ফড়িং : দেখছ! ঐ ক্ষুদে বাঁদরিটা কলাব বড়া দেখিয়ে আমায় খাবার কথা মনে করিয়ে দিল!...মনে হচ্ছে, এখন ক্ষিদে পেয়েছে।

কতটা ?...অল্পই হবে!...ওরে বাবা, না। বেজায ক্ষিদে যে...এ যে দেখছি বেড়েই চলেছে!

(এই সময মেঘ প্রচণ্ড গর্জন কবে ওঠে)

বড় ফড়িং: (হাত বাড়িযে বৃষ্টিব জল অনুভব কবে) খেযেছে বে! এই দেখ...প্রচণ্ড ক্ষিদের মুখেই বৃষ্টি নামল...ভাবছিলাম একটু খাবার খুঁজব—আব অমনি বৃষ্টি! ছোট বাঁদরিটা তো ঠিকই বলেছিল! হায় হায়...এখন ক্ষিদেতে মরব আর বাড়ী যেতে তো ভিজে ঢোল হয়ে যাব! ছোটোব কথা না শুনে, বুড়ো ফড়িং...এবাব বোঝ!...

(মেঘেব গর্জন আব বৃষ্টিব শব্দ। তাবি মধ্যে লাফাতে লাফাতে বড ফড়িং বওনা হল—বাড়ীব দিকে!)

যবনিকা

ছবি : আলবোর্তো গামোজ

পোষাক
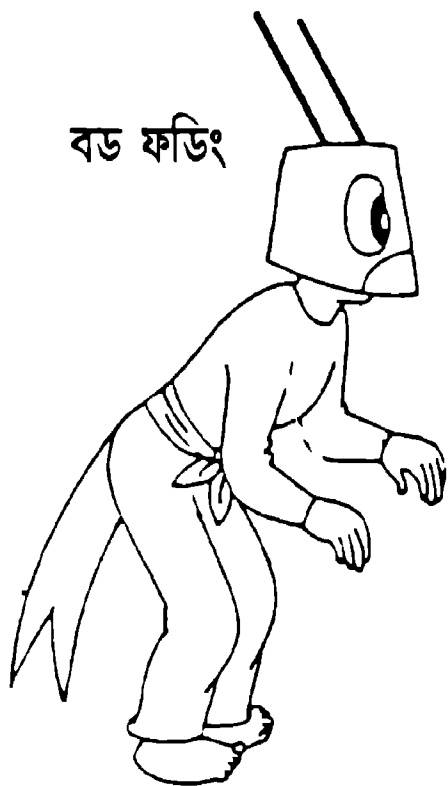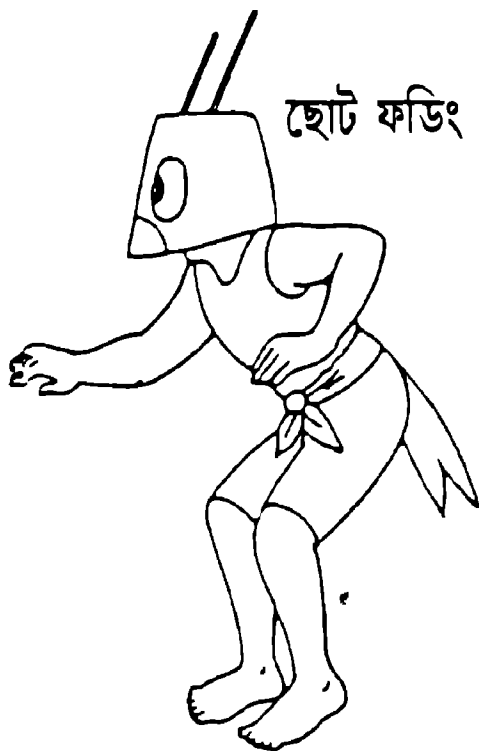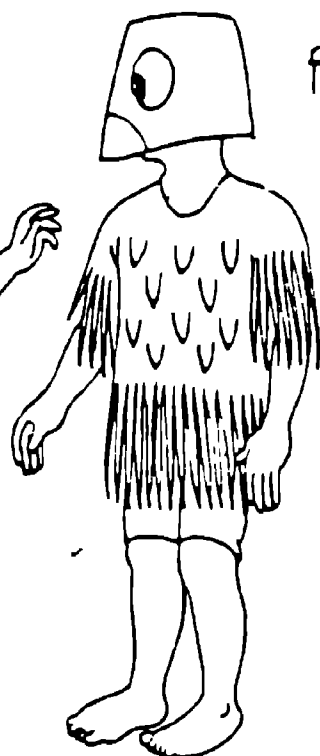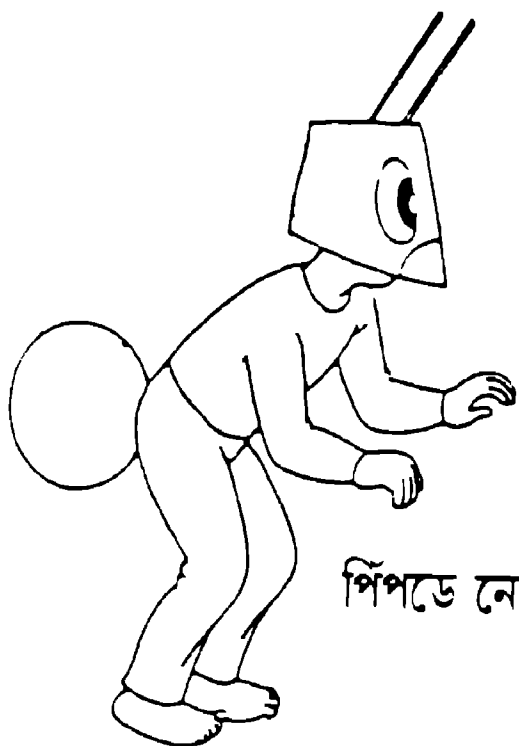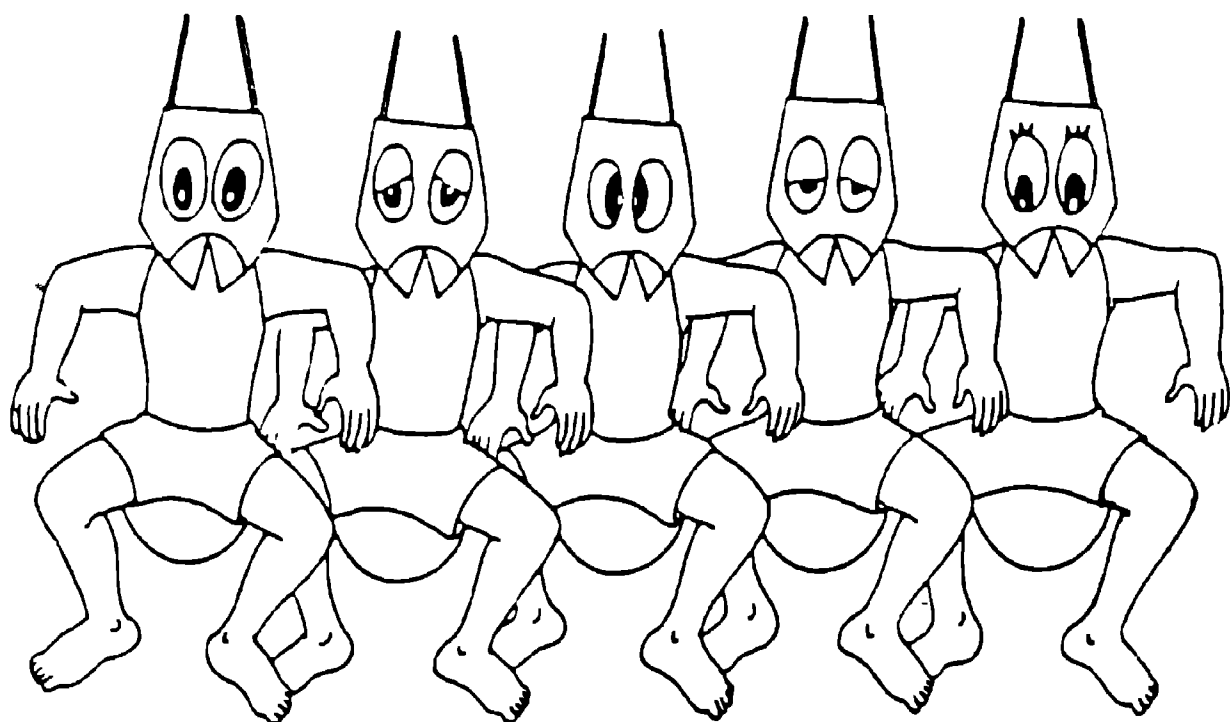
মা মুর্গীর পালকের জামা কী করে তৈরী করবে
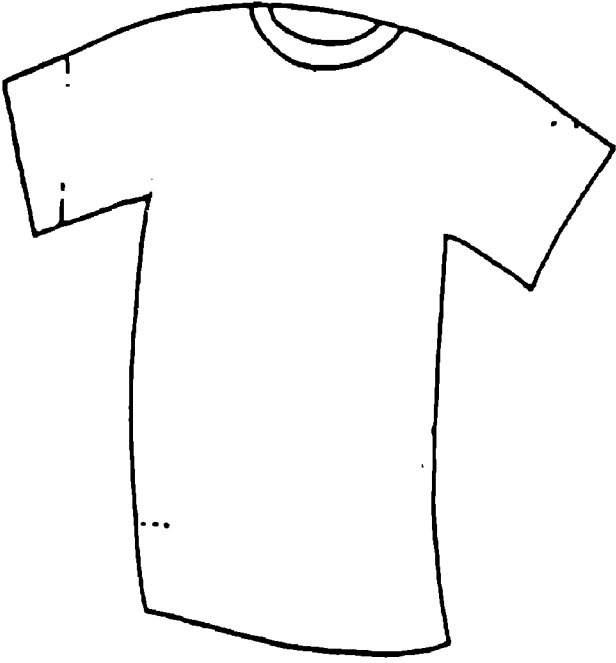
১) একটা বড সাইজের পুবোণ শার্ট
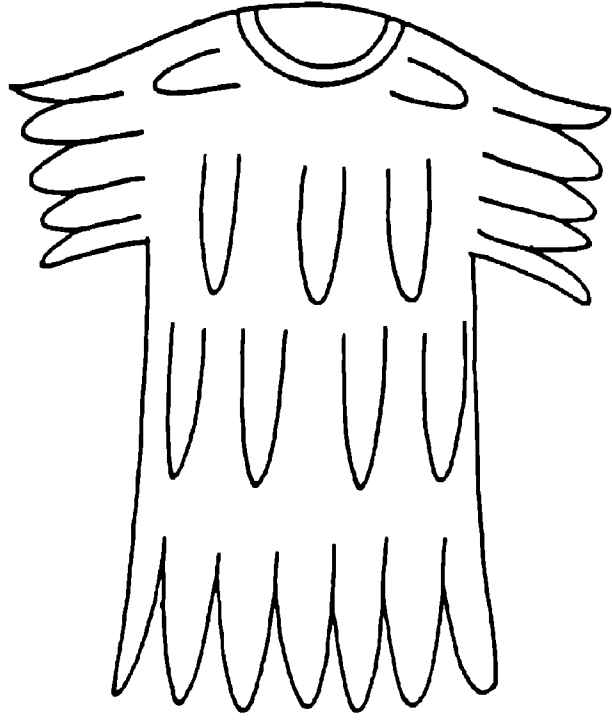
২) ওপবেব নক্সা অনুযায়ী কাটো

মনে রেখ : চিকু এবং বাজ পাখীব জামাও এইভাবেই কবা যায়।

পিঁপড়ে এবং ফড়িংদের ল্যাজ কী করে তৈরী করবে

পিঁপডেব ল্যাজ

ফডিংদেব ল্যাজ
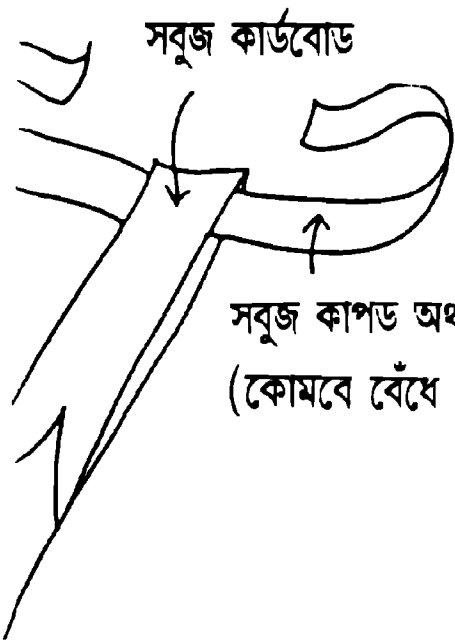
সবুজ কার্ডবোড

লাল বেলুন

সবুজ কাপড অথবা সবুজ টাই (পুবোণ)
(কোমবে বেঁধে দাও।)
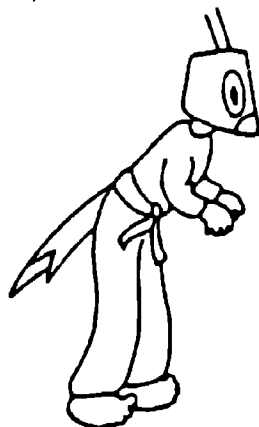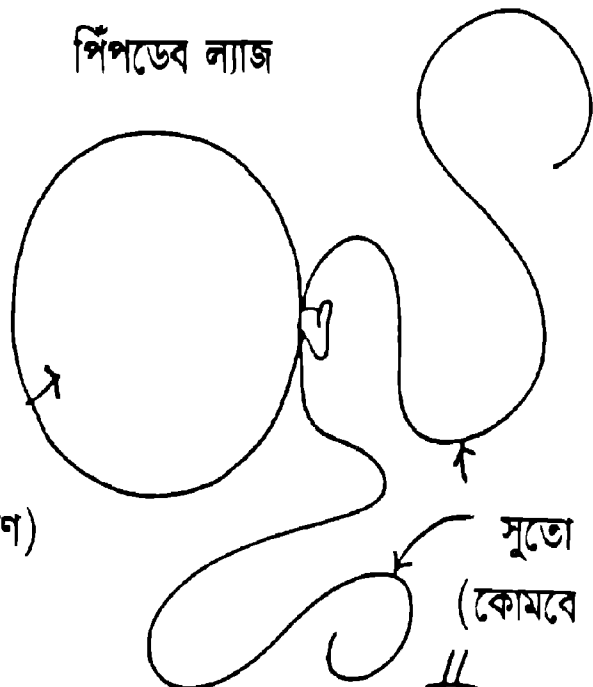
সুতো
(কোমবে বেঁধে দাও।)
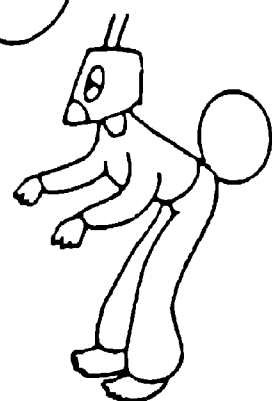
কী করে মুখোশ তৈরী করবে

১) স্টাইবোফোমেব বালতি জোগাড় কবে নকসা অনুযাযী কোণাকুণি কাটো।

২) চোখেব জন্য গর্ত কাটো
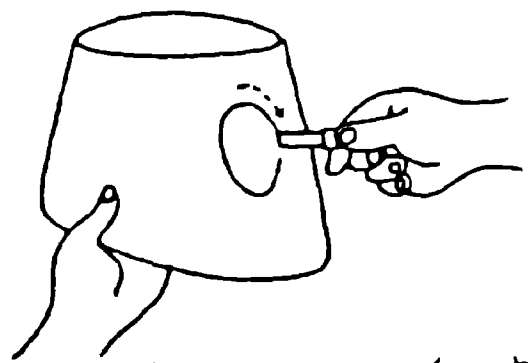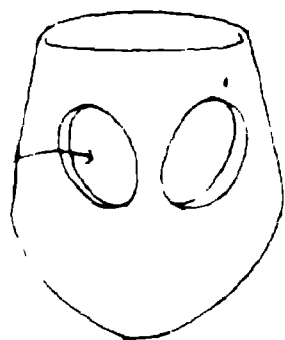
৩) মুখোশেব ভেতব দিকে এ মশাবীব কাপড আঠা দিয়ে আটকে দাও।
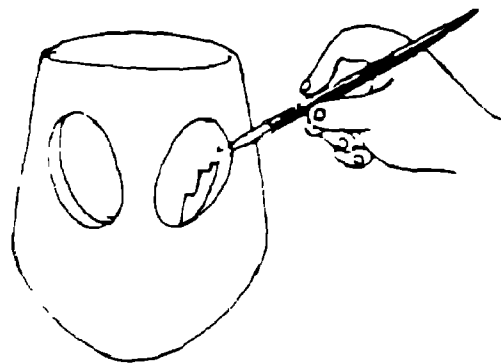
৪) সাদা বং দিয়ে কাপড়টা বং কবে দাও
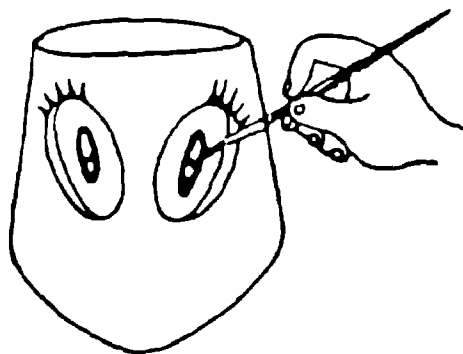
৫) এবং চোখ এঁকে দাও

অন্যান্য মুখোশেব জন্যও এই একই পদ্ধতি অনুসবণ কবো

মঞ্চ বিন্যাস
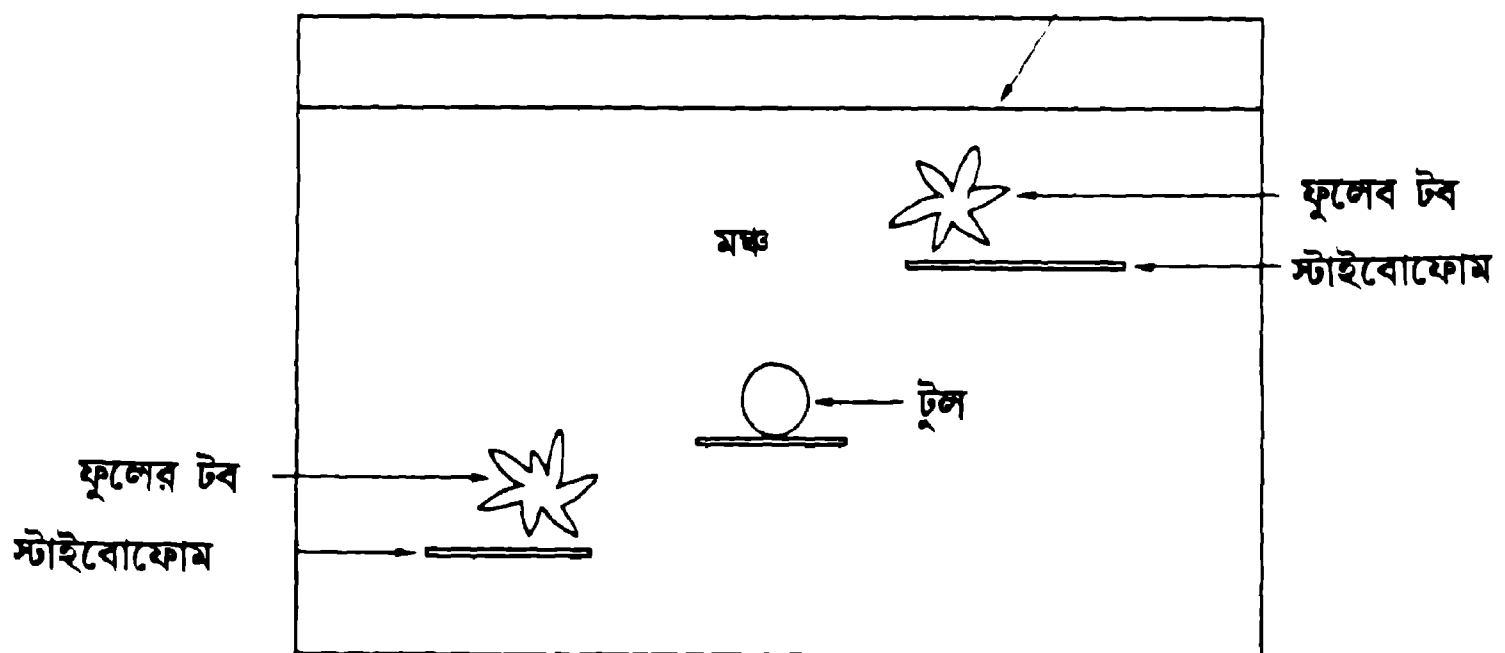
মৎসরাজার আজব স্বপ্ন

রিপাব্লিক অফ্ কোরিয়া
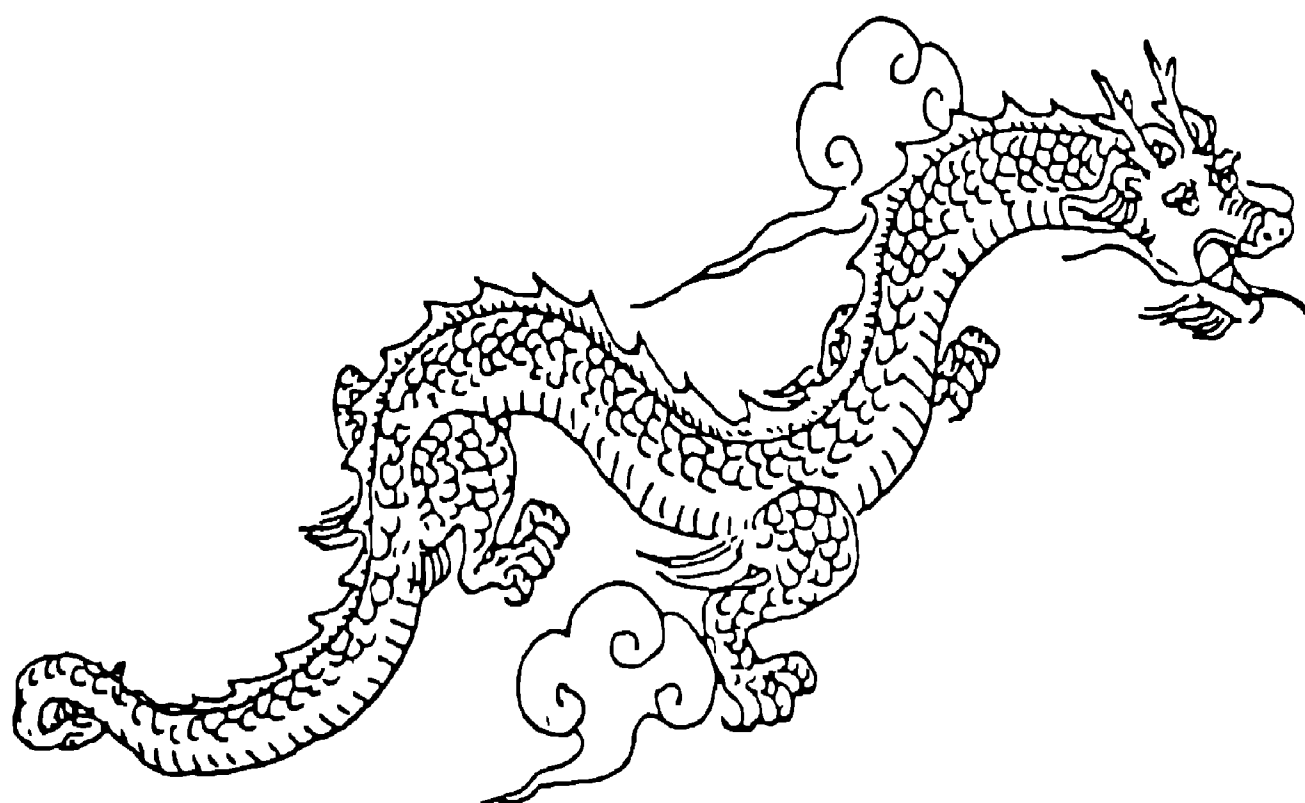
মৎসরাজার আজব স্বপ্ন

ই ইয়ং-জুন

● চরিত্রলিপি

মৎসরাজ	বয়স তিন হাজার বছর
চাঁদা মাছ	একটা দুটি চোখ একদিকে করা মাথা, আবাব দুটি চোখ দুদিকে করা মাথা
গোবি	বয়স আটশ বছব
বোয়াল	একটা চ্যাপটা মাথা, আব একটা গোল মাথা
অকটোপাস	একটা চোখ মাথায, আবাব একটা চোখ পাছায়
পমফ্রেট	একটা হা বড, আবাব আরেকটা হা ছোট
ড্রাগন	নীল রঙের
সূত্রধার	বৃদ্ধ। পরনে ঘোডার লেজেব টুপি। পরে ইনিই আবাব পণ্ডিত।

প্রথম দৃশ্য

(পূব সাগবেব মৎসবাজেব প্রাসাদ। মঞ্চেব মাঝখানে তাঁব সিংহাসন আব আশে-পাশে সামুদ্রিক আগাছা থেকে বোঝা যায যে ঘবটা সমুদ্রেব তলায। মঞ্চে প্রবেশ কবলেন সূত্রধাব)

সূত্রধার : (দর্শকদেব অভিবাদন কবে) আমি এসেছি আপনাদেব একটা আজব স্বপ্নের গল্প শোনাতে যা শুনলে, হাসতে হাসতে আপনাদেব পেটে খিল ধবে যাবে। গল্পটাব নাম হল গিয়ে...কি বলে...

(মঞ্চে প্রবেশ কবল চাঁদা মাছ। হাতে তাব প্ল্যাকার্ড। লেখা আছে 'মৎসবাজাব আজব স্বপ্ন'। প্ল্যাকার্ড দেখিয়ে প্রস্থান কবল)

সূত্রধার : ঠিক। মৎসবাজাব আজব স্বপ্ন....

(মৎসবাজ মঞ্চে প্রবেশ কবে সিংহাসনে বসলেন)

সূত্রধার : অনেক কাল আগে এক ছিল মৎসবাজ। বয়স তাঁব তিন হাজাব বছব। এই বাজাব রাজত্ব ছিল পূব সাগবে কিন্তু এমনই তাঁব প্রতাপ যে সব সাগবেব সব মাছ তাঁকে ভয় পেত। শ্রদ্ধা কবত।

(সূত্রধাব মঞ্চ থেকে চলে গেলেন)

মৎসরাজ : (গম্ভীব গলায) কেউ আছে?...কোই হ্যায়?

(কোন সাড়া না পেযে মৎসবাজ লাফিযে উঠে হাঁক দিলেন)

মৎসরাজ : কেউ কোথাও আছ না কি?

চাঁদামাছ : (বাইবে থেকে) এই যে...আসছি হুজুর...

(চাঁদামাছ এল)

মৎসরাজ : তোমাদেব সব হয়েছে কি? তোমবা কি ভাব তোমাদেব এই রাজা একটা ইয়ে, কি বলে...গলা ফাটিয়ে হাঁক দিলেও জবাব পাই না...

চাঁদামাছ : অপবাধ মার্জনা করুন মহারাজ।

মৎসরাজ : 'মার্জনা করুন মহারাজ'...মার্জনা করুন...ব্যস্ তাহলেই আমি উদ্ধার হয়ে গেলাম? কোনদিন একটা খুন করে এসে বলবে মার্জনা করুন মহারাজ!

চাঁদা মাছ: ওকি বলছেন মহারাজ? আমি জীবনে একটা মশাও কখনো মারিনি!

মৎসরাজ: আরে, সে কি আর আমি জানি না?...ও হল আমার রাগের কথা! চটে ছিলাম কি না! ...তুমি অন্যদের চেয়ে অনেক ভাল। এই দেখ না—অন্যদের তো এখনও সাড়া শব্দ নেই!

(এরই মধ্যে বোয়াল, অকটোপাস আর পমফ্রেট চুপিচুপি এসে দাঁড়াল চোরের মতন, ভয়ে ভয়ে)

মৎসরাজ: আসার সময় হল আপনাদের?

(ভয়ে ওরা জড়সড়)

মৎসরাজ: তোমরা ভেবেছ কি? কি ভাব তোমরা আমাকে?

ওরা তিনজনে: আমাদের ক্ষমা করুন, মহারাজ!

মৎসরাজ: ক্ষমা??

সবাই: হ্যাঁ মহারাজ...আমাদের ক্ষমা করুন...

মৎসরাজ: 'ক্ষমা করুন!' 'ক্ষমা করুন' ...কিসের জন্য ক্ষমা করব?

সবাই: (চুপ)

মৎসরাজ: কি? মুখে যে কারো আর কথাটি নেই?...বোয়াল!!

বোয়াল: ম...ম...মহারাজ...

মৎসরাজ: অকটোপাস!

অকটোপাস: ম...ম...ম...মহারাজ...

মৎসরাজ: পমফ্রেট!!

পমফ্রেট: মহারাজ...

মৎসরাজ: তোমরা সবাই বোবা হয়ে গেলে নাকি? ব্যাপারটা কি?

চাঁদা মাছ: মহারাজ...হুজুর...এবারকার মতন আমাদের সবাইকে ক্ষমা করে দিন। শেষবারের মতন। আর কখনো এমন অন্যায় হবে না!

মৎসরাজ: এই অপরাধের শাস্তি কি জানো? পিঠে দশ ঘা করে চাবুক! কিন্তু চাঁদা যেভাবে ক্ষমা চাইল তাতে সদয় হয়ে আমি এবারকার মতন ক্ষমা করে দিলাম!

বোয়াল: হে দয়াপ্রবর রাজাধিরাজ, আপনার এই দয়ার মহিমা আমরা জীবনে কখনও ভুলবো না!

অকটোপাস: আমাদের মৎসরাজ মহানুভব!

পমফ্রেট: আমাদেব বাজাধিবাজ দযাব সাগব!

মৎসরাজ: হুম্...মনে বেখ এইসব কথা। আচ্ছা, এবাব শোন...

সবাই: (সাগ্রহে) বলুন মহাবাজ!

মৎসরাজ: কাল বাত্রে আমি একটা স্বপ্ন দেখেছি!

সবাই: স্বপ্ন মহাবাজ?

মৎসরাজ: হ্যাঁ...একটা অদ্ভুত স্বপ্ন!

(মাছেবা আপোষে ফিসফিস কবে কথাটা আলোচনা কবল)

পম্ফ্রেট: হুকুম করুন মহাবাজ, কি স্বপ্ন দেখলেন।

মৎসরাজ: জানতে চাও?

সবাই: অবশ্যই মহাবাজ। না শোনা পর্যন্ত আমাদেব ঘুমই হবে না!

মৎসরাজ: শোন তাহ'লে। স্বপ্নে দেখলাম যে আমি আকাশেব দিকে উঠছি আব নিচে নামছি (হাত দিযে ব্যাপাবটা দেখিযেও দিলেন)। আব আবহাওযাটা কি বকম যেন এলোমেলো—চাবদিকে সাদা মেঘেব মতন বাষ্প আবাব বাষ্পেব মতন মেঘ আব সাদা ধবধবে বরফ ঝবছে। আমাব সাবা গাযে!...এই গবম, এই ঠাণ্ডা...

(যখন মৎসবাজ বলছেন তখন পশ্চাদপটে মেঘ ইত্যাদি দেখানো যেতে পাবে অথবা সঙ্গীতেব মাধ্যমে সেটা প্রকাশ কবা যেতে পাবে)

মৎসরাজ: সত্যিই অদ্ভুত স্বপ্ন! আচ্ছা, আমাব চেযে বযস্ক লোক পূব সাগবে কেউ নেই, না?

সবাই: না মহারাজ। কেউ নেই। এ তল্লাটে কেউ নেই।

মৎসরাজ: তাহ'লে, এমন কেউই নেই যে আমাকে এই স্বপ্নেব অর্থ বোঝাতে পাবে?

সবাই: না মহাবাজ। বাজস্বপ্নেব অর্থ বুঝবে এমন বুদ্ধি কাব আছে?

মৎসরাজ: কিন্তু অর্থ আমায বুঝতেই হবে। এখন প্রশ্ন হল, উপযুক্ত লোক আমি পাই কোথায?

(মাছেবা এক জোট হযে আলোচনা শুরু কবল ফিসফিস কবে)

চাঁদা মাছ: মহামান্য বাজাধিবাজ!

মৎসরাজ: আছে কি কেউ যাব কথা তোমরা কেউ বলতে পার?

চাঁদা মাছ: যদি অনুমতি দেন মহারাজ তাহ'লে বলি যে আমাদের বন্ধু অকটোপাস এখানে আসার আগে বহুকাল পশ্চিম সাগবের বাসিন্দা ছিল।

অকটোপাস : হ্যাঁ, মহাবাজ। এবাব অনুমতি দিলে আমি কিছু নিবেদন করতে পাবি।

মৎসরাজ : বল।

অকটোপাস : পশ্চিম সাগবে, যেখানে আমি থাকতাম...

মৎসরাজ : সেখানে কি?

অকটোপাস : সেখানে গোবি আছে, তাব বয়স ৮০০ বছব!

মৎসরাজ : আটশ' বছরের গোবি?

অকটোপাস : আপনার তুলনায় সে অবশ্যই অত্যন্ত নাবালক। আপনি ৩০০০ বছব বয়স্ক।

মৎসরাজ : তুমি কি বলতে চাও যে সে স্বপ্নেব অর্থ বোঝে?

অকটোপাস : হ্যাঁ মহাবাজ। খুব ভাল বোঝে।

মৎসরাজ : তাহ'লে অচিবে তাকে নিমন্ত্রণ জানিযে নিযে এস।

অকটোপাস : নিজে গিয়ে নিযে আসব মহাবাজ?

মৎসরাজ : হ্যাঁ। তাই আমার নির্দেশ।

অকটোপাস : (নীবব)

মৎসরাজ : তোমবা আপোষে আলোচনা কবে ঠিক কব কে যাবে। আমি ইতিমধ্যে স্নান সমাপন কবে আসি।

(মৎসবাজ মঞ্চ থেকে মন্থব গতিতে বেবিযে গেলেন)

অকটোপাস : আমি বাপু যেতে টেতে পাবব না!

চাঁদা মাছ : কেন?

অকটোপাস : ঐ কেন টেন জানি না। যেতে পাবব না। ব্যস্!

পমফ্রেট : আহা তুমি তো ওখানে থাকতে! বাস্তাঘাট সব তোমাব চেনা!

বোয়াল : হক কথা। পমফ্রেট ঠিকই বলেছে। তোমাবই যাওযা উচিৎ!

অকটোপাস : আমি পারব না। একবাব গেলে আব বেঁচে ফিবতে পাবব না!

চাঁদা মাছ : ওরে বাবা। তার মানে?

অকটোপাস : ওখানে যখন ছিলাম, করডিনের সঙ্গে আমাব ঝগডা হযেছিল। আর...

চাঁদা মাছ : আর?

অকটোপাস : আমি তাকে মাবলাম আব...আব সে পড়ে গেল...

বোয়াল : তার মানে? তুমি তাকে খুন করেছ?

অকটোপাস : ঐ আর কি...

বোয়াল: তু...তু...তুমি খুন করেছ?...তুমি খুনী??

অকটোপাস: না...খু...খুনী নয়, মানে মারলাম আর...

বোয়াল: বোঝা গেল। সেইজন্যেই তুমি যেতে চাও না। তাহ'লে কে যাবে?

চাঁদা মাছ: ও আর এমন কি ব্যাপাব? বোয়াল ভায়া তুমিই যাও!

বোয়াল: ওবে বাবা! চাঁদু, তুমি কি আমায় মেবে ফেলতে চাও? আমি বাপু মরে যাব সেও আচ্ছা...কিন্তু যাব না!

পমফ্রেট: এই চাঁদা...তুমি কেন যাচ্ছ না!

চাঁদা মাছ: আমি? বল কি? আমি এই পূব সাগবেব বাইবে কখনো এক পাও যাইনি। আমি কোথায যাব!

(মৎসবাজ ফিবে এসে সিংহাসনে বসলেন। সবাই মাথা নিচু কবে অভিবাদন জানাল)
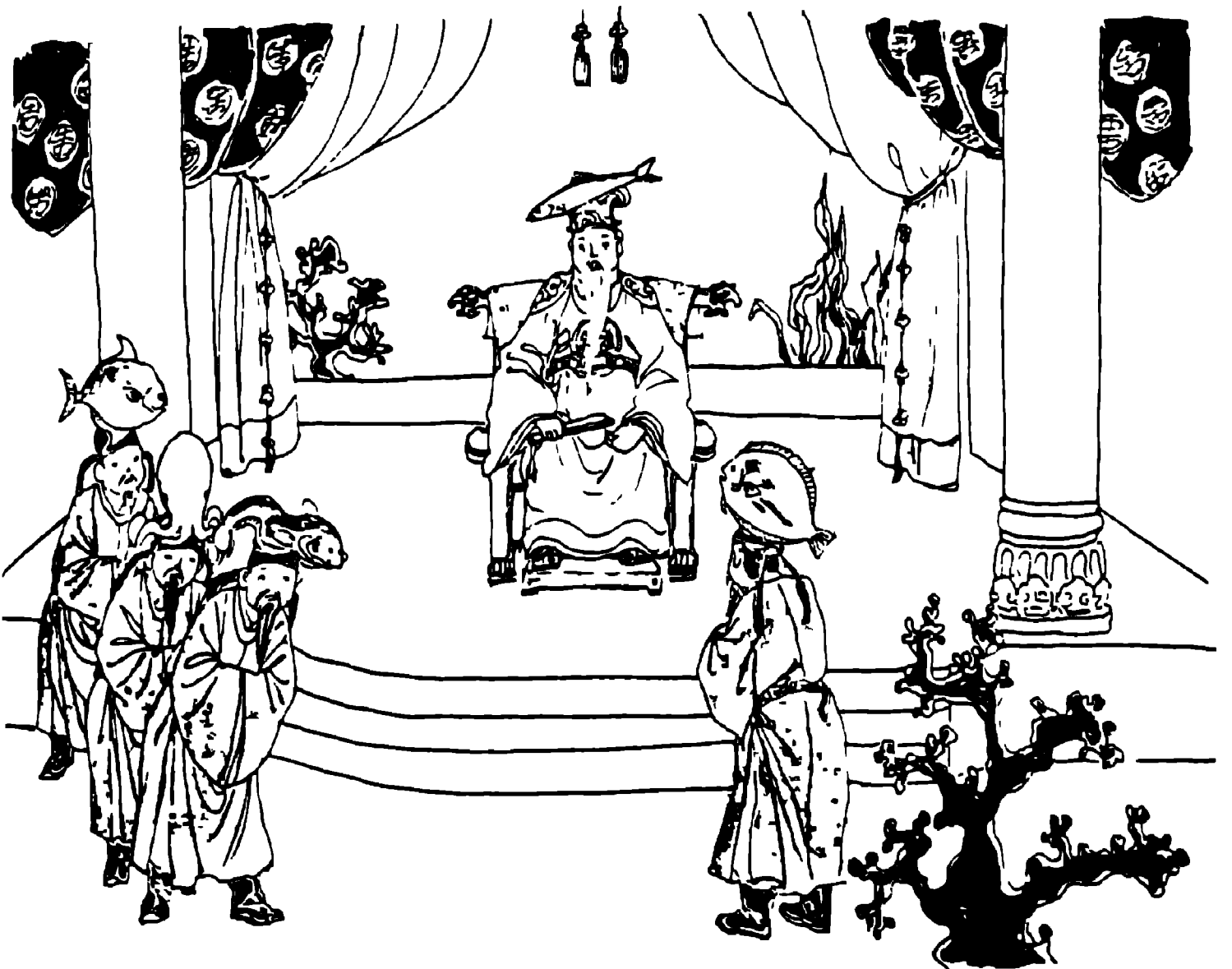
মৎসরাজ : তাহ'লে? কি ঠিক হল?

চাঁদামাছ : মহারাজ এখনও কিছু...

মৎসরাজ : ঠিক হয়নি?

সবাই : (অভিবাদন জানিযে) না মহাবাজ!

মৎসরাজ : চাঁদা...

চাঁদা মাছ : মহারাজ...

মৎসরাজ : তুমি আমার সর্বোত্তম প্রজা।

চাঁদা মাছ : আপনি মহারাজ দয়ার সাগর...

মৎসরাজ : আমি জানি দাযিত্বটা গুরুতব—তবু, আমি চাই তুমিই যাও। তোমাকে আমি সব চাইতে বেশী বিশ্বাস কবি।

চাঁদা মাছ : মহানুভব, দয়াব সাগর মহারাজ...

মৎসরাজ : বল।

চাঁদা মাছ : আমি তো পথ ঘাট কিছুই চিনি না মহাবাজ।

মৎসরাজ : তাতে কি হয়েছে? জেনে নেবে, চিনে নেবে। জিজ্ঞেস কবে এগোবে আবার এগিয়ে জিজ্ঞেস কববে। আব গোবিকে আনতে পাবলে প্রভূত পুরস্কার পাবে। মনে বেখ তিনি বযস্ক। তাঁকে অত্যন্ত সসম্ভ্রমে আমার সাদর নিমন্ত্রণ নিবেদন কববে।

চাঁদা মাছ : হ্যাঁ মহারাজ।

মৎসরাজ : যাও তাহ'লে।

(চাঁদামাছ কিছু ইতস্ততঃ কবে বেবিযে যায। সবাই ওকে সোৎসাহে বিদায দেয)

দ্বিতীয় দৃশ্য

(মঞ্চ প্রথম দৃশ্যেবই অনুরূপ। সূত্রধাব প্রবেশ কবলেন)

সূত্রধার : সহজ সরল চাঁদামাছ শেষ পর্যন্ত যাত্রা কবল। করল না, কবতে হল। যাওয়ার ইচ্ছে তাব মোটেও ছিল না। তবু গেল। (হাতেব মুঠি পাকিযে) এই এতবড একটা রাগের ডেলা ওব বুকেব ভেতর থেকে উঠে এসে গলায় আটকে গেল—কিন্তু সেটাকে দমন কবে সে গেল আর বহু কষ্টে পথঘাট খুঁজে শেষ পর্যন্ত প্রবীণ গোবিকে নিয়ে এল রাজ দরবারে।

(মঞ্চেব মাঝখানে একটা টেবিল পাতাব পব সব মাছেব সঙ্গে স্বযং মৎসবাজ গোবিকে অভ্যর্থনাব জন্য প্রস্তুত হলেন। চাঁদামাছেব সঙ্গে মঞ্চে প্রবেশ কবলেন গোবি, মৎসবাজ গোবিব হাত ধবে সাদবে আনলেন)

মৎসরাজ : আপনাকে এতখানি পথ এনে খুবই কষ্ট দিলাম, না পণ্ডিতবব?

গোবি : না না সে কি কথা মহাবাজ? পূর্ব সাগবেব মহাবাজাধিবাজেব সমীপে উপস্থিত হওযা কি কম সম্মান? আমাব অনেক আগেই আসা উচিৎ ছিল!

মৎসরাজ : আসুন পণ্ডিতপ্রবব। আসন গ্রহণ করুন। পানাদিব দ্বাবা আপনাব পথেব ক্লান্তি দূর কবাব সুযোগ দিন।

গোবি : ধন্য আপনাব আতিথেযতা, মহাবাজ। কিন্তু বাজাধিবাজ আপনাব তুলনায আমি নিতান্তই অর্বাচীন। আপনাব নম্রতায আব আমায বিব্রত কববেন না।

মৎসরাজ : আপনি অত্যন্ত বিনযী পণ্ডিত প্রবব! ধন্য আপনাব জ্ঞানেব মহিমা!

(মৎসবাজ এবং গোবি টেবিলে বসে পানাহাব শুরু কবলেন। অন্যান্য মাছেবা সতৃষ্ণ নযনে দেখতে লাগল এবং ঈর্ষায পুডতেও লাগল। সূত্রধাব এল)

সূত্রধার : দেখলেন তো? মৎসবাজ গোবিকে সাদবে অভ্যর্থনা কবে খাওযাতে বসলেন কিন্তু বেচাবা চাঁদামাছকে ধন্যবাদ দেওযা তো দূবেব কথা, লক্ষ্যই কবলেন না। কাজেই, অত্যন্ত ক্ষুন্ন হযে এবং বাগে অগ্নিশর্মা হয়ে, অন্যান্য মাছেব সঙ্গে চাঁদামাছ ওঁদেব আহাব পর্ব দেখতে লাগল। মৎসরাজ আরম্ভ কবলেন তাঁব স্বপ্নেব কথা বলতে।

(মৎসবাজ বলছেন কিছু আব গোবি খুব মন দিযে শুনছে)

সূত্রধার : মৎসবাজেব কথা শোনার পব গোবি পণ্ডিত আরম্ভ কবলেন স্বপ্নেব অর্থ কি তা বোঝাতে। আসুন, শোনা যাক উনি কি বলেন।

(সূত্রধাব বেবিযে গেলেন এবং পণ্ডিতেব বক্তব্যেব সঙ্গে সঙ্গে একটা ড্র্যাগন মঞ্চে প্রবেশ কবে ব্যাখ্যানুযাযী হাত পা নাডতে লাগল, সঙ্গীতেব তালে তালে)

গোবি : স্বপ্ন নয় মহারাজ, এটা একটা দৈব বাণী। তিন হাজাব বছব সুচারুরূপে রাজত্বের পর এবার আপনি ড্র্যাগন হয়ে সসাগবা ধবণীব অধীশ্বব হবেন। এইটাই আমাব মূল ব্যাখ্যা, বলুন মহাবাজ এক ঐ ড্র্যাগন ছাডা কে পারে এই মুহূর্তে আকাশেব দিকে সশবীবে উঠে পর মুহূর্তেই নিচে নেমে আসতে? এক ঐ ড্র্যাগনই পাবে বাষ্পেব

সৃষ্টি করে তাকে ববফেব মতন জমিযে চাবদিকে ছড়িয়ে দিতে। সাদা মেঘেব ওপর বসে সাবা বিশ্ব বেড়িয়ে আসতে এবং তারপবই উত্তপ্ত নিঃশ্বাসে পৃথিবী ছেযে ফেলতে—এমন দুরূহ কাজ ড্র্যাগন ছাড়া আর কে কবতে পাবে?...এই সব থেকেই স্পষ্ট বোঝা যায মহাবাজ যে এটা স্বপ্ন নয, দৈব বাণী! আপনি ধন্য মহাবাজ—আপনি ধন্য... সসাগরা ধবণীব অধীশ্বর!

(গোবি সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়িযে অভিবাদন জানায)

মৎসরাজ: ধন্য পণ্ডিতপ্রবব। এতো আমাব দুবাশাবও অতিরিক্ত!

গোবি: তবু, সত্য। আপনি দেখে নেবেন।

মৎসরাজ: আপনাব জ্ঞানেব তুলনা নেই সাবা বিশ্বে!

(এইবাব চাঁদামাছ চাব পা এগিযে এসে আঙুল নেড়ে বলে)

চাঁদা মাছ: এই...দুই বুড়ো গর্দভ!

(মৎসবাজ এবং গোবি পণ্ডিত চমকে উঠে তাকায)

বোয়াল: আবে এই চাঁদা তোব হল কি?

চাঁদা মাছ: কি হল?...তুমি সবে যাও এখান থেকে! এই উপেক্ষা আব আমাব সহ্য হয না!

অকটোপাস: চাঁদুভাই...একটু শান্ত হও ভাই...

চাঁদা মাছ: কখ্‌খনো নয! কত কষ্ট কবে সাগর সাগবান্তব ঘুবে আমি খুঁজে আনলাম ঐ পণ্ডিতকে—অথচ তাব জন্য একটা মৌখিক ধন্যবাদও নয়! (মুখ ভেঙিযে) 'তোমায পুবস্কাব দেব।' তাব তো নাম গন্ধ নেই, একবার চেযেও দেখল না!

পমফ্রেট: আহা চুপ কব ভাই, চুপ কর। এ সব বাজা বাজড়ার ব্যাপাব...

চাঁদা মাছ: আবে, বেখে দাও তোমাব রাজা বাজডাব ব্যাপাব। আমি ওঁব খাই না পবি?

মৎসরাজ: অকৃতজ্ঞ! বেযাদব! তোব এতদূব স্পর্দ্ধা? আমাব ওপব চোখ বাঙানো?

চাঁদা মাছ: থাক থাক! আব হুমকি দিতে হবে না! তোমাব বুজরুকি অনেক দেখেছি! আমার যা বলবাব আমি বলব!

মৎসরাজ: (বেগে হতভম্ব) অবিশ্বাস্য! আমি...আমি...

গোবি: আপনি বসুন মহাবাজ। শান্ত হন!

চাঁদা মাছ : আর ঐ পণ্ডিতপ্রবর গোবি! এক মুখ্‌খু বুড়ো! যা কিছু বলেছে সব ভুল! ব্যাটা কিস্‌সু জানে না! ঐ স্বপ্নের সঠিক অর্থ আমি বলছি। শুনুন তবে...

(চাঁদা মাছ যা কিছু বলে, অন্য মাছেবা তা অভিনয কবে দেখায এবং সূত্রধাব পরে পণ্ডিতের ভূমিকায অভিনয কবে)

চাঁদা মাছ : এক মহা পণ্ডিত একবার গেল দেশভ্রমণে এবং অনেক ঘোরাঘুরির পর গিয়ে পৌঁছোল এক বড শহরে। সেখানে সে খুঁজতে আরম্ভ করল তার পুত্রবধূর জন্য একটা উপহার। অনেক খোঁজাখুঁজির পব এক দোকান থেকে ৫০ পয়সা দিয়ে সে কিনল এক প্যাকেট ছুঁচ। কিন্তু, বাডী ফিরে দেখল, দোকানদার তাকে ঠকিয়েছে। ছুঁচের আগা সব ব্যাঁকা। কি আর কববে, ফেলে না দিয়ে, তাই দিয়ে বানিয়ে নিল মাছ ধরাব বঁড়শি। সেই বঁড়শি সমুদ্রে ফেলে, বহুকাল অপেক্ষা করার পর ধরলো বুড়ো মৎসরাজকে। তারপর ছিপ ধরে সজোরে তুলতেই মৎসরাজ উঠলেন আকাশ পানে এবং ধপাস করে পড়লেন মাটিতে! তারপর আহারেব জন্যে মৎসরাজকে চডানো হল উনুনে। আগুন ঠিক মতন ধরেনি বলে ঐ ধোঁওয়া — সেটা মেঘ আব নুন যেটা ছড়িয়েছিলেন...সেইটাই ঐ সাদা সাদা ববফের কুচি! আগুনটা ভাল করে ধরাবার জন্যে পণ্ডিত পাখা করছিলেন — তাই ঠাণ্ডা আর আগুন ভাল কবে ধবার পর — উত্তাপ! তিন হাজার বছর বাঁচার পর এইবার সময হয়েছে বুডোব মরণের আর উনি বলছেন কি না, দৈব বাণী! বুড়ো ড্র্যাগন হবে! মিথ্যেবাদী বুড়ো বজ্জাৎ!

অকটোপাস : মহারাজ...আমার নিবেদন যে পণ্ডিতপ্রবরকে আনতে যাওয়ার পথশ্রমে চাঁদা মাছেব মাথা খারাপ হয়ে গেছে!

মৎসরাজ : হুম! আমার মনে হয়, কথাটা তুমি ঠিকই বলেছ অকটোপাস! মস্তিষ্ক বিকৃত না হলে, এই সব কথা ও বলত না!

পমফ্রেট : সেই অনুকম্পায় মহারাজ ওকে কৃপা করুন।

গোবি : মহারাজাধিরাজ! শান্ত হন এবং চলুন আমরা একটু পূব সাগরের দিগ্‌দর্শন করি।

মৎসরাজ : দাঁডান পণ্ডিতপ্রবর। (চাঁদা মাছেব কাছে গিয়ে) কি হে, তোমার মাথা ঠিক হয়েছে?

চাঁদা মাছ : খারাপ হলে তবে তো ঠিক হবে।

মৎসরাজ: তাহ'লে তোমাব বুদ্ধিভ্রম হযনি ?

চাঁদা মাছ: একদম নয়। যা কিছু বলেছি জেনেশুনেই বলেছি। সজ্ঞানে বলেছি।

মৎসরাজ: বিশ্বাসঘাতক! শযতান!!

(মৎসবাজ সজোবে চড় মাবল চাঁদামাছকে। সে বেশ বাব কযেক ঘুবে গেল)

চাঁদা মাছ: ওরে বাবারে! মরে গেলাম রে!

(চাঁদা মাছ ঘুবতে ঘুবতে গিযে পড়ল বোযালেব মাথায এবং দুজনেই হল ধবাশাযী। চমকে উঠে অকটোপাস এবং পমফ্রেটও গেল পড়ে)

মৎসরাজ: নীচ শয়তান, বয়স্কদের অপমান কবাব শাস্তি ভগবানই তোকে দেবে!

গোবি: (কাছে এসে) মহাবাজ...

মৎসরাজ : এইসব গোলযোগের জন্য আমি অত্যন্ত লজ্জিত পণ্ডিতপ্রবর।

গোবি : না না ও কি কথা। আসলে, ক্ষমা কববেন, আমার একটু ইয়ে...মানে দুনম্বর পেয়েছে...আমি একটু...

মৎসরাজ : হ্যাঁ, হ্যাঁ, যাবেন বৈ কি...

(গোবি এদিক ওদিক দেখতে দেখতে বেবিযে গেল)

মৎসরাজ : আরে, পণ্ডিতমশাই, আপনাব ইযেব পর বাইবের ঘরেই বসবেন কেমন ?

গোবি : (বাইবে থেকেই) আজ্ঞে মহারাজ!

মৎসরাজ : (চাঁদা মাছকে) আব যদি কখনো ঐ ধরণের কথা বলেছ বেয়াদপ, তাহ'লে তোমার মুখ আমি সেলাই কবে দেব!

(মৎসবাজ মঞ্চ থেকে বেবিযে গেলেন। চাঁদা মাছ এবং বোযাল দাঁড়িযে পড়ল। চাঁদামাছেব দুটো চোখই এখন একই দিকে আব বোযালেব মাথাটা চ্যাপ্টা।)

বোয়াল : এই...চাঁদা...চাঁদু...

চাঁদা মাছ : কি ?

বোয়াল : তোব দুটো চোখই এখন এক দিকে কেন বে ?

চাঁদা মাছ : কি ? কি বলছিস কি ?

বোয়াল : হাত দিযে দেখ...

চাঁদা মাছ : দেখে আব কি হবে ?...ঐ বুড়োটার চড...তাই...(বোযালকে) এই... বোয়াল...

বোয়াল : কি ?

চাঁদা মাছ : তোর মাথাটা কি হল ? (হেসে) চিডে চ্যাপটা যে বে!

বোয়াল : ঐ যে! তুই আমাব ওপব ঘুবে পডলি! এখন কি কবি ?....

(এবাব সম্বিত ফিবে পেযে অকটোপাস এবং পমফ্রেটও উঠে দাঁডাল।)

পমফ্রেট : এই অকটো...তোর চোখগুলো দেখ কোথায নেবে গেছে।

অকটোপাস : ও আমি ভাই ইচ্ছে করেই নামিয়ে দিয়েছি! পাছে ঐ বুড়োটা চড মেরে আমাকে ট্যারাই না করে দেয়!

(হাসতে থাকে)

বোয়াল : দেখ! দেখ! পমফ্রেটের মুখটা দেখ! শুঁটকে ছোট হয়ে গেছে! কি করে হল বে ?

পমফ্রেট : ব্যাপার স্যাপার দেখে হাসি চাপতে গিযে এই কাণ্ড!

(ওবা হাসাহাসি কবে। সূত্রধার এসে বলে)

সূত্রধার : দেখছেন তো দৃশ্যটা...সব হেরফের! এই জন্যেই বুঝলেন চাঁদামাছের চোখ ঐ রকম। বোয়ালের মাথাটা চ্যাপটা, অকটোপাসের চোখ নিচের দিকে আর পমফ্রেটের মুখটা ছোট্ট! সেই থেকেই যত বিদঘুটে চেহাবার মাছ জড় হয়েছে এই পূব সাগরে!...তবে আছে খুব আনন্দে!

(মাছেবা নাচতে আবন্ত কবে।)

যবনিকা

ছবি : ইয়ংজু, কীম্

পোষাক

মৎসবাজ

গোবি

বোযাল
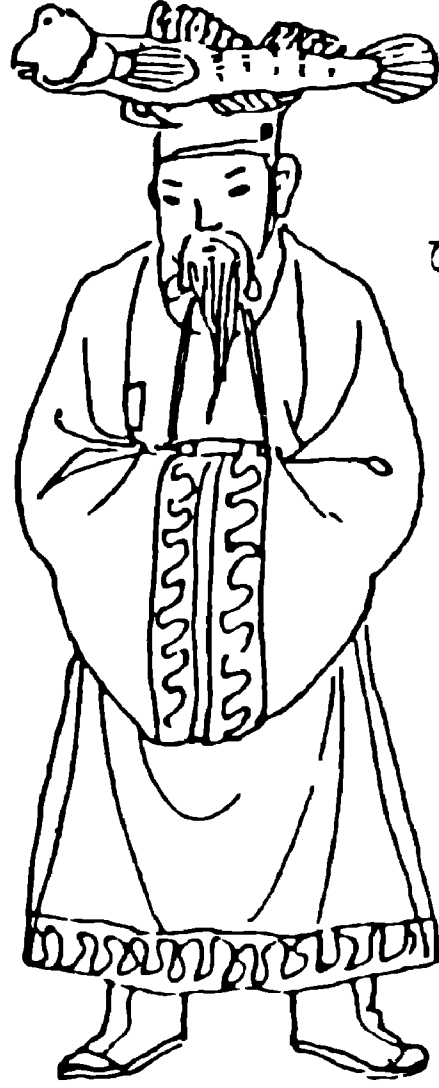
চাঁদামাছ
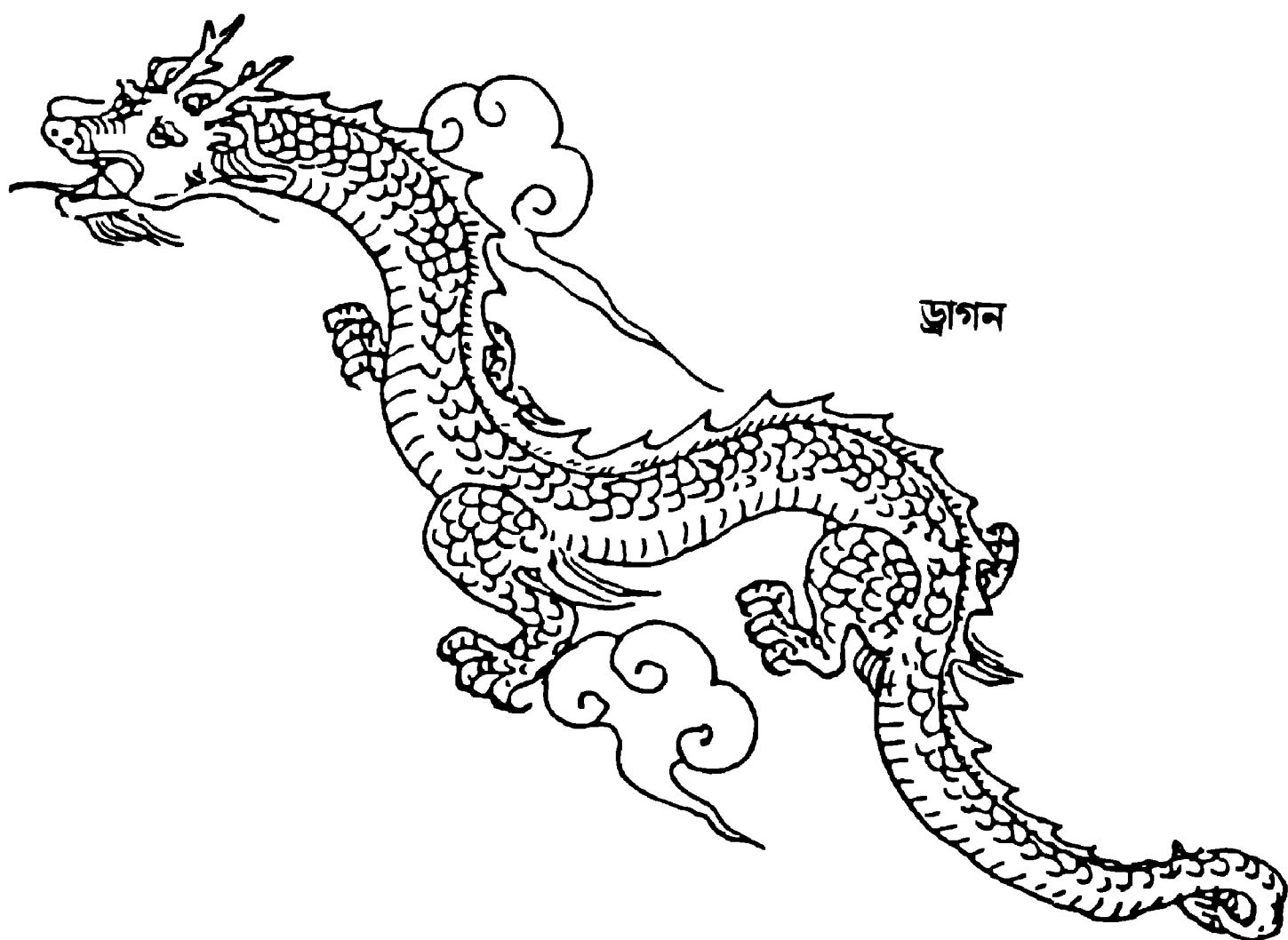
পমফ্রেট
অকটোপাস
ড্রাগন

অন্য গ্রহের মানিক জোড়

সিঙ্গাপুর
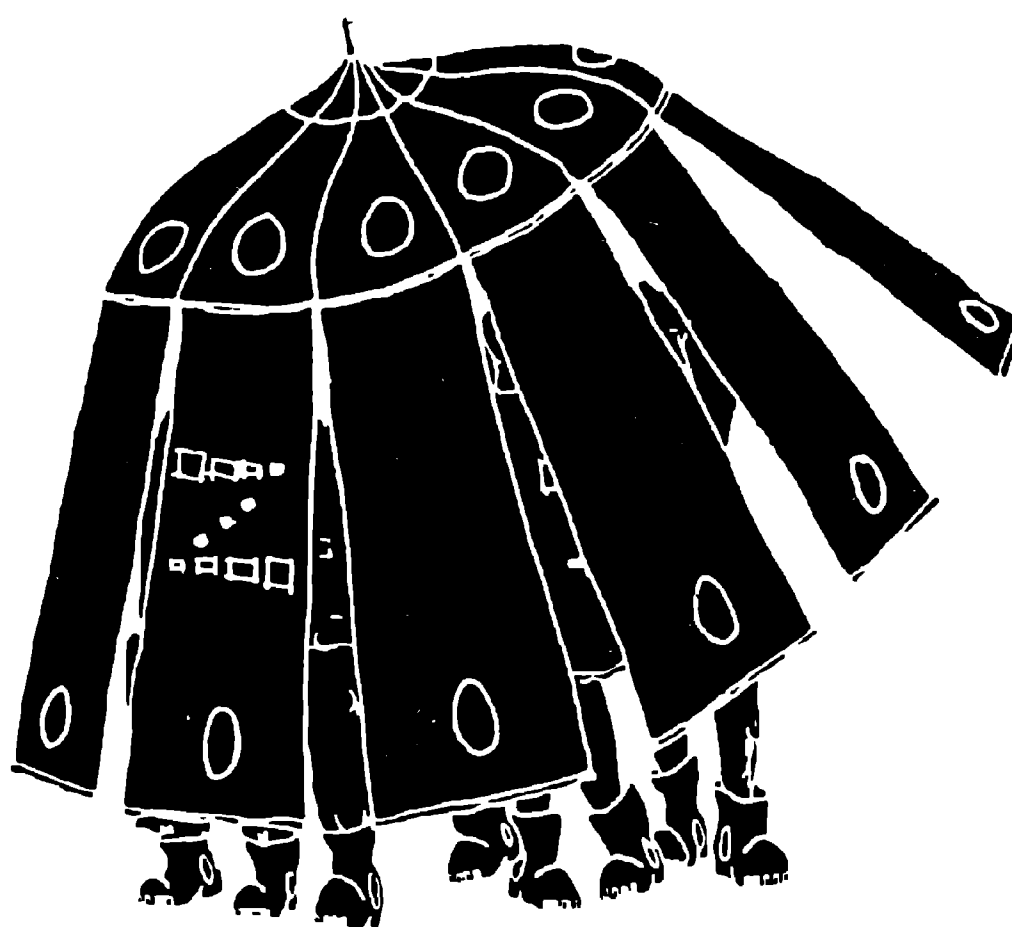
অন্য গ্রহের মানিক জোড়

জেসি উই

● চরিত্রলিপি

গ্যাব-রা জুশ গ্রহের জমজ ছেলে*

সাব-রি জুশ গ্রহেব জমজ মেয়ে*

তিন পুরুষ শ্রমিক

একটি অল্প বয়স্ক দম্পতি

একদল ছেলে

জনতার দল

ভূত

* একই বড়সড় জামাব মধ্যে দুজন।

প্রথম দৃশ্য

(সন্ধ্যাবেলা। পার্ক জনশূন্য, কিছু গাছ এবং ঝোপঝাড় মঞ্চের এদিক ওদিক ছড়ান। মঞ্চের মাঝখানটা পরিষ্কার। মঞ্চের ডান দিকে, দর্শকদের কাছাকাছি কিছু ফুলগাছ এবং মাঝারি সাইজের পাথর পড়ে আছে। পর্দা যখন ওঠে, মঞ্চ তখন খালি এবং আলো স্তিমিত। মেশিনের একটা অস্পষ্ট গুঞ্জন শোনা গেল। অন্তরীক্ষযান যখন মঞ্চে প্রবেশ করে ঘুরতে থাকে তখন শব্দ গভীর হয় এবং মঞ্চের মাঝামাঝি থেমে গেলে শব্দ বন্ধ হয়ে যায়। তারপর যানটির হাওয়া বেরিয়ে চুপ্‌সে যায় এবং দু জোড়া জমজ সন্তান উঠে দাঁড়ায়। স্থির ভাবে দাঁড়িয়ে আর শুধু মাথা ঘুরিয়ে তারা এদিক ওদিক ভাল করে দেখে নিল। তারপর ঐ চুপসে যাওয়া যানটাকে টেনে একটা ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে রাখল। ওদের চলাফেরাটা একটু অস্বাভাবিক ঝাঁকিপূর্ণ। ওরা এসে দাঁড়াল সামনের দিকে এবং এদিক ওদিক আর একবার দেখ নিল)

গ্যাব-রা : (একের পর এক, কথা বলার আগে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে) এই হল পৃথিবী গ্রহ! আমাদের জুশ গ্রহ থেকে একেবারে আলাদা! আমার কিন্তু এখন থেকেই বাড়ীর জন্যে মন কেমন করছে। আমারও তাই।

সাব-রি : (একে অন্যের দিকে মুখ ফিরিয়ে দৃষ্টি বিনিময়ের পর একই সঙ্গে কেঁদে ফেলে—একই সঙ্গে) আই...উ...উ...আমরা বাড়ী যাব! আমরা জুশ গ্রহে ফিরে যাব!

গ্যাব-রা : (চারিদিকে ভয়ে ভয়ে দেখে নিয়ে একের পর এক) এই সাব চুপ কর, কাঁদিস না। এই রি স্...স্...স্.., চুপ কর বলছি না! এই পৃথিবীর প্রাণী আমাদের ধরে ফেললে বিপদ ঘটবে! আমাদের সব প্ল্যান ভেস্তে যাবে! তোরা কি তাই চাস্?

সাব-রি : (এখনও কাঁদতে কাঁদতে, কথা একসঙ্গে কিন্তু তাড়াতাড়ি) আই...উঁ...উঁ...না...আঁ...আঁ...আমরা আঁ...আঁ... জুশ...গ্রহে বাড়ী যেতে চাই....

গ্যাব-রা : (একের পর এক) এই দেখ, তবু কাঁদে! আরে, তোরা তো জানিস তা হওয়ার নয়! এই পৃথিবীতে কিছু ভাল বন্ধু না পেলে যাওয়াই যাবে না!

সাব-রি : (একসঙ্গে) কি করে পাবে...(কাঁদতে কাঁদতে) যদি বন্ধু না হতে চায়! ...সব তোমাদের দোষ! তোমাদের দোষেই এই অদ্ভুত রাজ্যে এসে পড়লাম! (কাঁদতে থাকে)

গ্যাব-রা : (একেব পব একে সাব-বিকে বলাব সময, একে অন্যেব দিকে আঙুল দেখিযে) এটা সব গ্যাবের দোষ! মোটেও না, সব রা-ব দোষ! (পবস্পবেব দিকে তাকিযে) কি দরকার ছিল তোমার মুখ খোলাব? তুমিই তো তোমার যত সব আজগুবি ধারণা আমার মগজে ঢুকিযে দিলে!

সাব-রি : (বাগ কবে; একেব পব একে) এই মূর্খ! এই গণ্ডমূর্খ! তোমবা তো জান যে আমাদের জুশ গ্রহে একথা বলা বারণ যে একটা মাথাব চেয়ে দুটো মাথা ভাল। শুধু বাবণই নয়, আইন বিরুদ্ধ। সবাই জানে কেবল তোমরাই জান না!

গ্যাব-রা : (একেব পব এক) কিন্তু তোমাদের যে গল্প আমবা বলছিলাম তাতে তো বলেছিলাম যে একটা মাথাব চেযে দুটো মাথা ভাল। তখন তো খুব হ্যাঁ হ্যাঁ করেছিলে! জোবে জোবে মাথা নেডেছিলে! বলেছিলে, ঠিক ঠিক!

সাব-রি : (একেব পব এক) তোমবা আমাদেব ঠকিযেছিলে! বোকা বানিয়েছিলে। গল্পের ছলে চালাকি করেছিলে ! আর মহানেতা শুনে ফেলেছেন। হ্যাঁ হ্যাঁ মহানেতা শুনে ফেলেছেন!

গ্যাব-রা : (একেব পব এক) হ্যাঁ, মহানেতা শুনেছেন। আমাদেব গ্রহেব মাননীয সর্বোচ্চ মহানেতা শুনেছেন। স-স-স... তোমাদেব কি মনে হয় মহানেতা এখনও আমাদের শুনতে পাচ্ছেন? (চাবদিক ভাল কবে দেখে এবং কান পেতে শুনে) এক-মাথা জুশবাসী হলেও, মহানেতার কান বড তীক্ষ্ণ!

সাব-রি : (দুজনে এক সঙ্গে) আব তোমাদেব মুখেব হাঁ-টা তেমনি বড! বেশী কথা বল!

গ্যাব-রা : (একেব পব এক) হ্যাঁ! কথাটা না ভেবেই বলেছিলাম! তাছাডা ওটা তো একটা গল্প! যাক গে, ও কথা এখন ভেবে আব লাভ কি? জুশ গ্রহ থেকে আমাদের তো তাডিয়েই দেওয়া হযেছে...ফেবাও বারণ...যতদিন না পৃথিবীবাসী বন্ধু পাই...যাঁবা আমাদেব গ্রহণ কবতে রাজি...তবেই মহানেতা অনুমতি দেবেন ফিরে যাওযাব!

সাব-রি : (উদ্বিগ্ন কণ্ঠে দুজনে এক সঙ্গে) এমন পৃথিবীবাসী কি পাওয়া যাবে ?

গ্যাব-রা : (দুজনে এক সঙ্গে) খুঁজতে হবে! এখান থেকেই শুরু করা যাক!

সাব-রি : (এক সঙ্গে) যেমন করেই হোক পেতেই হবে! তবেই বাড়ী যেতে পারব!

গ্যাব-রা : (একেব পব এক) তাহলে আর দেরী কেন? আরম্ভ করা যাক! (এক সঙ্গে) পেছন পেছন এস। এই দিকে (গ্যাব দেখায় ডান দিকে আব বা দেখায় বাঁদিকে)

সাব-রি : (বাগে মাটিতে পা ঠুকে, একেব পর এক) কোন দিকে? কোন দিকে? দুজনে মন ঠিক করতে পার না কেন? ও গ্যাব আর রা তোমাদেব দুটো মাথা একটা মাথার চেয়ে কোন অংশে ভাল হয!

(এক সঙ্গে চাব মুখেব তর্ক শুরু হয, বাগে মাটিতে পা ঠোকাঠুকি, গ্যাব-বাব এদিক ওদিক দেখানো, সাব-বিব টানা হ্যাঁচডা। শেষ পর্যন্ত সাব-বিব ধাক্কা খেযে গ্যাব-বা মঞ্চেব বাঁদিকে চলতে থাকে। সঙ্গে অবশ্য তর্ক যুদ্ধও চলতে থাকে। এইভাবে ওবা মঞ্চ থেকে বেবিযে যাওযাব পব ডান দিক থেকে মঞ্চে প্রবেশ কবে তিন শ্রমিক। সাবাদিন কাজেব পব তাবা ক্লান্ত)

শ্রমিক ১ : (একটা পাথবেব ওপব বসে পড়ে) বড্ড ক্লান্ত!

শ্রমিক ২ : (প্রথম শ্রমিকেব পাযেব কাছে বসে পডে) সত্যি ভাই, সারাদিন বড্ড খাটুনি গেছে! আর একটু গেলেই বাডী! তারপর বিশ্রাম!

শ্রমিক ৩ : (অল্প দূবে শুযে পড়ে) বাড়ী! আহা! ঠাণ্ডা জলে মুখ হাত ধুয়ে... এক কা (হাই তুলে) প্ চা খেয়ে, গরম গরম ভাত তারপর ... (ঘুমিযে নাক ডাকাতে শুরু কবল)

শ্রমিক ১ : (হেসে আব দ্বিতীয শ্রমিককে দেখিযে) ঐ দেখ! মজা দেখ! দেখ না... ঘুমিযে পড়েছে!

শ্রমিক ২ : নাক ডাকছে দেখেছিস? মরা মানুষও জেগে উঠবে!

(দ্বিতীয শ্রমিক ওব নাক ডাকার নকল করে এবং একটা শুকনো পাতা কুড়িযে তৃতীয শ্রমিকেব নাকে সুড়সুড়ি দেয। প্রথম শ্রমিক এই মজার খেলায় যোগ দেয। ওবা কেউ লক্ষ্যই কবে না যে মঞ্চেব বাঁদিক থেকে গ্যাব-বা আব সাব-রি প্রবেশ কবেছে)

গ্যাব-রা : (এক সঙ্গে) নাঃ চারদিকে ভোঁ ভাঁ, কেউ কোত্থাও নেই!

সাব-রি : (এক সঙ্গে) ঐ দেখ! ঐ দেখ! পৃথিবীর প্রাণী!

গ্যাব-রা : (একে অন্যেকে) কি রে গ্যাব? দেখে তো মনে হচ্ছে লোক ভালই! মনে তো আমারও তাই হচ্ছে রা! চল, তাহলে আলাপ করা যাক! চল, দেখাই যাক! (দুজনে এক সঙ্গে) এস সাব-রি! দূর ভীতু! ভয় কিসের?

গ্যাব-রা ও সাব-রি : (আপন ভঙ্গিতে এগিযে এবং চাবজনে এক সঙ্গে) এই যে! মানুষ-ভাই!

(প্রথম এবং দ্বিতীয শ্রমিক ঘুবে দেখে আব মুখ তাদেব হাঁ হয়ে যায়)

শ্রমিক ২ : (কাঁপতে কাঁপতে উঠে দাঁড়িযে) ম...ম...মরা...মা...মা...মানুষ! ওর নাক ডাকার চোটে...মরা মানুষ...জেগে উঠেছে...

শ্রমিক ১ : (লাফিযে উঠে) আ...আ...আই...যায

(ইতিমধ্যে তৃতীয শ্রমিকও চমকে জেগে ওঠে এবং চাবদিকে তাকিযে যখন দেখে যে গ্যাব-বা আব সাব-বি ওব দিকে আসছে তখন ভযে চিৎকাব কবে ওঠে। মঞ্চেব ডান দিক দিযে পালিযে যাওযাব প্রচেষ্টায শ্রমিকদেব মধ্যে ধাক্কাধাক্কি হয। বেশ কিছুটা অবাক হযে জমজবা পেছিযে যায এবং হাঁকডাক শুরু কবে দিযে মঞ্চেব বাঁদিকে যায। তখন পর্দা পড়ে।)

দ্বিতীয় দৃশ্য

(পর্দা ওঠার পব মঞ্চেব বাঁদিক থেকে গ্যাব-বা উঁকি মাবে, চাবদিক ভাল করে দেখে সন্তর্পণে, পা টিপে টিপে মঞ্চে প্রবেশ কবে।)

গ্যাব-রা : (এক সঙ্গে; সাব-বিকে আসতে ইঙ্গিত কবে) সাব-বি, আসতে পারো! মানুষরা চলে গেছে!

সাব-রি : (এক সঙ্গে; এদিক ওদিক দেখে নিযে গ্যাব-বার পেছন পেছন মঞ্চে প্রবেশ কবে) বাব্বা! যা ভয় পেয়েছিলাম!

গ্যাব-রা : (এক সঙ্গে) ভয়ের কি আছে? ওরা তো আমাদের কিছু করেনি!

সাব-রি : (এক সঙ্গে) এখন না হয় করেনি। পরে তো করতে পারে!

গ্যাব-রা : (এক সঙ্গে) শি...শি...ওটা কি?

সাব-রি : (এক সঙ্গে) কোনটা কি?

গ্যাব-রা : (এক সঙ্গে) শি... শি... কেউ এদিকে আসছে... লুকিয়ে পড়! লুকিয়ে পড়!

(ওরা মঞ্চের অপর প্রান্তে চলে যায়। মঞ্চেব ডান দিক থেকে হাত ধরাধরি করে প্রবেশ করে এক দম্পতি—মৃদুস্বরে কথা বলতে বলতে)

তরুণী : পার্কের মধ্যে দিয়ে তাড়াতাড়ি হয় বটে কিন্তু আমার বাপু ভয় করে! যা নির্জন ... আর চুপচাপ...

স্বামী : ভয়ের কি আছে গো (কাঁধে হাত দিয়ে) আমিই তো রয়েছি!

তরুণী : (স্বামীব কাঁধে মাথা দিয়ে) তাইই তো আমার ভরসা! তুমি পাশে থাকলে আমার আর ভয় কিসের? (একবাব চাবদিকে তাকিয়ে হঠাৎ সচকিত হযে) ওখানে কি একটা নড়ে উঠল... ঐখানে, ঐ ছায়ার আড়ালে...

স্বামী : (মেযেটিকে পেছনে সরিয়ে এবং আস্তিন গোটাতে গোটাতে) কে আছ ওখানে? কে? বেরিয়ে এস।

(খসখস শব্দ করে ছাযার আড়াল থেকে বেরিযে এল সাব-রি আর গ্যাব-বা। কারাটের ভঙ্গিমায় তকণ যুবকটি পা পা কবে পিছু হেঁটে মঞ্চেব ডান দিকে সবে যায়। এবাব গ্যাব-বাকে স্পষ্ট দেখা যায়। ভযে আঁতকে উঠে যুবকটি পিছিয়ে যায। এবপর সাব-রিকে দেখে ওব পা ঠকঠক করে কাঁপতে আবম্ভ করে। তরুণীটি ভযে চিৎকাব কবে উঠে ওকে টানতে থাকে এবং ডান দিক থেকে প্রস্থান করে)

গ্যাব-রা : (পরস্পবের দিকে তাকিয়ে একের পব এক) ওই তো আমাদের বেরিয়ে আসতে বলল। হ্যাঁ, আমি তো ভাবলাম বুঝি ভাব করার জন্যে ডাকছে!

সাব-রি : (এক সঙ্গে, হাত মুচড়াতে মুচড়াতে) আই-উঁ...উঁ...পৃথিবীর লোক খুবই বাজে!...আর আমাদের জুশ গ্রহে ফেরা হল না...আই...উঁ ...উঁ...

গ্যাব-রা : (পরস্পরের দিকে তাকিযে একের পর এক) এখন কি করা যায়? ওরা তো দেখছি আমাদের ভয় পাচ্ছে! খুবই বাজে ব্যাপার!!

(এই সময় একদল 'ভূত' মঞ্চের বাঁদিকের প্রবেশ পথ দিয়ে ঢুকল। তাদের দু চাবজনের হাতে খাবারের থলে। আপাদমস্তক সাদা চাদর মোড়া একজন তাদের নেতা।)

নেতা : (জমজদেব) এই তো তোমরা এখানে! আমরা তোমাদের যাকে বলে গরু খোঁজা খুঁজে বেড়াচ্ছি!

গ্যাব-রা আর সাব-রি : (মহানন্দে, সবাই এক সঙ্গে) ওমা! সত্যি!

ভূতের দল : (ছুটে গিয়ে জমজদের ঘিরে আর মহা উৎসাহে তাদের অদ্ভুত আকার পরীক্ষা করে, একজনের পর একজন) দেখ, দেখ, অপূর্ব! ধ্যাৎ! কি বিদ্‌ঘুটে চেহারা রে বাবা! (কেউ ওদের পিঠ চাপড়ায় আবার কেউ ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে) বাঃ চমৎকার আইডিয়া! আমাদের মাথায় তো এ রকম বুদ্ধি আসেনি!

নেতা : (সব ভূতদের ডেকে) এস ভাই সব! চলে এস! আমাদের পার্টি এবার শুরু হয়ে যাক তাহলে!

(ভূতের দল সারা মঞ্চ জুড়ে বসল পার্টির জন্য। থলে থেকে খাবার বের করে বিতরণ করা হল। ভূতেরা খেল, হাসল, আপোষে গল্প করল আর জমজরা এত খুশী হল যে আপোষে হাত মেলালো আর যেমন তেমন ভাবে নাচতেও শুরু করে দিল।

হঠাৎ মঞ্চের বাইরে গোলমালের শব্দ শোনা গেল। সবাই চমকে উঠে তাকিয়ে দেখল যে মঞ্চের ডান দিক দিয়ে একদল লোক ঢুকছে। তাদের আগে আছে ঐ তিন শ্রমিক আর দম্পতি। সকলেরই হাতে লাঠি-সোটা ইত্যাদি।)

শ্রমিক ১ : (চিৎকার করে আর জমজদের দিকে আঙুল দেখিয়ে) ঐ তো ওরা!

শ্রমিক ২ : (প্রথম শ্রমিককে সভয়ে পেছনে টেনে) খুব সাবধান! আরও দেখছি অনেক জুটে গেছে ওদের দলে!

(দ্বিতীয় শ্রমিক তার লাঠি বাগিয়ে এগিয়ে যায় মারবে বলে। পেছনে তার একদল লোক। ভূতের দল ভয় পেয়ে পেছিয়ে যায়।)

নেতা : (হঠাৎ, হাত তুলে) দাঁড়াও! দাঁড়াও! করছ কি? (ও দু' পা এগিয়ে আসে। অন্য ভূতেরাও আসে ওর পেছন পেছন। তাই দেখে, এবার জনতা ভয় পেয়ে পেছিয়ে যায়।) এই দেখ, আমি মোটেও ভূত নই! (কথা বলতে বলতে গায়ে মোড়া সাদা চাদরটা খুলে ফেলে)

অন্যান্য ভূত : আমরাও ভূত নই! (দু একজন চাদর, মুখোশ ইত্যাদি খুলে ফেলে)

তরুণ : আরে! কি ব্যাপার?—এরা তো সব আমাদের পাড়ারই ছেলের দল!

তরুণী : তোমরা পার্কে কি করছ?

ভূতের দল : আমরা ভূতের পার্টি করছি!

শ্রমিক ১ : (লাঠি উঁচিয়ে) তোমাদের মা বাপেরা জানে তোমাদের এই কীর্তি কলাপ?

নেতা : আলবৎ জানেন! আমাদের মায়েরাই তো সব খাবার দাবার গুছিয়ে দিয়েছেন!

শ্রমিক ২ : ঠিক আছে, ঠিক আছে! আসলে, তোমাদের ঐ চারজন জোকার (জমজদেব দেখিযে) আমাদের ভয় পাইযে দিয়েছিল! আমবা তো ভেবেছিলাম ওরা বুঝি অন্য গ্রহের মানুষ!

ভূতের দল : (হাসতে হাসতে) বলেন কি? অন্য গ্রহেব মানিক জোড! আপনাদের ভাবারও বাহার আছে!

(ভূতেব দল ওদেব পিঠ চাপড়ে দুচাব পাক ঘুবিযে দেয।)

তরুণ : চল! বাড়ী যাওয়া যাক! ওরা পার্টি কবছে করুক! পার্টি তো নয়, যাকে বলে ভূতের নেত্য! (ওব পেছন পেছন বাকি জনতাও মঞ্চের ডান দিক দিযে বেবিযে যায।)

ভূতের দল : (জমজদেব) শুনলে তো? তোমাদের এই পোষাকের বাহার ওদের ভয় পাইয়ে দিয়েছে! ওবা ভেবে বসেছে যে তোমরা বোধ হয় অন্য গ্রহের লোক! (হাসল) বলতেই হবে যে তোমাদের আইডিয়াব বাহাদুরি আছে! এমন অদ্ভুত পোষাক আমবা তো জীবনে দেখিনি!

গ্যাব-রা : (এক সঙ্গে) অদ্ভুত কেন? এ তো খুবই সাধারণ! আমরা সব সময়েই পারি!

সাব-রি : (এক সঙ্গে) মজা মন্দ নয়!
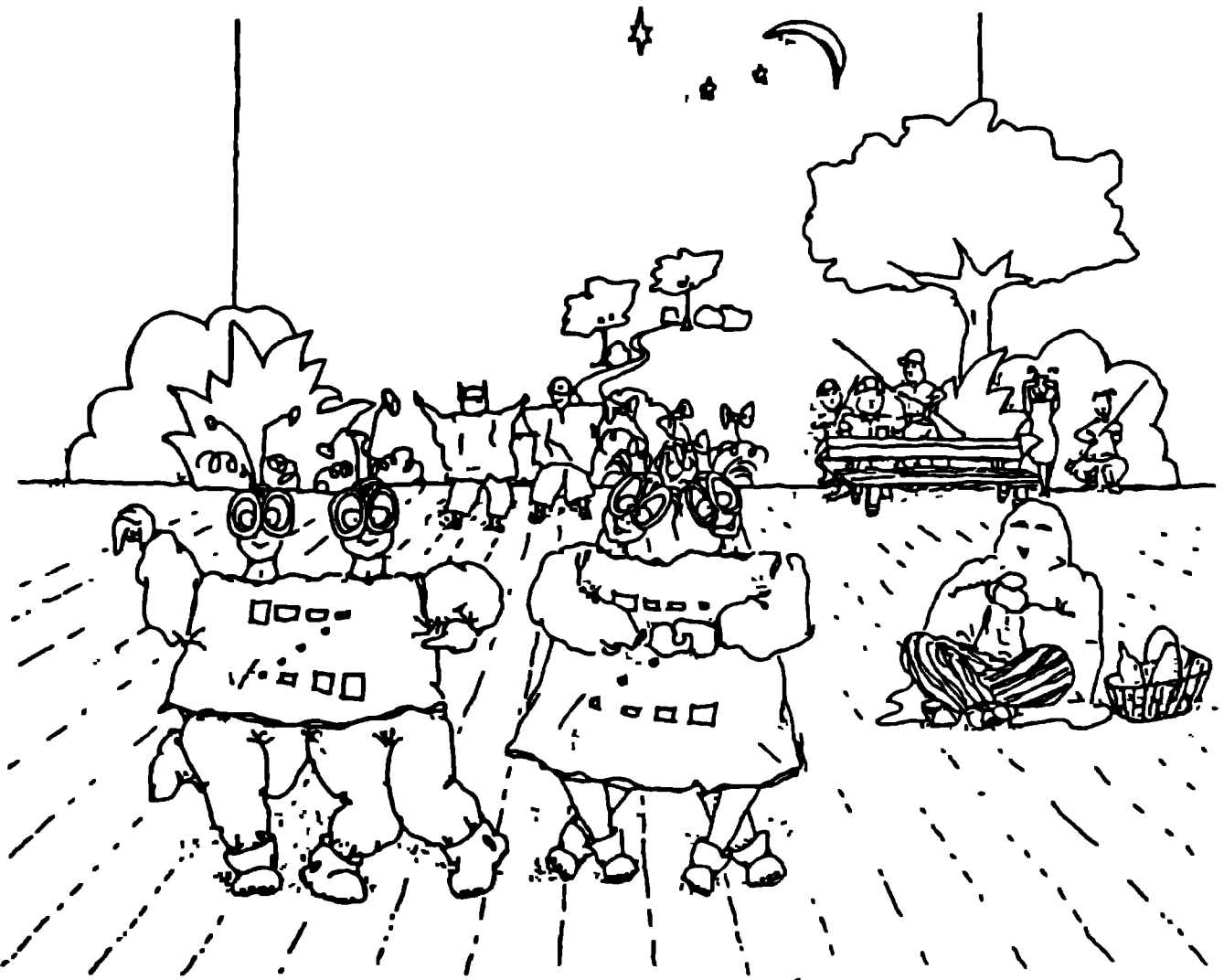
গ্যাব-রা : (একসঙ্গে) ভাগ্গিস তোমরা আমাদের খুঁজে পেলে! এত বড় পার্ক—দেখাই হয় তো হত না!

নেতা : এই ধরনের পার্টি আমরা আবার করব!

ভূতের দল : নিশ্চয়! খুব মজা! করতেই হবে!

নেতা : (হাতঘড়ি দেখে) এই, অনেক বেলা হল! চল, এবার বাড়ী ফেরা যাক!

ভূতের দল : (জিনিষ গুছোতে গুছোতে) সত্যিই তো! বুঝতেই পারিনি! বড্ড দেরী হয়ে গেছে।

(হাত নেড়ে বিদায় জানিযে ভূতেব দল মঞ্চ থেকে বেবিযে গেল। বযে গেল জমজেবা)

গ্যাব-রা : (ভূতেব দলকে বিদায় দিতে দিতে) পৃথিবীর এই মানুষগুলো কি ভাল! কেমন সুন্দর বন্ধু হয়ে গেল!

সাব-রি : আমাদের ভাগ্য ভাল! যাক বাবা, এবাব বাড়ী ফেবা যাবে! (আনন্দে সাব-বি নাচতে শুরু কবল)

গ্যাব-রা : (এক সঙ্গে, বিদায পর্ব সাবতে সাবতে) বিদায় পৃথিবী! বিদায় গাছপালা, বিদায় মানুষ বন্ধুরা!

সাব-রি : সব্বাইকে বিদায়!

(জমজেবা ঝোপেব পেছন থেকে তাদেব অন্তরীক্ষযান টেনে বেব কবল। ধীবে ধীবে যানটা আবাব ফুলে উঠল এবং জমজেবা তাব পেছনে ঢাকা পড়াব পব, যানটা ঘুবে ঘুরে এবং আগেব মতন শব্দ কবতে কবতে মঞ্চ থেকে বেবিযে গেল। এবপবই মঞ্চে প্রবেশ কবল নেতা এবং একজন 'ভূত')

নেতা : আমার ছুরিটা এখানেই কোথাও পড়েছে

ভূতের দল : এই, দেখ, দেখ (আকাশেব দিকে দেখিযে) ওটা কি বল তো?

নেতা : অন্তরীক্ষযান! কি সুন্দর না রে?

ভূতের দল : ওটা এখানে কি করছে? (আকাশেব দিকে তাকিযে) এই, ওটা তো চলে গেল! ...ঐ দেখ...

(ওবা দুজন যখন খুব মন দিযে আকাশেব দিকে তাকিযে আছে তখন আরও চাবজন মঞ্চে প্রবেশ কবল ডান দিক থেকে। দেখলেই বোঝা যায় ওবা চাবজন দারুণ চটে আছে)

চারজনের একজন : (নেতাকে) এই! কোথায় ছিলে তোমরা? আমরা সেই কখন থেকে পার্কের ঐ ধারে বসে আছি পার্টির জন্য!

নেতা : (খুব আশ্চর্য হয়ে ওদের দেখে) বাঃ, তোমরা তো আমাদের সঙ্গে পার্টিতে ছিলে...নিশ্চয় ছিলে (একটু থেমে, আকাশের দিকে তাকিয়ে তারপর আবার ঐ চারজনের দিকে) ছিলেই তো। (ঢোক গিলে)... মানে, ঐ আমাদের সঙ্গে...

ভূত : (কাঁদো কাঁদো) হ্যাঁ মানে...এরা তো ছিল...নিশ্চয়ই ছিল।

চারজনের একজন : (রেগেমেগে দু চার পা এগিয়ে এল। অন্য তিনজনও এল) তার মানে? আমাদের ছাড়াই তোমরা পার্টি করেছ?

ভূত এবং নেতা : (আকাশের দিকে দেখিয়ে এবং চিৎকার করে) তাহ'লে সত্যিই অন্য গ্রহের জমজ...অন্য গ্রহের জমজ...(বলতে বলতে তারা ছুটে বেরিয়ে যায় মঞ্চ থেকে)

চারজন : (ওদের তাড়া করে যেতে যেতে একের পর এক চিৎকার করে) দাঁড়া, দেখাচ্ছি মজা! আমাদের ঠকানো হয়েছে? আবার বলে অন্য গ্রহের জমজ! ইয়ার্কি! (মঞ্চের বাঁ দিকে এসে থেমে যায় চারজনই) পালিয়ে গেল গাধা দুটো...আমাদের ঠকিয়ে? (হাতের মুঠো তুলে) ঠিক আছে! দেখিয়ে দেব বাছাধনদের! সোমবার স্কুলে একটা বোঝাপড়া হয়ে যাবে। আমাদের বাদ দিয়ে পার্টি করা! হেঁ! আবার বলে কিনা অন্য গ্রহের জমজ! ...আমাদের গাধা পেয়েছে! চ এখন! সোমবার পিটিয়ে ওদের লাস্ বানিয়ে দেব...(বলতে বলতে ওরা বেরিয়ে গেল।)

যবনিকা

ছবি : ডেরেক উই

মঞ্চ সামগ্রী
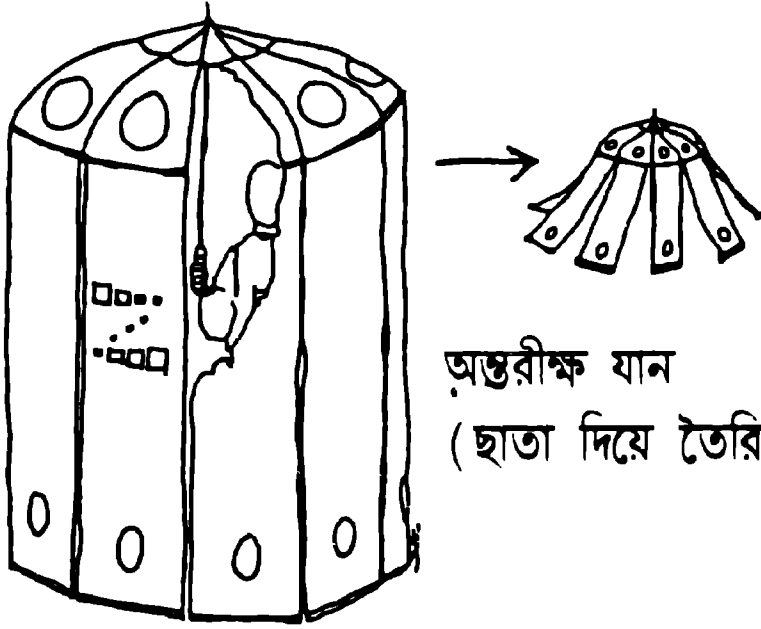
মঞ্চ বিন্যাস
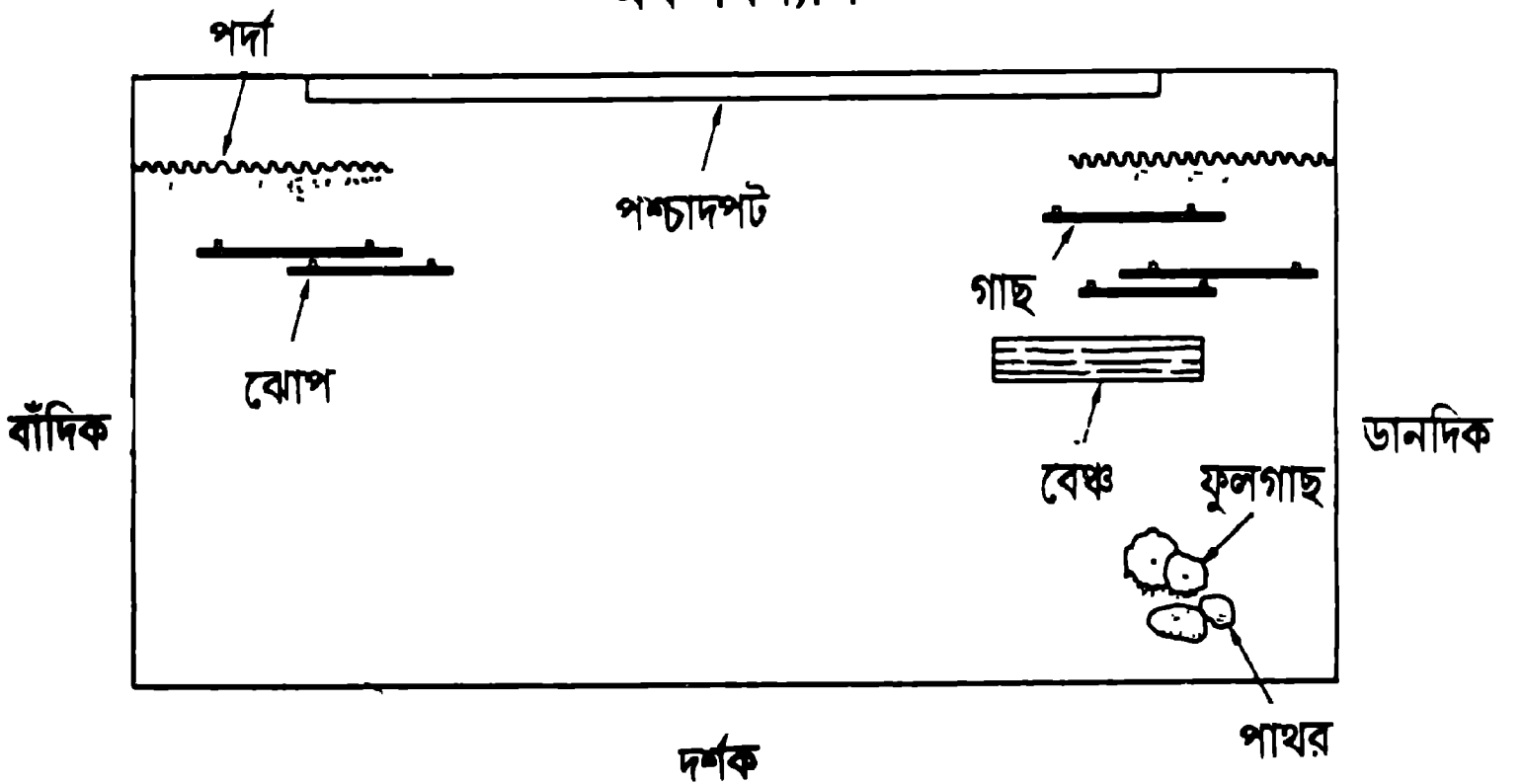
আলকাতরার পুতুল

শ্রীলংকা

আলকাতরার পুতুল

লীলা একনাযেকে

● চবিত্রলিপি

শিয়াল কর্তা	ধূর্ত কিন্তু বোকা
শিয়াল গিন্নী	শিয়ালের ঘ্যানঘ্যানে বৌ
শশক	অত্যন্ত চালাক চরিত্র
আলকাতরার পুতুল	আঠাল পুতুল
তরুদল	সূত্রধারদল

(বনেব মধ্যে খানিকটা খোলা জায়গা। মঞ্চের ডানদিকে গাছেব পোষাক পবা ছেলে-মেয়েদেব সাবি। এদেবই পেছন দিকে শিয়াল দম্পতিব বাসা। মঞ্চেব বাঁ দিকে, একটা গাছেব নীচে, উঁচু উঁচু ঘাসেব সাবি। সেটা হল শশকেব ঘব। পর্দা ওঠার সঙ্গে সঙ্গে শশক মঞ্চে প্রবেশ কববে গাছেব পেছন থেকে এবং ইঁদুবেব পেছনে ছোটাব মূক অভিনয় কবে মঞ্চ থেকে প্রস্থান কববে। তাবপব প্রবেশ কববে শিয়াল দম্পতি গাছেব সাবিব পেছন থেকে এবং এসে দাঁড়াবে মধ্য-মঞ্চে। কালো পোষাক এবং মুখোষ পবে একটি মেয়ে কববে পুতুলেব চবিত্রে অভিনয়। তাকে আনা হবে গাছেব সাবিব পেছন থেকে এবং দাঁড় কবাতে হবে গাছেব সাবি এবং শশক বাসাব মাঝামাঝি জায়গায়। শশক যখন চড় মাববে, পুতুল মেয়েটি ওব হাত চেপে ধববে—যাতে শশক হাত ছাডাতে না পাবে)

তরুদল : এই বনেরই শীতল ছায়ায়
শশক ভায়া থাকে
লাফিয়ে বেড়ায় দিনরাত সে
গাছের ফাঁকে ফাঁকে।

শশক : স্নিগ্ধ বাতাস, ঘাসেব শীষ
ইঁদুর নিযে খেলা
আনন্দেতে ছুটে বেড়াই
সকল সন্ধ্যা বেলা।

তরুদল : আর দেখ, ঐ গাছেব ফাঁকে
গিন্নী শিয়ালটাকে
শশকটাকে ধরবে বলে
তাক কবে সে থাকে!

(শশক বেবিযে যায। গাছেব পেছন থেকে শিয়াল কর্তা আব শিয়াল গিন্নী আসে মধ্য-মঞ্চে)

শিয়াল কর্তা : ও কর্তামশাই, শুনছ তুমি!
চোখ কি তোমার কানা?
দেখছনা ঐ নধর কান্তি
ছোট্ট শশক ছানা?

শিয়াল কর্তা : ঐ শশক ভাযা চালাক অতি
ভয় পায় না মোটে,
ইচ্ছে মতন খেলে বেড়ায়
হাওয়ার মতন ছোটে!

সবার সেরা মুর্গী কারি
সেটা পেলেই বাঁচি
(আহা) তোমার হাতের রান্না খেয়ে
চার পা তুলে নাচি!
কি হবে ঐ শশক টশক
ভাবনা কিছুই নাই
আনব ধরে কাঁকড়া কাছিম
ইচ্ছে যত চাই!

শিয়াল গিন্নী : (কাঁদতে কাঁদতে) যেদিন থেকে এলাম আমি
করতে তোমার ঘর
মুর্গী কাছিম খেয়ে খেয়ে
পড়ল পেটে চর!

তরুদল : শিয়াল গিন্নী অনশনে
কাঁদল সারা রাত,
শশক স্বাদের কল্পনাতে
চাটল নিজের হাত!
সেই দুঃখে শিয়াল মশাই
ভাবল অবিবত,
শশক ধরার ফন্দি ফিকির
মাথায় এল যত।

শিয়াল কর্তা : ও গিন্নী...বলছি শোন
একটু বস কাছে
শশক ধরে রান্না করার
সহজ উপায় আছে!

শিয়াল গিন্নী : তাই নাকি গো? জলদি বল
আগেই ছিল জানা
তোমার মাথায় শশক ধবা
বুদ্ধি আছে নানা!
জ্বালব উনুন, চড়িয়ে দেব
সবার বড় হাঁড়ি
সইছে না তর, বলই না গো
একটু তাড়াতাড়ি।

শিয়াল কর্তা : লুকিয়ে তুমি রেখেছিলে
আলকাতরার তাল
বানাও পুতুল সেটাই হবে
শশক ধরার জাল।

(শিযাল গিন্নী বেবিযে গেল)

শিয়াল কর্তা : ঠোঁটটা হবে টকটকে লাল
সাদা দাঁতেব সারি
চোখ দুটো তার হলুদ বরণ
তবেই মনোহারী!

(শিয়াল গিন্নী পুতুল এনে মঞ্চে জায়গামত বসিয়ে দেয় ও মঞ্চেব পিছনে বাঁ দিকে দাঁড়ায়)

শিয়াল কর্তা : এইখানেতেই দাঁড কবিয়ে,
লুকোই গাছেব পাশে
ঘুপ্‌টি মেরে থাকব দুজন
শশক ভাযাব আশে।

তরুদল : ওবে শশক, এ দিকে ভাই
আসিস নেকো আজ
কল পেতেছে, ধববে তোমায়
ধূর্ত শিযালবাজ।

(শশক এসে দাঁড়াল পুতুলেব সামনে)

শশক : কে তুমি ভাই, দাঁডিয়ে আছ
দেখতে যেন পরী
বল না ভাই নামটা তোমার,
একটু আলাপ করি!

তরুদল : শোন রে কথা শশক ভায়া
নয়কো ওটা মেয়ে
কল পেতেছে ধূর্ত শিয়াল
ফেলবে তোকে খেয়ে!

শশক : বোবা? না, কি কালা তুমি?
ঠোঁট তো দেখি লাল!
রাগলে কিন্তু এক চডেতে
ফাটিয়ে দেব গাল!
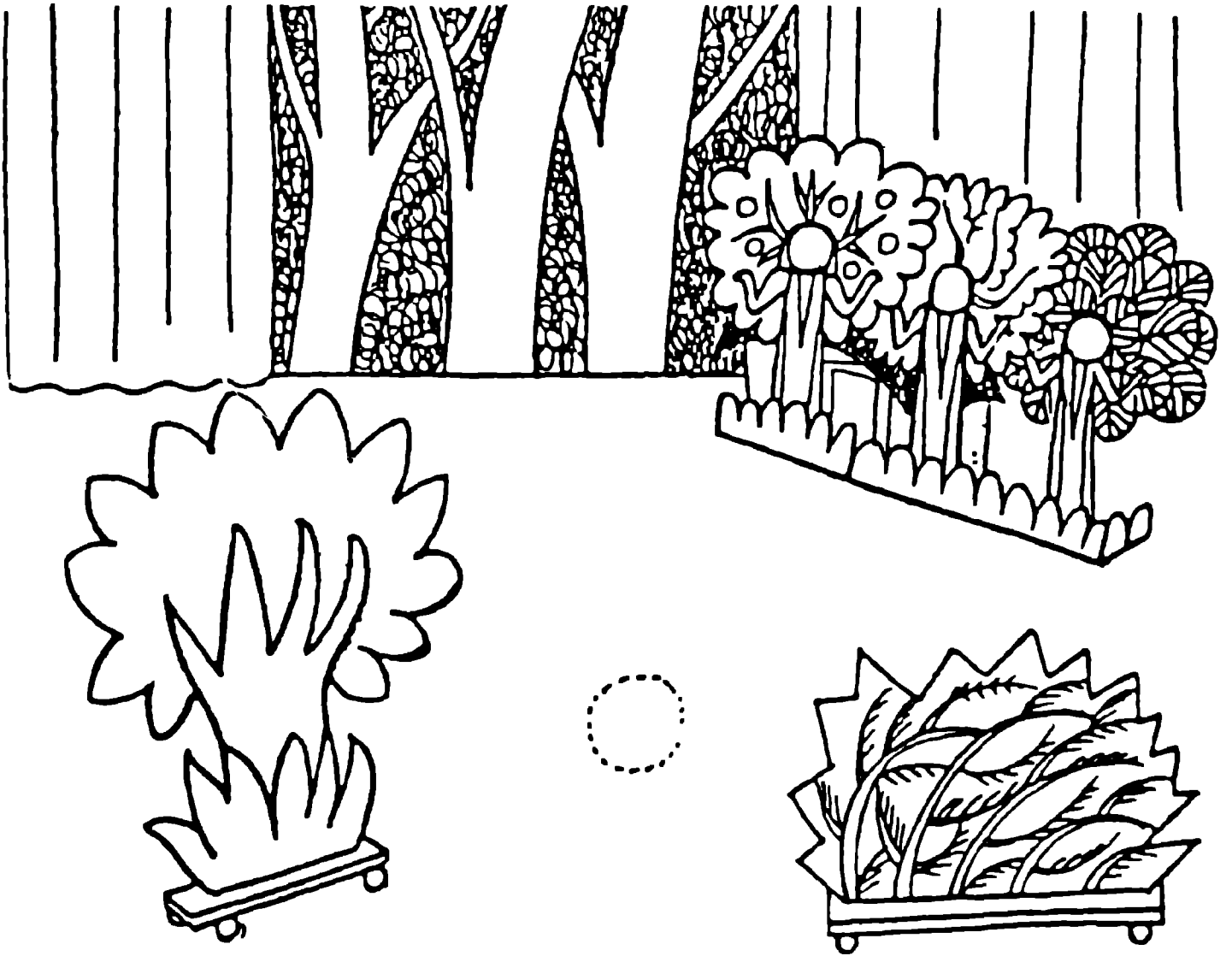
তরুদল : আলকাতরার পুতুল ওটা
শিয়াল গেছে রেখে,
মিছিমিছি শশক ভায়া,
আনছ বিপদ ডেকে!

শশক : (লাফাতে লাফাতে পুতুলেব কাছে যায়)
এক দুই আর তিন চার পাঁচ
মারবই চড় কষে
হায়রে কপাল, এ কি হল?
হাত যে গেল বসে?

তরুদল : আলকাতরার পুতুল ওটা
শিয়াল গেছে রেখে,
মিছিমিছি শশক ভায়া,
আনলে বিপদ ডেকে!

শশক : ডান হাতটা আটকে গেছে
বাঁ হাত দিয়ে দেখি
ওবে বাবা আটকে গেল
দুটো হাতই ?...এ কি ?

তরুদল : শশক ভায়া বেজায় কাবু,
আটকে গেছে দেখে,
বেরিয়ে এল দুই শিয়ালই
গাছের পেছন থেকে।

শিয়াল কর্তা : কেমন জব্দ শশক ভায়া ?
শিয়াল বড পাজি !
কেটে কুটে বান্না করে
খাব তোমায় আজই !

শশক : আলকাতরার গন্ধ পাবে
এই ভাবেতে খেলে,
পুতুলটাকে সরিয়ে ফেল
(আমায়) কাঁটার ঝোপে ফেলে !

তরুদল : ঠিক বলেছে শশক ভায়া
ফেলো কাঁটাব ঝাড়ে

আলকাতরার গন্ধ যাবে!
ফুটলে কাঁটা ঘাড়ে!

শিয়াল গিন্নী : অ্যাঃ ...আলকাতরার দুর্গন্ধ
নষ্ট হবে কারি
কর্তামশাই বুদ্ধি তোমার
সত্যি বলিহারি!

তরুদল : শশক ভায়ার বুদ্ধি নিলে,
গন্ধ যাবে চলে
রান্না তোমার ভালোই হবে
পরিচ্ছন্ন হলে!

শিয়াল কর্তা : বেশ, তাহ'লে তাই করা যাক
পরুক কাঁটার হার,
কাল সকালেই শশক ভায়া
হবেই পরিষ্কার!

তরুদল : কাঁটার ঝোপে ফেলে দিতেই
চামড়া গেল কেটে
শশক ভায়া বেরিয়ে এল
কষ্ট করে হেঁটে।

শশক : (লাফাতে লাফাতে পিছিয়ে যায়)
ধরবে শশক শিয়াল বুড়ো?
রান্না করে খাবে?
সরল শশক ধরবে এমন,
বুদ্ধি কোথায় পাবে?

যবনিকা

ছবি : সিবিল বেত্তাসিংঘে

পোষাক
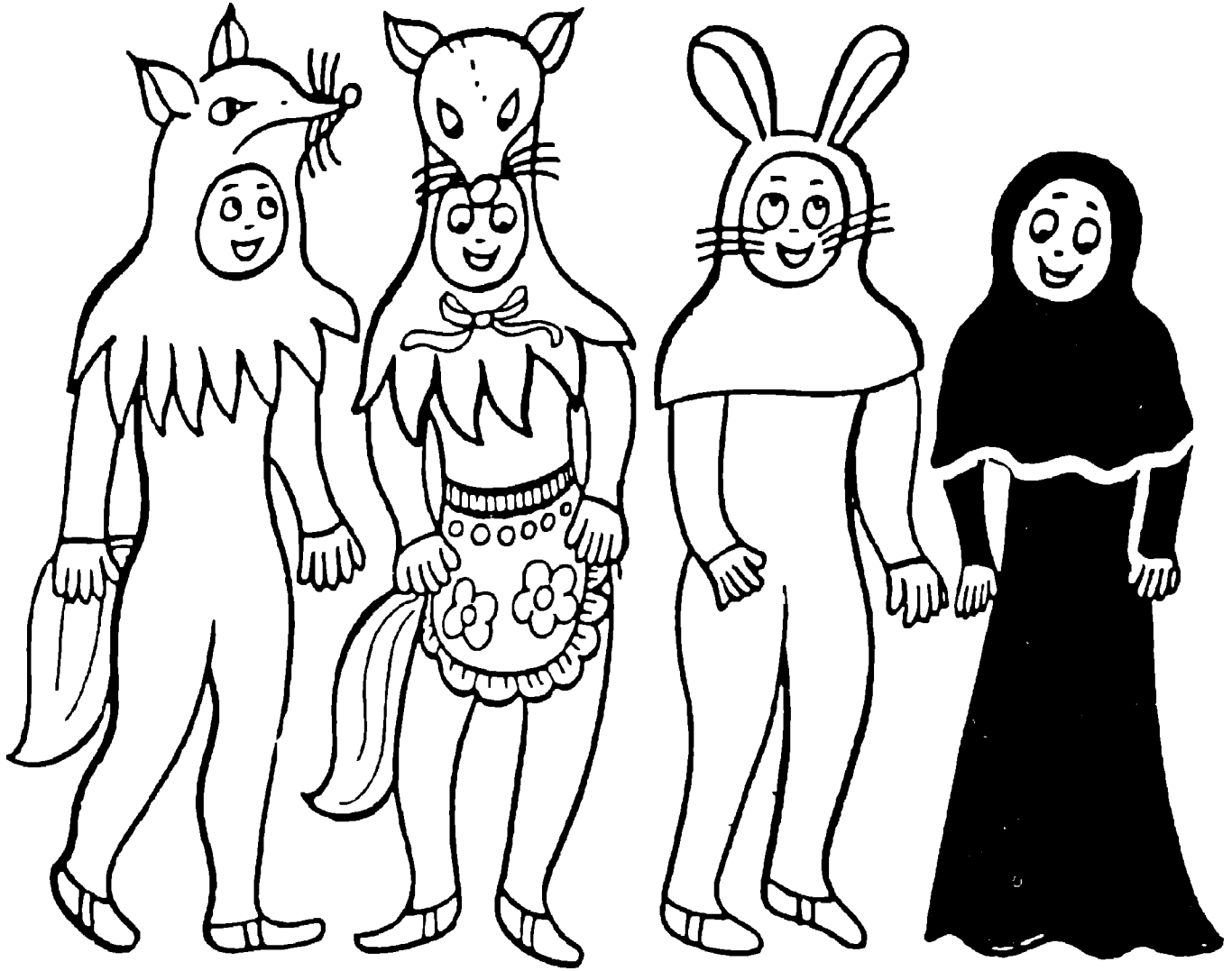
মঞ্চ বিন্যাস

সব সামগ্রীই চাকাব ওপব

পশ্চাদভূমি-গাছপালা সহ

পর্দা

শিয়াল গৃহ

তরুদল

মঞ্চ

শশক আবাস (তরুদল)

পুতুলেব জায়গা

কাঁটাব ঝোপ

সম্মুখ-ভাগ

দর্শক
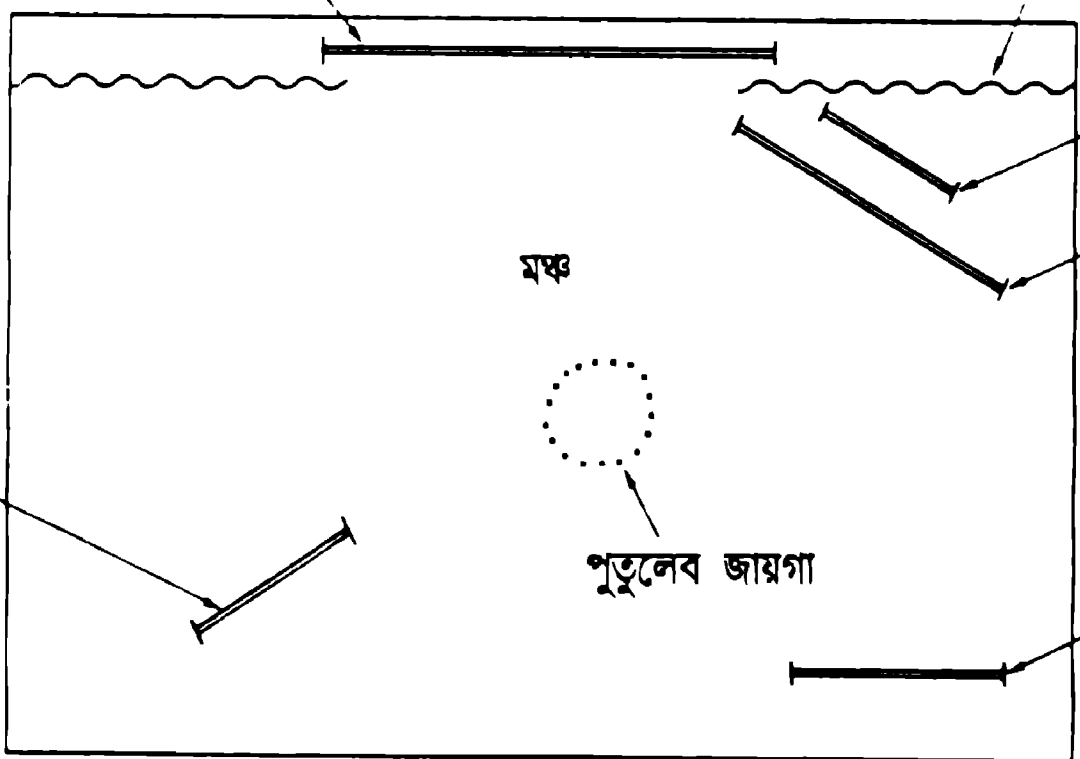
ছায়া ও কায়া

তাইল্যাণ্ড

ছায়া ও কায়া

থানটিকা তাপ্পাদিত

● চরিত্রলিপি———————————————————————

বালক	একটি ছেলে
ছায়া (বালকের)	একটি সমবয়স্ক ছেলে
ছায়াপতি	ছায়া পোষাকে একটি লম্বা লোক
ছায়াদল	ছায়া পোষাকে ছোট এবং বড-র দল
নেকড়ে	নেকড়ের পোষাকে একটি ছেলে
ভেড়ার ছানা	ভেড়াব পোষাকে একটি মেয়ে
গোলাপী ছায়া	একটি মেয়ে
অতিরিক্ত	ছেলে মেয়ে এবং কিছু ছায়া-মালিকের ভূমিকায় কিছু প্রাপ্ত বয়স্ক

(বাগানেব মাঝখান দিয়ে পথ। পথেব দুধাবে ছোট ছোট ঝোপ। বালক বেরিয়ে এসে, ভীত, চকিত চোখে চাবধাবে তাকিয়ে দেখে নিল। তাব পেছনে আছে ছায়া, গাঢ় নীল বঙেব সাঁটা জামা পবা। বালক, এগিয়ে এসে, পেছন ফিবে তাকায়। ছায়াও তাই কবে, প্রায় একই সঙ্গে। বালক ডান দিকে তাকায়। ছায়াও তাকায়। বালক পকেট থেকে একটা মানি ব্যাগ বেব কবে। ছায়াও তাই কবল। তাব ব্যাগটা কালো)

বালক : আহা...হা...হা আব একটা ব্যাগ! সহজেই কাজ হাসিল। লোকটা একটু নড়েও নি!

(ছাযা ব্যাগটা দেখল। বালক সূর্যেব দিকে তাকালো। ছাযাও তাকালো। বালক বোদ আটকাবাব জন্য ডান হাতটা তুলে চোখেব ওপব ছাযা ফেলল। ছাযাও ঠিক তাইই করল।)

বালক : উঃ কি গবম!

(বালক হাঁটু উঁচু কবে বসলো এবং হাত দিয়ে মুখে বাতাস কবতে আবম্ভ কবল। ছাযাও তাই কবল। বালক হাতেব মনি ব্যাগটা ভাল কবে দেখল মৃদু, হাসল, এবং ব্যাগটা পকেটে বেখে দিল। ছাযাও তাই কবল। বালক হঠাৎ ঘুবে, ছাযাকে দেখে চমকে উঠল। ছাযাও ঠিক তাই কবল)

বালক : তাই ভাল! আমি তো ভেবেছিলাম এটা অন্য কেউ! আমি কি বোকা! নিজেব ছায়াকেও ভয পাই! খুব ভয় পাইয়ে দিযেছিলে যা হক!

(বালক ছাযাব দিকে আঙুল দেখায। সেও অনুকবণ কবে। গবম বাড়ছে। বালক নিজেকে বাতাস কবে কিন্তু দৃষ্টিটা তাব ছাযাব দিকে। ছাযাও তাকায ওব দিকে। বালক বেগেমেগে অন্যদিকে তাকায—আড়চোখে ছাযাকে দেখতে দেখতে। ছাযাও তাই কবে। বালক খুব চটে গিযে উঠে দাঁড়ায)

বালক : বিদেয হও না বাবা! এদিকে পুলিশের ওপর চোখ বাখতে বাখতেই আমাব প্রাণ ওষ্ঠাগত। তার ওপব আবার তুমি! আব জ্বালিও না! যাও, কেটে পড়!

(বালক সবে গেল। ছাযাও সঙ্গে সঙ্গে সবলো)

বালক : আমি যে বললাম, কথা বুঝি কানে উঠল না। বলেছি না, আমাব পেছন পেছন আসবে না!

(বালক ঘুঁষি বাগিযে ছাযাব দিকে এগিযে যায তিন পা। ছায়াও ঘুঁষি পাকিযে পেছিযে যায তিন পা)

বালক : ভাবছ তুমি খুব চালাক, তাই না? তুমি কুঁড়ে এবং বোকা! আমি নিজেব বুদ্ধি খাটিয়ে, কষ্ট কবে পযসা বোজগাব কবি। আব তুমি? কিস্‌সু করো না! আমি বলে ভযে মরছি আর তুমি করছ মস্‌করা।

(ছাযা ওব অনুকবণ কবে, ওবই মতন হাত পা নাড়ে, সঙ্গে ঠোঁটও—যখন বালক কথা বলে)

বালক : আমি যদি ধরা পড়ি। সাহায্য কবতে পাববে?

(বালক একটু হাঁটলেই। ছাযাও সঙ্গে সঙ্গে হাঁটে)

বালক : ঠিক আছে! ভাবছ অতি চালাক তুমি তাই না? পিছু ছাড়বে না? ছেড়ো না, ঠিক আছে। এই আমি গেড়ে বসলাম। সূয্যি অস্ত গেলে, রোদও চলে যাবে আব তুমিও সঙ্গে সঙ্গে হাওযা হযে যাবে!

(বালক বসে পড়ল। ছাযাও তাই কবল। আস্তে আস্তে আলো কম হল। শুরু হল মেঘেব গর্জন আব ঝড়েব শব্দ। বালক আকাশেব দিকে তাকাল)

বালক : বৃষ্টি নামবে বলে মনে হচ্ছে। বোদ নেই, অন্ধকাব! ছাযাও মিলিযে গেছে! আপদ বিদেয হযেছে!

(মঞ্চ অন্ধকাব হযে গেল, তাবপব এল ক্ষীণ আলো। বালক চাবিদিকে তাকিযে দেখল। এবাব ছাযা আব তা কবল না। বালক উঠে দাঁড়াল)

বালক : (হাসল) বাঁচা গেছে। আলো নেই, ছাযাও নেই! এখন কেউ আর আমাব পেছু নেবে না। আমি বাঁচলাম বাবা!

(এবাব ছায়া উঠে দাঁড়াল, ইচ্ছে মতন হাত পা ছড়িযে হাই তুললো)

ছায়া : যাক! আমাব ছুটি! এবাব আমি ফ্রি!

বালক : কি? কি বললে?

(ছায়া আব একবাব আড়মোড়া ভাঙল)

ছায়া : এবাব আমি ছাড়া পেয়ে বাঁচলাম!

বালক : তাব মানে? আমায ছাড়া তুমি নড়তে পাববে?

ছায়া : এখন তো আলো নেই কাজেই ছাযা যা ইচ্ছে কবতে পাবে!

বালক : অবাক কাণ্ড!

ছায়া : এতে অবাক হওয়ার কি আছে? তুমি কি মনে কব যে তোমাব পেছনে লেগে থাকতে আমার ভাল লাগে? একদম নয। এখন আমাব ছুটি, আমার যা ইচ্ছে কবতে পাবি!

বালক : ও! আমার সঙ্গে থাকতে তোমার ভাল লাগে না?

ছায়া : না। যখন চুরি কর আমার মোটেও ভাল লাগে না। ওটা অত্যন্ত বাজে ব্যাপার! আমি তো চুরি করতে চাইনি কিন্তু তুমি করলে বলে আমাকেও করতে হল। তুমি যেখানে যাও, আমি সেখানে যেতে চাই না, কিন্তু আলো থাকলে আমায যেতেই হয়। তোমার মতো খারাপ ছেলের পিছু পিছু যাওয়া খুব বাজে কাজ! এখন আলো নেই, আমার ছুটি। আমার ইচ্ছে মতন চলব।

বালক : তাই বুঝি? তা তুমি এখন যাবে কোথায়?

ছায়া : আমি এখন যাব যেখানে আমাব বন্ধুদের সঙ্গে দেখা হবে। এখন তো আমাদের প্রায় সকলেরই ছুটি। ছাড়া পেলেই আমরা ছাযা মহলে যাই!

বালক : সেটা আবার কি?

ছায়া : ঐ তো বললাম। ছাযা মহল হল, ছুটি পেলে যেখানে ছায়ারা যায়। এবার আমাকেও যেতে হবে!

বালক : দাঁড়াও, দাঁড়াও! আমি আসতে পারি তোমাব সঙ্গে?

ছায়া : সে কি কথা? তুমি আমার সঙ্গে আসবে? তা এই যে বললে আমি সঙ্গে থাকলে তোমার খারাপ লাগে, বিবক্ত লাগে, আরও কত কি!

বালক : লাগেই তো—যখন তুমি আমার পিছনে ধাওয়া কর! এখন তো তুমি আলাদা, স্বাধীন। আমরা এখন বন্ধু!

ছায়া : আচ্ছা, তাহ'লে একটা কথা দাও!

বালক : কি?

ছায়া : তুমি ওখানে কিছু চুরি করবে না। যদি চুবি কবে ধবা পড, আমি কিন্তু তোমায় সাহায্য করতে পাবব না!

বালক : কথা দিলাম। প্রমিস্।

ছায়া : ঠিক তো?

বালক : ঠিক।

ছায়া : কথা রেখ কিন্তু।...চল।

(দুজনে এক সঙ্গে মঞ্চ থেকে বেবিয়ে গেল।)

দ্বিতীয় দৃশ্য

(ছায়া মহলেব অভ্যন্তব। রঙটা গাঢ় এবং মেঝে উঁচু নিচু ধাপ দেওযা। অনেক ছাযা। পোষাক সকলেবই উজ্জ্বল বর্ণ, গাযে সাঁটা। কোন কোন ছাযাব কান, শিং বা ল্যাজ থেকে বোঝা যায সেগুলো জন্তু জানোযাবেব ছাযা। ছাযা মহলে, ছাযাব সবাই বংচঙে, তবে জামা গাযে সাঁটা। তাতেই বোঝা যায যে তাবা ছাযা। ছাযারা নাচছে। তাদেব নেতা, ছাযাপতি, মঞ্চেব মাঝখানে দাঁডিযে। তাঁব জামাও গাযে সাঁটা, কিন্তু তাব ওপব একটা আলখাল্লা। মাথায তাঁব মুকুট, হাতে দণ্ড আব তাতে একটা 'তাবা' আটকানো।)

সব ছায়া (গান গাইছে)

ছায়া ছায়া ছায়া, আমরা সবাই ছায়া
অন্ধকারে মুক্তি মেলে আলো হলেই কায়া।
নেই আমাদের জাতেব বিচাব
মানুষ পশু সব একাকাব
বিশ্ব ভরা আমার তোমার, নেই আমাদেব মাযা।

ছায়া ১ : ঐ মানুষের মায়ার ঘবে

ছায়া ২ : সবাই কাঁদে অন্ধকাবে

ছায়া ৩ : অন্ধকারেই জন্ম মোদেব

ছায়া ৪ : আলো হলেই কায়া

সকলে : ছায়া, ছাযা, ছায়া, আমবা সবাই ছাযা।

(এবই মধ্যে বালক এবং ছাযা মঞ্চে প্রবেশ কবে, দুজনে তিন চাব পা এগিযে এল যাতে দর্শকবৃন্দ ওদেব চিনে নেয)

ছায়া : এই হল আমাদেব ছাযা মহল—আব এবা সবাই আমাব ছাযা বন্ধু!

বালক : ছাযা মহল! ছাযা বন্ধু! আব মাঝখানে দাঁডিযে উনি কে?

ছায়া : উনি হলেন ছাযাপতি। আমাদেব নেতা।

বালক : ছাযাপতি? ওঁব হাতে ওটা কি? দেখতে তো বেশ?

ছায়া : ওটা হল যাদুদন্ড!

বালক : যাদুদন্ড? সে আবাব কি?

ছায়া : ঐ যাদুদণ্ড দিয়ে রাতকে দিনের চেয়ে বড় করা যায়! শীতকালে, যখন খুব ঠাণ্ডা পড়ে আর লোকে লেপমুড়ি দিয়ে ঘুমোয় তখন উনি রাতকে লম্বা করে দেন আর আমরা অনেক বেশী সময় পাই আনন্দ করতে!

বালক : বাঃ রে, ভারি মজা তো! রাত দিনের চেয়ে বড় হয়ে যায়? আমার যদি একটা থাকত না, দিন আর হতই না, সব সময় রাত থাকত, আর আমরা শুধু শুয়েই থাকতাম! স্কুল যেতে হত না!

ছায়া : দূর! কি যে বোকার মতন কথা বল, তাব ঠিক নেই!

সব ছায়া : (গান গাইছে)

সূর্য পাটে বসলে পরে
আমরা আসি মহল ঘবে
সকাল হলেই খুঁজে বেড়াই
আপন আপন কাযা
ছাযা, ছায়া, ছাযা, আমবা সবাই ছাযা।।

(গানেব শেষে ছাযাপতিব দৃষ্টি গেল বালক এবং ছাযাব প্রতি)

ছায়াপতি : এই ছোটু! কোন সাহসে তুমি এই ছেলেটাকে আমাদেব ছাযা মহলে এনেছ? (সব ছাযা ওদেব ঘিবে দাঁড়াল)।

ছায়া : ছায়াপতি মহারাজ। এই হল আমার মালিক। আমি এরই ছায়া! এ আমাদেব ছাযা মহল দেখতে চায। দযা কবে অনুমতি দিন।

ছায়াপতি : ও আচ্ছা। তাই বুঝি?

বালক : মহারাজ। আমি বেশীক্ষণ থাকব না। এ...এ... কি বলে আপনার রাজদণ্ডটা ভারি সুন্দর! (হাত বাড়িযে) ওটা আমায...

ছায়া : এই, খবরদাব! (বালকেব হাতটা সবিযে দিল)

ছায়াপতি : (হেসে) এটা হল আমাব যাদুদণ্ড! আচ্ছা, বালক, এসেইছ যখন বল তুমি কি জানতে চাও? ছাযাদেব বিষয কিছু জানতে চাও?

বালক : ছায়া...মানে...ছাযা সম্বন্ধে....ও হ্যাঁ, ঠিক তো। মনে পড়ে গেছে। আমি যখন ছোট ছিলাম না, আমাকে ছায়াব সঙ্গে খেলতে শেখানো হয়েছিল!

ছায়া : ছায়াব সঙ্গে খেলা? সে আবার কি খেলা?

বালক : বলি তাহলে শুনুন। ধরুন যদি আলোটা(দর্শকদেব দিকে আঙুল ঐ দিক থেকে আসে তাহলে (কড়ে আঙুল, মাঝেব আব বুড়ো আঙুল এক সঙ্গে কবে) আঙুলগুলো এই রকম করলেই দেখবে নেকড়ের ছাযা!

ছায়াপতি : এই খেলা শিখিয়েছিল বুঝি?

বালক : তুমি ওবকম করতে পারো?

ছায়াপতি : বাপু হে, ভুলে যেও না। এটা ছাযা মহল। কোন আজে বাজে জায়গা নয়! এখানে ওব চেয়ে অনেক ভাল খেলা আছে। দেখবে? এস।

(ছাযাপতি ওকে নিযে মঞ্চেব সামনেব দিকে এল। গান ধবল)

ডান হাত বাঁ হাত
জ্বেলে দাও আলো
দেখাব খেলা যেটা
সব চেয়ে ভাল।।

(ছাযাপতি যাদুদণ্ডটা দু হাতে ধবে নাডতেই আলো জ্বলে উঠল)

ছায়াপতি : ঐ দেখ ছাযা!

(অভিনীত হবে 'নেকডে ও মেষ শাবক' সঙ্গীত-নাটক। গাঢ বঙেব আঁটসাঁট পোষাক পবে অভিনেতাবাও কবতে পাবেন অথবা পুতুল দিযেও হতে পাবে। অভিনেতাবা কবলে অঙ্গভঙ্গী এমন হওযা দবকাব যাতে মনে হয যে তাবা ছাযা।)

নেকড়ে : নেকডে আমি হিংস্র অতিকায
দেখলে আমায লোকে
আজ ভয়েই মরে যায।
বা ভাই বা ভাই...নাদুসনুদুস মেষ
বড্ড ক্ষিদে খাওযাটা উঠবে জমে বেশ!

ভেড়া : তেষ্টায ফাটে বুক
ঝর্ণাব জল খাই
মিটে যাবে কষ্ট

নেকড়ে : এই পাজি ভেড়াটা
মুখ দিয়ে জলটায়
করে দিলি নষ্ট!

ভেড়া : আমি তো নিচের দিকে
কর কেন বায়না?
জানো না কি জল কভু
উঁচু দিকে যায় না!

(ছাযারা খুবই আনন্দ পায)

নেকড়ে : হুম্ । (স্বগত)। কথাটা বলেছে ঠিকই।
কি কবা যায ? কিছু ভেবে দেখি!
তুই নয? বেশ, বেশ বেশ!
কাল তোর বাপ
ঐ বুড়ো মেষ
দিযেছিল কষ্ট
জলটাকে কবে দিযে নষ্ট
দেখেছি নিজেব চোখে
উঠে আয
সেই দোষে
খাব আজ তোকে

(নেকড়ে তাড়া কবল ভেড়াকে। ছাযাবা হযে উঠল উত্তেজিত)

ছায়াপতি : দেখেছ! দেখেছ! শযতান নেকড়েটা ভেড়াটাকে ধববে বলে ছুটছে! দাঁড়া দেখাচ্ছি মজা ওকে!

(ছাযাপতি নাটকে যোগ দেওযাব জন্য এগিযে যায কিন্তু যাদুদণ্ড যায ওব কাপড়ে আটকে)

বালক : মহাবাজ ছাযাপতি, আপনাব যাদুদণ্ডটা ধবব ?

ছায়াপতি : হ্যাঁ, ধব তো (ওর হাতে দণ্ডটা দিযে।) ...এই ...এই শযতান নেকড়ে! (সঙ্গীত চলতে থাকে। বালক দণ্ডটাকে উল্‌টে পাল্‌টে দেখে)

বালক : যাক বাবা! পাওযা গেছে!

বালকের ছায়া : খববদাব না!

বালক : চুপ!

(বালক ছুটতে আবম্ভ কবে। সঙ্গীত থেমে যায। সব চুপচাপ)

ছায়াপতি : চোব! চোব! ওকে ধব! চোব!

বালক : এ...এই...না...মানে

(ছাযাবা ওব দিকে এগিযে যায)

ছায়াপতি : শিগ্‌গীব দাও আমাব যাদুদণ্ড।

বালক : ...আমি...আমি...

(ছাযাবা ওব দিকে এগুতে থাকে)

ছায়াপতি : দেবে কি না?

(বালক দণ্ডটা দিযে দেয)

ছায়াপতি : চোব! তোমাব এত স্পর্দ্ধা যে তুমি ছাযা মহলে এসে চুবি কব? তোমায কঠিন শাস্তি দেওযা হবে।

ছায়াদল : ঠিক! ঠিক! কঠিন শাস্তি!

বালক : আমি...মানে....আমি...চু...চু..

ছায়াপতি : চুপ কব। এই ছাযা মহল বন্ধ কবে আমবা সবাই চলে যাব আব তুমি—তোমাব চুবিব অপরাধে এখানে বন্দী হয়ে থাকবে। একলা। গভীব অন্ধকাবে।

ছায়াদল : হ্যাঁ! হ্যাঁ! একলা! একলা!

বালক : আব, আমাব ছায়া? তাব কি হবে?

ছায়াপতি : সেও চলে যাবে। চোর! তোমাব উপযুক্ত শাস্তি হওযা দবকাব!

(সব ছাযা সবতে আবম্ভ কবে। বালক এদিক ওদিক ছোটে সাহায্য চেযে)

বালক : আমায় একলা ছেড়ে যেও না তোমরা। দযা কব।

(তাবা সবাই আবও দূবে সবে যায। ও তখন যায নিজেব ছাযাব কাছে)

বালক : দযা কব ভাই ছাযা। আমায বাঁচাও!

ছায়া : পারব না! তোমার শাস্তি হওয়াই উচিৎ!

(ছায়া আস্তে আস্তে চলে যায়। সবাই চলে যায়। বালক এদিক ওদিক ছুটতে থাকে এ কোণ থেকে ও কোণ পর্যন্ত)

বালক : (চিৎকার করে) দাঁড়াও! যেও না!

প্রতিধ্বনি : দাঁড়াও ...ও...ও! যেও না...না...না...না!

বালক : আমায় বাঁচাও!

প্রতিধ্বনি : আমায় ...আয়...আয়...বাঁচাও ...চাও...চাও...

বালক : (এদিক ওদিক ছোটাছুটির পর ক্লান্ত হয়ে বসে পড়ে। কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর) ভুল করেছি। অন্যায় করেছি। আর কখন চুরি করব না। কখ্খনো না! (হঠাৎ শোনা গেল একটি মেয়ের কান্নার শব্দ।) কে? কে ওখানে?

(বালক উঠে গেল)

গোলাপী ছায়া : (বালককে দেখে চমকে উঠে) কে?...ও! আমি ভেবেছিলাম এখানে আর কেউ নেই। আমি একলা।

বালক : তুমি কে? কাঁদছ কেন?

গোলাপী ছায়া : আমি পালিয়ে এসেছি। আমি একটা খুব খারাপ মেয়ের ছায়া।

বালক : খারাপ মেয়ে?

গোলাপী ছায়া : হ্যাঁ। সে অত্যন্ত নিষ্ঠুর। জন্তুদের কষ্ট দেয়। কুকুরদের মারে। পাখীদের মেরে ফেলে। আমার খুবই খারাপ লাগত কিন্তু ও করত বলে আমাকেও করতে হত।

বালক : আহা বেচারা!

গোলাপী ছায়া : আরও কত কি বলব! সব সময় মা বাবাকে মিথ্যে কথা বলত। নিজে ভুল করে অন্যদের দোষ দিত! চুরি করত (আবার কাঁদতে শুরু করে)

বালক : কেঁদো না ভাই কেঁদো না।

গোলাপী ছায়া : আমি যখনই পারি ওর কাছ থেকে পালিয়ে আসি...। আমি ওর কাছে একদম থাকতে চাই না। আমি খারাপ কাজ করতে চাই না। লজ্জা করে।

বালক : আর কেঁদো না। আমি বেশ বুঝতে পারি তোমার অবস্থা! আমিও খুব খারাপ ছেলে ছিলাম। এখন ভাবলেও আমার লজ্জা করে। যখন কেউ কোন অন্যায় করে তখন অন্য কেউ না জানলেও নিজের ছায়া

তো জানতেই পাবে। ঠিক কি না? (পাশে বসে পড়ল) আমি তাই সব্বাইকে বলতে চাই যে তাবা যা কবে তাদেব ছায়া সবই জানে। যদি কখন কোন অন্যায় কাজ তাবা কবাব কথা ভাবে তাহলে লজ্জা হওয়া উচিৎ। আমি সারা পৃথিবীকে এই কথাই বলতে চাই...কিন্তু উপায় নেই!

গোলাপী ছায়া : কেন? কেন নেই?

বালক : কাবণ আমি এখানে বন্দী। বেরোবার পথ নেই।

গোলাপী ছায়া : যদি বেরোতে পারো, বলবে?

বালক : নিশ্চয়ই! এখান থেকে যদি বেবোতে পাবি সমস্ত পৃথিবীকে ঐ কথা বলব!

(চাবদিক থেকে আওযাজ এল)

ছায়াদল : ঠিক তো? ঠিক বলছ?

বালক : (অবাক হযে) সত্যি বলছি!

(হাসতে হাসতে ছাযাদেব আবির্ভাব)

ছায়াপতি : খুব ভাল ছেলে। বলতো কি বলবে!

(সঙ্গীত আবম্ভ হল। বালক গাইল—অথবা আবৃত্তি কবল)

বালক : ভাল আব মন্দ, মনে আছে, মানবে।
মন্দটা ভুলে যাও, ভালোটাই চিনে নাও!

ছায়াপতি : তাহলেই আনন্দ জীবনেতে আসবে।

বালক : ভাল আব মন্দ মনে আছে, মানবে।
কব যদি চুবি আব মিথ্যেব কাববাব

ছায়াদল : আব কেউ না জানুক, ছায়া সবই জানবে!

(সঙ্গীত জোব হল। আলো উজ্জ্বল হল। বাতাসেব শব্দ শোনা গেল। সবাই কান পেতে শুনল)

ছায়াপতি : দিনের শুরু। আমাদেরও সভা শেষ। এবাব যাও।
যে যাব নিজের কাযার কাছে ফিবে যাও!

(ছাযাদল এদিক ওদিক ছিটকে মঞ্চ থেকে প্রস্থান কবল। বইল শুধু বালক আব তাব ছাযা। বালক এদিক ওদিক তাকাল দর্শকদেব দিকে পেছন কবে। ছাযাও তাই কবল। সঙ্গীত স্পষ্ট হল। ওবা নাচতে এবং গাইতে আবম্ভ কবল। ক্রমে বহু ছাযা তাঁদেব কাযা নিযে এসে যোগ দিলো ঐ নৃত্য-উৎসবে।)

সমবেত গান :

ভাল আর মন্দ, মনে আছে মানবে,
মন্দটা ভুলে যাও
ভালোটাই চিনে নাও
তাহলেই আনন্দ জীবনেতে আসবে।
কর যদি চুরি আর
মিথ্যের কারবার
আর কেউ না জানুক ছায়া সবই জানবে।।

যবনিকা

ছবি : ফইতুন বুনফানোন

মঞ্চ বিন্যাস
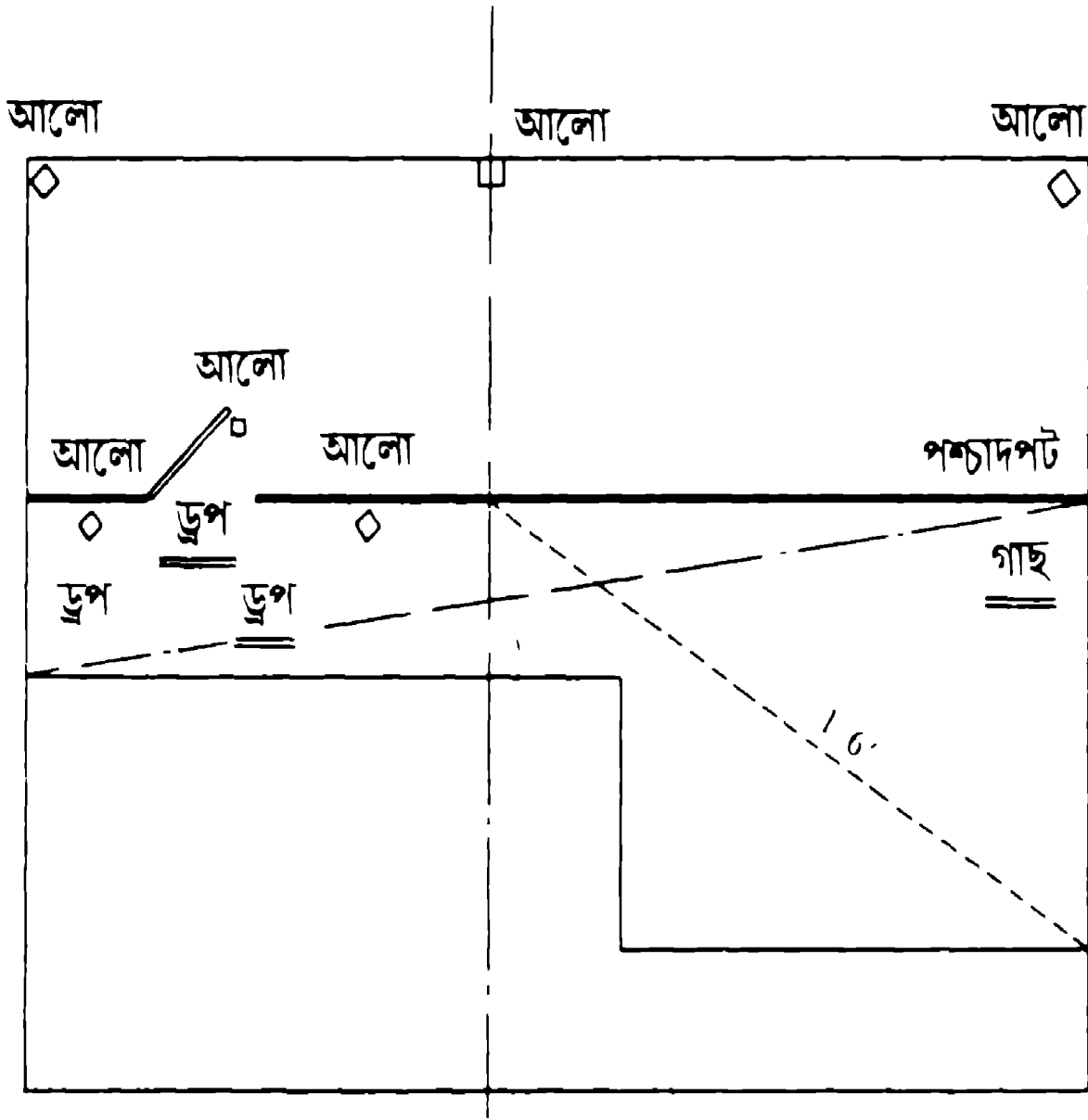
মেঝেব নকসা'

১। পবিকল্পনা হল আলো এবং ছাযাব খেলা।

২। ড্রপেব ভেতব দিযে আলো আসতে পাবে।

৩। পশ্চাদপট ব্যবহৃত হবে ছাযাব খেলাব পর্দা হিসেবে।

৪। পশ্চাদপটেব পেছনে আলো ব্যবহাব এবং অভিনযেব জন্য যথেষ্ট জাযগা থাকা দবকাব।

....

মঞ্চ সাজানো

প্রথম দৃশ্য : কিছু ছোট ছোট ঝোপেব মধ্যে দিযে বাস্তা

দ্বিতীয দৃশ্য : গাঢ বঙেব কাপড এবং কার্ডবোর্ডেব কাঠামো দিযে তৈবী ছাযা দুর্গ।

পোষাক

সাধারণ ভাবে পোষাক, জন্তু, জানোয়ার, বালক, বালিকা, প্রাপ্তবয়স্ক ইত্যাদিদের অভিভাবীয় হতে পারে। প্রথম দৃশ্যে প্রত্যেকটি ছায়ার পোষাক হবে গাঢ় রঙের। ছায়া দুর্গে, ছায়াদের পোষাক হবে গায়ে আঁটা, রঙিন কিন্তু মালিকের পোষাকের সঙ্গে রঙ যেন এক হয়।